খুনের অন্তরালে

— ডিটেক্‌টিভ্‌ উপন্যাস —

গুরুদাস হালদার

২২, থর্ণহিল রোড
এলাহাবাদ

প্রথম সংস্করণ — ফাল্গুন, ১৩৫৯

দ্বিতীয় সংস্করণ — জৈষ্ঠ, ১৩৬০

মূল্য দুই টাকা

প্রকাশক ও মুদ্রাকর

গুরুদাস হালদার

হালদার প্রেস

২২, থর্ণহিল রোড

এলাহাবাদ

এই উপন্যাসের আখ্যান-বস্তু, পাত্র-পাত্রীগণের নাম, ধাম, চরিত্র এবং সকল বিবরণই কল্পনা-উদ্ভূত। বাস্তবের সহিত কোনও সম্পর্ক তাহাদের নাই।

দিন থেকে কাজ করচিস ?”

সে উত্তর দিল, “সে ত আড়াই বছর বাবু।”

“বেলা দেবীকে খুন করা হয়েচে তা কি করে বোঝা গেল ?”

“তিনি যে পালঙে শুতেন তা রক্তে ভরা — ঘরের মেঝেও রক্তের নদী বয়ে গিয়েচে।”

“বাবু জানতেও পারেননি যে তাঁর পাশের পালঙে তাঁর স্ত্রীকে খুন করলে কেউ ?”

“তাঁকে ত ওষুধ শুঁকিয়ে অজ্ঞান করে রেখে দিয়েছিল। তাঁকে বোধ হয় আগে অজ্ঞান করেচে তারপর মাজীকে খুন করেচে — [illegible] দারোগা বাবু তাই বললেন।”

“তোর বাবুর কত টাকা চুরি গিয়েচে ?”

“বাবু বললেন আট হাজার টাকা।”

“এত টাকা নেপেন বাবু বাড়িতেই রাখতেন ? তোর বাবু ত মনে হয় না এতবড় বড়লোক যে বাড়িতেই আট হাজার টাকা পড়ে থাকে। — কি বলিস ? কি মনে হয় তোর ?”

“সে আমি কি করে বলব বাবু ?”

বৃদ্ধা মাসীমা বলিয়া উঠিলেন, “না সন্তোশ, অত টাকা নেপেনের অবস্থার কোনো লোক বাড়িতে না রাখাই স্বাভাবিক বটে। টাকা নেপেন ব্যাংকে রাখে এ ঠিক। তবে ওর বোনের বিয়ে — সে জন্যে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে থাকবে। কাল রাত্রের ট্রেনে দেশে যাবে শুনেচি — কারণ এই দশ

তারিখে সেখানে ওর বোনের বিয়ে। — বোধহয় বোনের বিয়ের টাকাই চুরি গিয়েচে।”

“বেশ, চলুন মাসীমা—দেখা যাক কি ব্যাপার” বলিয়া সত্যেশ সেন কক্ষে প্রবেশ করিয়া অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি লইয়া নেপেন বাবুর বাড়ি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

(২)

নেপেন বাবুর বাড়ি আসিয়া সত্যেশ সেন ও তাঁহার মাসীমা দেখিলেন যে তাঁহারা যাহা শুনিয়াছেন তাহা সত্য। দারোগা জিজ্ঞাসা করায় সত্যেশ সেন নিজের পরিচয় দিলেন।

দারোগা তাঁহার নাম শোনেন নাই, কাজেই স্বভাবত ভাবিয়া লইলেন যে তিনি একজন অতি সাধারণ মানুষ এবং অল্প-সল্প গোয়েন্দার কাজ হয়ত করেন। যাহা হউক তিনি সত্যেশ সেনের অনুরোধ উপেক্ষা করিলেন না। — বলিলেন, “বেশ ত, আপনার যা দেখতে ইচ্ছা হয় দেখুন, ক্ষতি নেই।”

রক্তে ভরা বিছানাটার উপর ঝুঁকিয়া অনেকক্ষণ এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে সত্যেশ সেন কি দেখিয়া একটু টিপিয়া হাসিলেন।

দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি ব্যাপার?”

"এমন কিছু নয়—এই ক'টা চুল দেখে হাসি এল" বলিয়া সত্যেশ সেন তাহার একটি চুল তুলিয়া লইয়া পকেট হইতে লেনস্ বাহির করিয়া ভাল করিয়া তাহা দেখিলেন—তাঁহার মুখভাব প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

দারোগা কহিলেন, "কি দেখচেন ?"

সত্যেশ সেন বলিলেন, "দেখুন ওই লেনসের ভিতর দিয়ে এ চুল কখনও কাটা হয়নি, এই প্রায় এক ইঞ্চি চুলের আগায় নাপিতের কাঁচি কখনও ছোঁয়ান হয়নি—মনে হয় এ মামলার এ একটা সূত্র।"

দারোগা তাহা দেখিলেন, বলিয়া উঠিলেন, "আমি এমন কিছু দেখচি না—একটা সাধারণ চুলই দেখচি।"

"লক্ষ করে দেখুন দারোগাজী, বেশ দেখতে পাবেন ওই চুলের আগা একদম ছুঁচের মতই ছুঁচলো—তার মানে ও চুলে নাপিতের কাঁচি লাগেনি; নাপিতের কাঁচি লাগলে ওই চুলের আগা একদম ভোঁতা হত—তীক্ষ্ণ হত না। আপনার নিজের মাথার চুল একটা নিয়ে দেখে নিন লেনস্ দিয়ে, আমার কথার সত্যতা বুঝবেন।"

সত্যেশ সেনের কথা মত দারোগা নিজের মাথার চুল লইয়া লেনস্ দিয়া দেখিলেন, বলিলেন, "তাইত! তার মানে, ও শিশুর চুল—একদম কচি ছেলের চুল, যা এখনও কাটা বা ক্ষুর দেওয়া হয়নি।" তাহারপর নেপেন বাবুর প্রতি দারোগা কহিলেন, "আপনার ত বোধ করি কোন শিশু সন্তান........"

মাথা নাড়িয়া নেপেন বাবু বলিলেন, "না, হয়নি।"

মাসীমা বলিয়া উঠিলেন, "তার মানে কাল রাত্রে এই ঘরে কোনো নারী এসেছিল, যার সঙ্গে ছিল কোনো শিশু? বল কি! তোমার বার করা সূত্র ত কখনও ভুল হয় না সত্যেশ! —কোনো নারী তার শিশু সন্তান নিয়ে এ ঘরে ঢুকেচে আর হয় নিজে খুন করেচে না হয় তার কোনো সঙ্গীকে দিয়ে খুন করিয়েচে। মানে নারীর প্রতি নারীর প্রতিহিংসা বৃত্তির তৃপ্তি করা?"

দারোগা কহিলেন, "নেপেন বাবু! আছে এমন কোনো নারী যার এমন একটি শিশু সন্তান আছে আর যে এত মাত্রায় ক্রোধ রাখত আপনার স্ত্রীর উপর?"

নেপেন বাবু বলিলেন, "না, তেমন কেউ ত মনে পড়ে না —তবে বেলা বদরাগী ছিল বটে, কাজেই কারো সঙ্গে যদি ঝগড়া-ঝাটি ...."

দারোগা চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "বদরাগী নয়—বদরাগী নয়; নেকামি ছাড়ুন নেপেন বাবু—নারীর প্রতি নারী তেমন প্রতিহিংসা নিতে ঠেলে ওঠে কখন?—পুরুষ নিয়ে যখন সাপে সাপে বিষ ঢালবার মত মনভাব হয়। কথা চাপবেন না নেপেন বাবু—সব বেরিয়ে পড়বে—খুনের রহস্য চাপা থাকবে না!"

সত্যেশ সেন বলিলেন, "চটবেন না দারোগাজী—শান্ত হন। এতবড় সূত্র ধরা পড়বার পর রহস্য-ভেদ হবেই—

আপনি যা জিজ্ঞাসা করচেন তা উনি নাও জানতে পারেন।"

দারোগা সত্যেশ সেনকে বাহিরে ডাকিলেন, বলিলেন, "আপনি বলতে চান যে-নেপেন বাবুর তেমন কোনো প্রণয়িণী নাও থাকতে পারে, তবে ওঁর স্ত্রী বেলা দেবীর কোনো এমন প্রণয়ী থাকতে পারে, যার স্ত্রীর অমন একটি শিশু সন্তান আছে—এই ?"

সত্যেশ সেন বলিলেন, "দারোগাজী ! পৃথিবীতে সবই সম্ভব। সূত্র একটা পাওয়া গিয়েচে—এইবার তলিয়ে ভেবে সেই সূত্র ধরে এই খুন আর চুরির রহস্য ভেদ করতে হবে। ওই মনের অবস্থার উপর আর এখন বেচারাকে ধমক দেবেন না, এই আমার অনুরোধ।"

তাহারপর কক্ষে প্রবেশ করিয়া তিনি নেপেন বাবুর প্রতি প্রশ্ন করিলেন, "আপনি আট হাজার টাকা ব্যাংক থেকে তুলেচেন কবে ?"

নেপেন বাবু উত্তর দিলেন, "কাল দুপুরে।"

"টাকা বাড়ি এনেছিলেন কখন ?"

"বিকেল তিনটে বা সাড়ে তিনটে হবে তখন।"

"আপনি যে টাকা তুলেচেন তা কে জানত ?"

"বন্ধুরা প্রায় সবাই জানত। বোনের বিয়ে হবে—দেশে যাব টাকা নিয়ে, রবিবারে যাওয়ার কথা; কাজেই টাকা তুলব ব্যাংক থেকে এ ত বন্ধুরা জানত।"

"আজ শনিবার—নয় কি ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"রবিবারে যখন যাবেন, তখন আজ টাকা না তুলে কাল অর্থাৎ শুক্রবারে টাকা তুলেছিলেন কেন?"

"আজ টাকা তুলতে গেলে ব্যাংক যদি দৈবাৎ কোনো অবজেক্‌সন্ করে বা আইডেন্‌টিফিকেসন্ চায় বা কোনো বাধা পড়ে এই ভয়ে একদিন আগেই টাকা তুলেচি।"

"চোর অন্তত সন্ধান পেয়েচে যে আপনি টাকা তুলেচেন। টাকা রেখেছিলেন কোথায়?"

নেপেন বাবু বলিলেন, "প্রথমে এই আলমারিতে টাকা রেখে চাবি বন্ধ করে রেখেছিলুম। তারপর রাত্রে বিছানায় শুয়ে মনে হল, কি জানি যদি দৈবক্রমে চোর আসে তবে ওই আলমারি খুলে টাকা পাওয়া তার পক্ষে কত স্বাভাবিক— চোর টাকার লোভে ত সাধারণত বাক্স বার করে নিয়ে গিয়ে ভাঙে, আলমারি প্রভৃতির চাবি খুলবার ওদের নানা পদ্ধতি আছে আর এমন সাবধানে খোলেও যে ঘুমন্ত গৃহস্থ জানতেও পারে না তা। সত্যি ভয় হল, শেষে আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে এই স্থির করলুম যে তার চেয়ে টাকা কোথায় আছে তা জানতে পারা বা খুঁজে পাওয়া চোরের পক্ষে কিছুতে সম্ভব না হয় এমন কোথায়ও টাকা লুকিয়ে রাখাই উচিত। তাই ওই উঠোনের কোণে কয়লার গাদার নীচে পুঁটলি বেঁধে সমস্ত টাকা লুকিয়ে রেখেছিলুম।"

সত্যেশ সেন বলিলেন, "হুঁ, ওমন জায়গায় যে আট

হাজার টাকা কেউ লুকিয়ে রাখবে, এ ধারণা চোরের হওয়া সাধারণত সম্ভব নয়।—হাঁ, টাকা নিরাপদে রাখবার এও একটা পদ্ধতি।"

দারোগা কহিলেন, "চাকরটা হয়ত দেখে থাকবে।"

নেপেন বাবু বলিয়া উঠিলেন, "না, তা অসম্ভব—চাকর কাজ সেরে চলে গিয়েচে রাত ন'টায়। সে এ বাড়িতেই থাকে না।"

দারোগা বলিয়া উঠিলেন, "তার মানে প্রতিহিংসা-পরায়ণ কোনো নারী, যার কোলে একটি অতি ছোট সন্তান আছে, সে যেমন করে হক না সন্ধান পেয়েচে যে আট হাজার টাকা আছে এ বাড়িতে। সে একা অথবা কোনো বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এ বাড়ি এসে ওই বাথ্-রুমের দরজার কাচ ভেঙে হাত গলিয়ে বাথ্-রুমের দরজার ছিট্‌কিনি খুলে ঘরে ঢুকেচে—এঁরা টের পাননি। তারপর এঁকে ক্লোরোফর্ম করেচে এঁর ঘুমন্ত অবস্থায়। এঁর স্ত্রীকে করেচে তারপর পীড়ন, "বল্ কোথায় আছে টাকা"—বেলা দেবী বলতে চাননি—তখন ছুরি বার করে খুন করবার ভয় দেখিয়েচে—তাই ভয়ে তখন বলে ফেলেচেন। তখন তারা টাকার পুঁটলিটা নিয়েচে ঐ কয়লার গাদা থেকে—তারপর সেই নারী তার প্রতিহিংসা বৃত্তি তৃপ্ত করতে বেলা দেবীকে খুন করিয়েচে।"

সত্যেশ সেন বলিলেন, "এও ত হতে পারে দারোগাজী যে তেমন কোনো নারী যদি এসে থাকে তবে সে প্রতিহিংসা-

পরায়ণ নাও হতে পারে। হয়ত সে আর তার সঙ্গী পেশাদার চোরই—তবে সে এত পরিচিত যে চুরি করবার পর তার ভয় হয়েচে যে বেলা দেবীকে খুন না করলে সে ধরা পড়বেই—কাজেই নিরাপদ হওয়ার অন্য উপায় না থাকায় খুন করেচে। সম্ভাবনা ত কত রকমের হতে পারে!”

দারোগা কহিলেন, “হুঁ, তাও ঠিক।—আচ্ছা মিস্‌টার সেন, ওই শিশুর চুল অতগুলো ওই বিছানায় কেন?”

সত্যেশ সেন কিছু বলিবার পূর্বে মাসীমা বলিলেন, “তার কারণ এও ত হতে পারে যে খুন করবার পর লাস সরিয়ে ফেলবার সময় সঙ্গীটির পক্ষে একা তা বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি—বাধ্য হয়ে শিশুকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এই নারী তখন লাস সরাবার কাজে সাহায্য করেচে।”

দারোগা কহিলেন, “হুঁ, ঠিক! শিশু কেঁদেচে—নড়েচে, মাথার চুল হয়ত উঠচে তার, তাই বিছানায় চুল লেগে আছে।” তৎপরে কি একটু ভাবিয়া আবার বলিয়া উঠিলেন, “হুঁ, তাই ঠিক। তবে যাই হক, চোর ও খুনে এঁদের অতি পরিচিত অর্থাৎ বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে—খুব সম্ভব দুজন এসেছিল; তাদের মধ্যে একটি নারী, সে এক কচি শিশু নিয়ে এসেছিল।—দিন মশাই নেপেন বাবু আপনাদের সমস্ত বন্ধুবান্ধবদের নাম আর ঠিকানা দিন—যে যে আসত আপনাদের বাড়ি, যে যে জানে আপনি টাকা তুলেচেন বোনের বিয়ে দেওয়ার জন্যে, তাদের সবার নাম আর ঠিকানা দিন—পুরুষ নারী সবারই!”

নেপেন বাবু তাহাদের সবার নাম ও ঠিকানা বলিলেন, দারোগা লিখিয়া লইলেন।

একটু পরে দারোগার সহিত সত্যেশ সেন যাইয়া বাথ্-রুমের দরজার ভাঙা কাচখানি দেখিলেন—দেখিলেন তাহার কিছু কিছু অংশ তখনও কাঠের ফ্রেমে লাগিয়া আছে, অধিকাংশ টুকরা বাহিরের দিকে তখনও ঝুঁকিয়া আছে।

সত্যেশ সেন কহিলেন, "এই কাচ ?"

দারোগা কহিলেন, "হাঁ।"

পুনরায় নেপেন বাবুর শয়ন কক্ষে আসিয়া দারোগা কহিলেন, "কিন্তু দেখুন মিস্টার সেন, খুন করল কেন তা বুঝলুম; কিন্তু লাস লুকিয়ে ফেলল কেন ? রক্তের দাগ থেকে মনে হয় লাস বাইরে নিয়ে গিয়েচে—বাইরের বারাণ্ডার পরে সিঁড়ির উপরও দুই এক ফোঁটা রক্ত আছে—তারপর আর নেই। লাস নিয়ে যাওয়ার হেতু কি ?"

সত্যেশ সেন বলিলেন, "তারাই জানে হেতু কি। আমি এখনই তা কি করে বলব বলুন !"

দারোগা কহিলেন, "ও লাস কাছের কোনো কুয়ো থেকে অথবা কাছেই কোথায়ও খুঁজে পাব—নয়কি ?"

সত্যেশ সেন বলিলেন, "খুঁজতে লোক লাগিয়েচেন কি ?"

দারোগা কহিলেন, "নিশ্চয়।"

দারোগা চলিয়া যাইবার পর সত্যেশ সেন নেপেন বাবুকে প্রশ্ন করিলেন, "দারোগার কাছে শুনলুম যে আপনার জ্ঞান আপনিই হয়েচে—আপনাকে অজ্ঞান অবস্থায় কেউ দেখেনি। এ কথা সত্য?"

নেপেন বাবু কহিলেন, "হাঁ।"

"কখন জ্ঞান হয়েচে?"

"তখনও ভোর হয়নি।"

"কিন্তু কি করে বুঝলেন যে আপনাকে ক্লোরোফর্ম করা হয়েচে? ঘরের মেঝে ওই যে মাস্‌ক্ পড়ে আছে ও থেকে?"

"শুধু ও থেকে নয়—আমার শরীরটাও তেমনি মনে হচ্চে।"

মাসীমা বলিলেন, "নেপেন মাঝে মাঝে 'ওয়াক্' 'ওয়াক্' করে গলাও টানচে।"

সত্যেশ সেন বলিলেন, "মাসীমা! যদি তর্কের খাতিরে বলি, ওঁকে ক্লোরোফর্ম করা হয়নি—উনি এমনিই 'ওয়াক্' 'ওয়াক্' করচেন?"

নেপেন বাবু বলিলেন, "আপনি মনে করেন, আমার গা বমি বমি করচে না? আমি বৃথাই অমন........"

সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, "তা নয় নেপেন বাবু, ক্ষুণ্ণ হবেন না। আমি সম্ভব অসম্ভব সব দিক ভেবে দেখতে চাই। যে কোনো বিষয়ের দুটো দিকই ভাবতে হয়। হয়ত ক্লোরো-ফর্ম করে থাকবে আপনাকে—তা যদি করে থাকে তবে তার মানে প্রায় মাঝ রাত্রেই এ ঘটনা ঘটেচে।"

মাসীমা বলিলেন, "তা কি করে বুঝচ সত্যেশ?"

সত্যেশ সেন উত্তর দিলেন, "ওঁর যখন ভোর রাত্রে জ্ঞান হয়েচে, তখন ক্লোরোফর্ম করে চুরি প্রভৃতি করা হয়েচে খুব সম্ভব মাঝ রাত্রে। নেপেন বাবু এখন যে রকম 'ওয়াক্' 'ওয়াক্' করচেন, তায় উনি খুব শক্ত স্নায়ু-বিশিষ্ট মানুষ নন্। তেমন শক্ত মানুষকে ক্লোরোফর্ম করবার পর তার নাকের উপর থেকে ক্লোরোফর্মের মাস্ক্ সরিয়ে নিলে তার বটে তাড়াতাড়ি জ্ঞান হয়—তার বিশেষ গা বমি বমি করে না। নেপেন বাবু তেমন শক্ত স্নায়ু-বিশিষ্ট মানুষ নন্—ওঁর জ্ঞান হতে দেরি হয়েচে এ নিশ্চিত। কাজেই এ ঘরে যা যা হয়েচে, তা হয়েচে মাঝ রাত্রে।"

মাসীমা বলিলেন, "তোমার অনুমান ঠিক বলেই মনে হয় সত্যেশ! নেপেনের কোনো অসুখ হলেই ও অস্থির হয়ে পড়ে। হাঁ, তেমন শক্ত স্নায়ু ওর নেই।"

সত্যেশ সেন নেপেন বাবুকে কহিলেন, "দারোগা আপনার সমস্ত বন্ধুদের নাম আর ঠিকানা লিখে নিয়ে গেলেন—মনে হয় তিনি ধমকা-ধমকিও আরম্ভ করবেন। মনে হয় ওই ওঁর

পদ্ধতি—ও পদ্ধতি উনি ধরতে হয় ধরুন গিয়ে। আমি আপনার সব বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে চাই না—আপনার একটি মাত্র বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।”

নেপেন বাবু বলিলেন, “কার সঙ্গে?”

সত্যেশ সেন বলিয়া উঠলেন, “মানুষ মাত্রেরই বন্ধুদের মধ্যে এমন একজন কেউ সাধারণত থাকে, যাকে বলা যায় ‘পরম বন্ধু’। তেমন বন্ধু যখন তখন বাড়িতে আসে, সে হাঁড়ির খবরও রাখে: আপনি নিজে আপনার অন্যান্য বন্ধুদের সম্বন্ধে যা জানেন না সেই পরম বন্ধু হয়ত তাও বেশ জানে। গোয়েন্দা আমি, আমার অভিজ্ঞতা এই বলে যে খুনোখুনির ব্যাপারে তেমন একটি বন্ধুর কাছে অনেক সময় অনেক মূল্যবান কথা বা সূত্র পাওয়া যায়। আপনার তেমন বন্ধু কে?”

নেপেন বাবু একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহারপর কহিলেন, “না, এমন কেউ নেই যাকে আমি আমার পরম বন্ধু বলতে পারি।”

সত্যেশ সেন বলিলেন, “বেশ, এইবার উঠুন মাসীমা।”

মাসীমা উঠিয়া দাঁড়াইলেন বটে, কিন্তু বলিয়া উঠিলেন, “আমি এখন গেলে চলবে না সত্যেশ, আমায় এখন এখানে....”

সত্যেশ সেন বলিলেন, “সে বুঝতে পেরেচি মাসীমা, নেপেন বাবুর কাছে এখন একটু থাকা আপনার সত্যিই উচিত। তবে সে একটু পরে আসবেন—আপনার সাহায্য এখন আমার বড় দরকার

নেপেন বাবু শুষ্ক মুখে বলিলেন, "কি হবে মশাই! ওদিকে আমার বোনের বিয়ের কি হবে? আর এদিকেও এ কি হ'ল! —আহা বেচারী—আহা........!" তাঁহার চোখ দিয়া দু ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

সত্যেশ সেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখভাব লক্ষ করিলেন, বলিলেন, "কাঁদবেন না, ধৈর্য ধরুন। পুরুষ আপনি!"

বৃদ্ধা মাসীমাও কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, "কাঁদবেন না আপনারা। যা করবার আমি করচি। অধৈর্য হবেন না—বোনের বিয়ের টাকা আপনি খুব সম্ভব ফেরৎ পাবেন। চলুন মাসীমা, আমি আর সময় নষ্ট করতে পারি না। অনুসন্ধান শেষ ক'রে আমি অপরাধীকে ধরতে চাই।"

তাহারপর দেয়ালের গায় টাঙান এক যুবতীর ছবির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বোধহয় আপনার স্ত্রীর ফটো?"

নেপেন বাবু বলিলেন, "হঁা।"

"বেলা দেবীর এ ছবি কতদিন হ'ল তোলা হয়েচে?"

"মাস তিনেক হ'ল।"

"তাঁর বয়েস মাত্র আঠার উনিশ—নয়কি?"

"হঁা, উনিশ।"

"কতদিন হ'ল বিয়ে হয়েচে আপনাদের?"

"বছর দেড়েক।"

"শ্বশুর বাড়ি কোথায় ?"

"শ্রীরামপুর।"

"আপনার স্ত্রী বেশ ফরসা ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

ছবিখানির অতি কাছে আসিয়া সত্যেশ সেন সেই ছবি হইতে বেলা দেবীর নাক চোখ মুখ সমস্ত ভাল করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইলেন, তৎপরে নেপেন বাবুকে কহিলেন, "আপনার স্ত্রীর বাঁ গালে ওই তিল-চিহ্নের মত একটা কাল দাগ দেখচি ছবিতে। ওটা নিশ্চয় তিল নয়—ওটা একটা সৌন্দর্য-বর্দ্ধক কাল রঙের টিপ।"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আচ্ছা, নমস্কার! আসুন মাসীমা!" বলিয়া সত্যেশ সেন বাহির হইয়া গেলেন।

(৪)

রাস্তায় মাসীমা কহিলেন, "বাবা সত্যেশ! কি হ'ল বল দেখি ভদ্রলোকের ? স্ত্রীকে খুন করে গেল—বোনের বিয়ে হওয়াও এখন ...."

সত্যেশ সেন বলিলেন, "হুঁ, সে ঠিক কথা মাসীমা! কিন্তু দেখুন, আমার মনে হল নেপেন বাবু একটা কথা চাপলেন—আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওঁর এবং ওঁর স্ত্রীর কোন অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু আছে। আপনি ত কাছেই থাকেন, ওঁদের বাড়ি যাতায়াতও করেন—আপনি বলতে পারেন সে কে?"

মাসীমা বলিলেন, "কেন থাকবে না তেমন বন্ধু। নেপেনের মনের কি এখন ঠিক আছে? ও বোঝেনি তুমি কি জিজ্ঞাসা করচ। তবে আমি বুঝচি, তুমি জানতে চাও কার স ঙ্গ ওদের খুব মেলা-মেশা —এই ত?"

"হ্যাঁ মাসীমা!"

"দ্বিজ বাবুর ছেলে হেমের সঙ্গেই ওদের তেমনি বন্ধুতা। কাল বিকেলে যাঁদের বাড়ি তোমায় বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলুম—সেই যে বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট আধ-বুড়ো চোখে চশমা........"

"তিনিই দ্বিজ বাবু তা মনে আছে। তবে তাঁর ছেলে হেমকে কি আমি দেখেছি?"

"না, কাল বিকেলে বোধ হয় বাড়ি ছিল না।"

"দেখুন মাসীমা, নেপেন বাবুর স্ত্রীর ওই ফটো দেখে আমার মনে হ'ল, ভদ্র-মহিলা বেশ শিক্ষিতা, চাপা অথচ জেদী।—আমার এ ধারণা ঠিক মাসীমা?"

মাসীমা বলিয়া উঠিলেন, "বল কি সত্যেশ, ছবি দেখে তুমি এতটা ঠিক ঠিক কি করে........"

সত্যেশ সেন বলিলেন, "শুধু তাই নয় মাসীমা! আমার

ধারণা এই যে, এঁদের স্বামী-স্ত্রীর তেমন ব'নত না।"

"না না, ব'নত না এমন কথা বলতে পারি না। তবে ঝগড়া যে একেবারেই হত না, তাও নয়। তবে সে অমন মাঝে মাঝে কোথায় কোন্ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে হয় না।"

"মাসীমা! ইংরিজি বিদ্যায় বেশী মাত্রায় শিক্ষিতা, চাপা অথচ জেদী মেয়ে স্বামীকে সাধারণত ড্যাম্-কেয়ার করে চলে। তেমন স্ত্রীর স্বামী যদি অতি মাত্রায় স্ত্রৈণ না হয় তবে মাঝে মাঝে গুরুতর ঝগড়া হতে বাধ্য। অল্প দিন হ'ল বেশ একটা গুরুতর ঝগড়া হয়েচে নেপেন বাবুর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর—নয় কি মাসীমা?"

"সে কি! তুমি তাও অনুমানের উপর নির্ভর করে...."

"তার মানে হয়েছিল ঝগড়া?"

মাসীমা কহিলেন, "হুঁ, হয়েছিল। তুমি কি ভাবচ স্বামী-স্ত্রীর সে ঝগড়ার হেতু অন্য কোনো নারীর প্রতি, অর্থাৎ যে নারীর শিশু সন্তানের চুল পাওয়া গিয়েচে বিছানায় তার প্রতি নেপেনের টান? কিন্তু না সত্যেশ, আমি জানি এই ঝগড়ার হেতু কি।"

"বেশ, বলুন তার হেতু কি?"

মাসীমা বলিলেন, "হেমের সঙ্গে বেলা লক্ষ্ণৌএ সার্কাস্ দেখতে গিয়েছিল। গেল নেপেনের মত নিয়ে দু'দিনে ফিরবে কথা দিয়ে—ফিরল সাত আট দিন পরে—তা নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল। বেলাকে পুরো লক্ষ্ণৌ সহর ঘুরিয়ে দর্শনীয় যা যা

আছে সব দেখিয়ে তারপর ফিরেছিল হেম—তবে হাঁ বেলা তার আগে লক্ষ্ণৌ যায়নি বটে।”

সত্যেশ সেন বলিলেন, “আমি বলতে চাই, সেই স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াটা এ মামলায় উপেক্ষা করা চলে না।”

মাসীমা কি একটু ভাবিলেন, তাহারপর বলিলেন, “বল কি! তার মানে তুমি বলতে চাও যে আমি নিজে এসে নেপেন-আর বেলার সে ঝগড়া মিটিয়ে গেলেও নেপেনের মনে রাগ ছিল? সেই রাগে তিন চার দিন পরে অর্থাৎ কাল রাত্রে নেপেন তার স্ত্রীকে খুন করে ফেলেচে—তারপর নিজের নাকে একটু ক্লোরোফর্ম দিয়ে বিছানায় পড়ে ছিল নেপেন? কিম্বা ক্লোরোফর্মের ব্যাপারটা একদম মিছে; শুধু শুধু ‘ওয়াক্’ ‘ওয়াক্’ করচে নেপেন?”

“হতে পারে মাসীমা। দুনিয়ায় কিছুই আশ্চর্য নয়। দারোগা কত কি ভাবচেন—আপনিও কত কি অনুমান করচেন—আমিও কত কি ভাবচি। দেখা যাক, শেষে প্রকৃত ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়।”

মাসীমা বলিয়া উঠিলেন, “তাই লাস লুকিয়েচে—পাছে পুলিস বা গোয়েন্দা বেলার লাস থেকে কোনো কিছু চিহ্ন বা সূত্র পেয়ে বুঝতে পারে যে নেপেনই এ খুন করেচে?—বল কি সত্যেশ, তার মানে টাকা চুরি হয়নি—যেন চোর এসেচে, সেই বেলাকে খুন করে গিয়েচে এমনি একটা দৃশ্য সৃষ্টি করে দিয়েচে নেপেন? কাজেই বোনের বিয়ে এখন হবে না—

নেপেন দেশে টেলিগ্রাম দেবে যেন টাকা চুরি গিয়েচে ? তাই নেপেন বিশেষ কাঁদচে কাটচে না বেলার জন্যে ? এঁঃ! ব্যাপারটা এই ?”

সত্যেশ সেন বলিলেন, “কি করে এখনই বলব মাসীমা ব্যাপারটা কি ? তবে হাঁ, কত কি সন্দেহ হয় বইকি !”

মাসীমা বলিলেন, “কিন্তু তা হ’লে সেই শিশু, যার চুল বিছানায় পাওয়া গিয়েচে—আর সেই নারী যে সেই শিশুকে নিয়ে এসেছিল ? তারা এসেছিল কেন ? তাদের সঙ্গে এ ঘটনার সম্পর্ক কি ?”

সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, “মাসীমা ! নানা রকমের অনুমান করে চলেচেন আপনারা—তার কোনটা সত্য দাঁড়াবে, তা কি করে বলব। আমি জানি এ সব কাজে সূত্র ধরে ধীর ভাবে এগিয়ে যেতে হয়—সত্য যা তা শেষে আপনিই বেরিয়ে পড়ে। আমার কাজের ধারা বলে যে, যা যা সূত্র পেয়েচি তাতে এখন হেম বাবুর সঙ্গে দেখা করবার একান্ত দরকার—হেম বাবুর মত অন্তরঙ্গ বন্ধু এঁদের আরও কিছু এমন বিবরণ দিতে পারবেন, যা থেকে এ মামলা অতি পরিষ্কার হয়ে যাবে।—চলুন একবার এখুনি হেম বাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি।”

অনতিদূরে একখানি খালি টাঙা যাইতেছে দেখিয়া সত্যেশ সেন ডাকিলেন, “টাঙা ! এই টাঙা !”

প্রৌঢ় দ্বিজ দাস ভাদুড়ীর বাড়ি আসিয়া সত্যেশ সেন বুঝিলেন যে তাঁহার ছোট ছেলে হেম বাড়ি নাই — সে কাল সকালে কলিকাতায় গিয়াছে।

তাহার প্রৌঢ় পিতাকে নানা প্রশ্ন করিয়া সত্যেশ সেন বুঝিলেন যে পুত্রের সহিত পিতার বিশেষ সদ্ভাব ছিল না — পুত্র তাহার মাকে বলিয়া গিয়াছে যে সে চাকরীর সন্ধানে কলিকাতায় যাইতেছে — আর সে পিতার গলগ্রহ হইয়া থাকিবে না। মায়ের নিকট হইতে সে মাত্র একশত টাকা গোপনে লইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় সে কোথায় থাকিবে তাহা বাড়ির কেহ জানে না।

এই সহরে হেমের বন্ধু বান্ধব কে কে আছে জিজ্ঞাসা করায় হেমের বড় ভাই রাম ময় ভাদুড়ী কহিলেন, "নেপেনের ওখানে ত প্রায়ই যেত — তবে আজ-কাল বটে যেত না শুনেচি; কোনো ঝগড়া-ঝাটি হয়েচে কি না জানি না। স্টেসনে প্রায়ই যেত — স্টেসনেই ছিল ওর আড্ডা — স্টেসনের বাবুদের সঙ্গে খুব সদ্ভাব আছে ওর। একটি হিন্দুস্থানী বন্ধুও আছে ওর — তার সঙ্গে আর তার স্ত্রীর সঙ্গেও ওর খুব মাখামাখি — তবে

সে ঝোঁক আজ-কাল কমেচে শুনেচি।”

সত্যেশ সেন বলিলেন, “তার মানে ওই বন্ধুটিও হেম বাবুর বেশ অন্তরঙ্গ বন্ধুই ছিলেন।”

রাম ময় বলিলেন, “হাঁ, সে যা বাড়াবাড়ি ভাব-সাব তায় অনেকে অনেক কথা বলত। বাবা একদিন যাচ্ছেতাই বলেচেন হেমকে কারণ ওঁর চোখে পড়েছিল যে সেই বন্ধুর স্ত্রীটিকে নিয়ে হেম ট্রেনে উঠল — খুব সম্ভব আগ্রায় নিয়ে গেল তাকে — তবে তার স্বামী সঙ্গে নেই। — পরে আমরা খবর পেলুম যে সেই বন্ধু রামরূপ একটি নিম্ন-রুচির শয়তান। তার কাকা বটে বেশ ভদ্র আর বড়লোক — কাকাই ওই রামরূপকে মানুষ করেচে; কিন্তু কাকা এখন আন্তরিক বিরক্তিতে হাত গুটিয়ে নিয়েচে; কিন্তু রামরূপ দমেনি — সে প্রেস্-ম্যানের কাজ করে খাচ্চে। সে এখানে কোন্ প্রেসে কাজ করে তা জানি না — তবে বড় লোকের ছেলেদের সঙ্গে তার সিভিল্ ম্যারেজের স্ত্রী হামিদার ভাব করিয়ে দিয়ে টাকা দুইতে থাকা রামরূপের হয়ে উঠেছিল আর একটা পেশা। এই সে দিন শুনলুম হামিদা তার স্ত্রীও ছিল না — এই সম্প্রতি ওদের বিয়ে হ’ল। তবে বিয়েই হক বা যাই হক হামিদা যে একটি বিশ্রী চরিত্রের শয়তানী তায় সন্দেহ নেই — কারণ সে জেলও খেটেচে........”

মাসীমা বলিয়া উঠিলেন, “বল কি রাম ময়! জেলও খেটেচে হামিদা?”

“শুনতে পাই খেটেচে।”

মাসীমা প্রশ্ন করিলেন, "হামিদা যখন অমনি চরিত্রের মেয়ে, বিয়ের আগে তার সন্তান হওয়াও আশ্চর্য নয়। বলতে পার রাম ময় তার কোনো শিশু সন্তান আছে কি—খুব কচি—যার মাথার চুল এখনও কাটা হয়নি ?"

রাম ময় উত্তর দিলেন, "তা জানি না।"

সত্যেশ সেন রাম ময়কে বলিলেন, "হেম বাবুর বন্ধু এই রামরূপের বাড়ির ঠিকানাটা টাঙাওয়ালাকে বুঝিয়ে দিন ত।"

রাম ময় তাহা বুঝাইয়া দিলেন।

প্রৌঢ় দ্বিজ দাস ভাদুড়ীর বাড়ি হইতে বাহির হইয়া সত্যেশ সেন কি ভাবিতে লাগিলেন, মাসীমা বলিলেন, "কি ভাবচ সত্যেশ ?"

সত্যেশ সেন বলিলেন, "এমন কিছু নয় মাসীমা। আমরা যা শুনলুম এখানে তায় এই হেম যে একটি রঙিন-প্রাণ মানুষ এতে সন্দেহ নেই।"

মাসীমা বলিলেন, "মনে হয় তুমি ঠিক পথেই চলেচ। যে হেমকে নিয়ে নেপেনের সঙ্গে বেলার অতবড় ঝগড়া হয়েছিল, সেই হেমের পক্ষে বেলাকে চাপ দিয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলবার উদ্দেশ্যে আবার আগেকার সেই রামরূপের স্ত্রী হামিদার সঙ্গে মেশা আশ্চর্য নয়!"

"হাঁ মাসীমা! কাল সকালে এই রঙিন-প্রাণ হেম ভাদুড়ীর কলকাতায় যাওয়া আর তারপর কাল রাত্রে বেলা দেবীর খুনের

ব্যাপারটা সম্পর্কহীন বলে মনে হয় না। যেমন করে হক এই হেম ময় ভাদুড়ীকে খুঁজে বার করতেই হবে—ভিতরে ভিতরে একটা এমন ব্যাপার আছে যা ওই হেমের কাছেই জানতে পারব—অন্যের কাছে তা পাব না।"

মাসীমা বলিয়া উঠিলেন, "ছিঃ! দুনিয়াটা সত্যিই বড় বিশ্রী জায়গা! এর মানুষগুলো কি!"

সত্যেশ সেন বলিলেন, "চলুন মাসীমা, এখনই একবার রামরূপের বাড়ি গিয়ে খবর নিতে চাই যে হেম কলকাতায় কোন্ ট্রেনে গিয়েচে আর এই রামরূপ জানে কি না যে সেখানে পৌঁছে হেম কোথায় থাকবে—তা ছাড়া এমন ত হয়নি যে হেম ওই হামিদাকেই........"

"নিয়ে গেচে কলকাতায় মনে কর?"

"বলতে পারি না মাসীমা—আপনি যা অনুমান করচেন তা যদি সত্য হয় তবে ওটাও সত্য হওয়া উচিৎ। বেলাকে দস্তুর মত চটিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া বাধিয়ে দিতে হ'লে হামিদাকে নিয়ে কলকাতায় যাওয়া হেমের পক্ষে আশ্চর্য নয়।"

টাঙা-ওয়ালা হুকুম পাইয়া তাঁহাদের লইয়া তখনই রামরূপের বাড়ির উদ্দেশ্যে টাঙা ছুটাইল।

রামরূপ সাকসেনার বাড়ির সামনে আসিতেই মাসীমা বলিয়া উঠিলেন, "ব্যাপার কি সত্যেশ, এখানে এত ভিড় আর পুলিস কেন ?"

সত্যেশ সেন কোনও উত্তর দিলেন না। গম্ভীর মুখে তিনি টাঙা হইতে নামিতেই সামনের কক্ষের মুক্ত দ্বারের মধ্য দিয়া তাঁহাকে দেখিতেই এক ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিলেন, বলিয়া উঠিলেন, "আরেঃ! আপনিও যে ঠিক এখানেই এসে পৌঁছেচেন মিস্‌টার সেন!—হাঁ, এইবার মেনে নিলুম যে আপনি একজন বুদ্ধিমান গোয়েন্দা।—এখানের এ খুনের গন্ধ পেলেন কেমন করে আপনি ?"

সত্যেশ সেন বলিলেন, "বলেন কি!—এখানেও খুন ?"

দারোগা কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ। আপনি যতই চাপুন না মিস্‌টার সেন, আপনি বুঝেই এসেচেন যে এখানের এ খুনের সঙ্গে বেলা দেবীর খুনের বেশ সম্পর্ক আছে।"

তাহারপর কি একটু ভাবিয়া দারোগা বলিয়া উঠিলেন, "আমি নেপেন বাবুর এক বন্ধুর কাছে খবর পেলুম নেপেন বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে যার আন্তরিক হৃদ্যতা ছিল তার নাম হেম ভাদুড়ী। হেম বাবু পড়েছিলেন দোটানায়—কেন না কখনও তিনি

ঝুঁকছিলেন বেলা দেবীর দিকে কখনও বা রামরূপের স্ত্রী হামিদার দিকে। এইবার ভেবে দেখুন হামিদার স্বামী রামরূপকে কেউ খুন করল—হামিদার কোনো সন্ধান নেই—শুনচি হেম বাবুও বাড়ি থেকে সরে পড়েচেন। বেলা দেবীরও খুন হল কাল রাত্রেই।—কাজেই মামলাটা কি, একটু ভাবুন—ভেবে দেখুন, বেশ বুঝবেন, ঈর্ষাতুর নারী হামিদা তার প্রেমের পথের কণ্টক বেলা দেবীকে সাবাড় করিয়েচে, তারপর স্বামীকেও শেষ করেচে—তার প্রেমের পথ অতি পরিষ্কার আর নিষ্কণ্টক করে আমার বিশ্বাস হেম বাবুকে সঙ্গে করে সরে পড়েচে। এইবার খুঁজে বার করতে হবে হেম বাবুকে আর হামিদাকে—নয় কি?"

সত্যেশ সেন ধীর ভাবে সব শুনিয়া বলিলেন, "হেম বাবু ত শুনলুম কাল সকালের ট্রেনে কলকাতায় গিয়েচেন।"

দারোগা বলিলেন, "আরে রাখুন মশাই—কলকাতায় গিয়েচেন না আরও কিছু! গোয়েন্দার কাজ করেন আপনি, আপনি অত সিধে হলে চলবে কেন?—পাগল হয়েচেন? এই দু' দুটো খুন করা আর বেলা দেবীর লাস লুকিয়ে ফেলা, এ কি একা একজন মেয়ে-মানুষের কাজ? এই খুনোখুনির মধ্যে হেম বাবু নিশ্চয় আছেন। খুন করবার পর এই সহরেই বা এরই আসে-পাশে ওই হেম ভাদুড়ী আর হামিদা কোথায়ও গা ঢাকা দিয়েচে।—খুন করবার পর প্রকাশ্য ভাবে হামিদাকে নিয়ে ট্রেনে উঠে এখান থেকে কলকাতায় যাওয়া আর পুলিসকে

ডেকে "আয় পুলিস, আমায় ধর্" বলা একই। এত বোকা হেম ভাদুড়ী নিশ্চয় নয় — কামুক বদমায়েসরা অত বোকা হয় না।"

মাসীমা বলিলেন, "সত্যেশ! মনে হয় দারোগাজী ঠিকই বলচেন।"

সত্যেশ সেন বলিলেন, "হুঁ, ওঁর কথাগুলো যুক্তিহীন নয়।"

তাহারপর দারোগার প্রতি সত্যেশ সেন বলিলেন, "তার মানে আপনি ঠিক পথেই চলেচেন দারোগাজী — কাজেই আমার করণীয় কিছুই নেই। তবে যদি অনুমতি দেন ত যাওয়ার আগে একবার এই রামরূপ সাকসেনার মৃতদেহটি দেখে যাই আর এই হামিদার বিষয়ে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করে যাই। চলুন ত দেখি একবার লাস কোথায়।"

লাস দেখিয়া অনেকক্ষণ সত্যেশ সেন চুপ করিয়া রহিলেন, তৎপরে সেখানে উপস্থিত এক প্রৌঢ়ের প্রতি প্রশ্ন করিলেন, "রামরূপ আপনার ভাইপো?"

তিনি হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া কহিলেন, "হাঁ।"

সত্যেশ সেন প্রশ্ন করিলেন, "হামিদার সঙ্গে রামরূপের বিয়ে অনেক দিন হয়নি?"

"হাঁ, অনেক দিন বিয়ে করেনি — এই সে দিন বিয়ে হল।"

"হামিদা মাথায় কখনও তেল মাখত না, নয় কি ?"

"আজ্ঞে তা আমি জানি না—তবে চুল তার খুব কটা ছিল বটে, আর ফুর ফুর করে উড়ত—মনে হয় তেল মাখত না।"

দারোগা বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি মিস্টার সেন—এ কথা আপনি কি করে বুঝলেন ? আর তার চুলের সঙ্গেই বা এ খুনের সম্পর্ক কি ...."

সত্যেশ সেন কহিলেন, "ওই তাকিয়ে দেখুন দারোগাজী, মৃত রামরূপের হাতের মুঠোয় কয়েকটা চুল—ও চুল হামিদার। মরণ-কালে রামরূপ হামিদাকে জাপটে ধরেছিল—তার হাতের মুঠো হামিদার এলোচুলে এঁটে তখনই শক্ত হয়ে গিয়েছিল—সে মুঠো আর খোলেনি।"

দারোগা কহিলেন, "মানে হামিদার সঙ্গে বেশ ধস্তাধস্তি হয়েচে বলুন—মানে হামিদাই এ খুন........"

"—নাও করতে পারে। এও ত হতে পারে দারোগাজী যে ছুরি খাওয়া মাত্র রামরূপ দারুণ যন্ত্রণায় হামিদাকে আঁকড়ে ধরেছিল—খুন হয়ত অন্য কেউ করেচে।"

তৎপরে রামরূপের কাকা দৌলত রাম সাক্‌সেনার প্রতি তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হামিদা খুব স্বাস্থ্যবতী, শক্তিমতী আর সাহসী মেয়ে আর অতি মাত্রায় ফ্যাসন-ভক্ত মেয়ে—নয় কি ?"

প্রৌঢ় কিয়ৎক্ষণ সত্যেশ সেনের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে কহিলেন, "হাঁ।"

বেশ দৃঢ় কণ্ঠে সত্যেশ সেন কহিলেন, "এ ঘরের যে শ্রেণীর সাজ-শয্যা দেখচি তায় কোনো ধনী এ্যাংগ্‌লো-ইন্‌ডিয়ান্‌ বা ধনী ইউরোপীয়ের মন-ভাব ওগরান রয়েচে এখানে— অর্থাৎ হামিদার রং কটা হক বা না হক, সে এ্যাংগ্‌লো-ইন্‌ডিয়ানের মেয়ে।"

বিস্ময়ের স্ফুট চিহ্ন প্রৌঢ় দৌলত রামের মুখে ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন, "হাঁ, আপনার অনুমান ঠিকই— সে একজন ইউরোপীয়ের মেয়ে। তার মা বটে ছিল ভারতীয় ক্রিশ্চান— মেয়ে মায়ের রং পেয়েচে।"

সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস হামিদা খৃষ্ট ধর্মেই ছিল— মুসলমান্‌ ধর্মে সে দিক্ষিত হয়নি, কারণ এ ঘরে গোঁড়া রোমান ক্যাথলিকের নানা চিহ্ন দেখচি— মুসলমানের কিছুই দেখচি না— শুধু হামিদার ওয়ার্ডরোবে টাঙান ঐ কাপড়-চোপড়গুলোই দেখচি মুসলমানি কাপড়-চোপড়। ক্রিশ্চানের মেয়ের এই 'হামিদা' নাম হল কেন? তার মা কি তার শৈশবেই মারা যান আর কোনো মুসলমানী আয়া হামিদার পালনকর্ত্রী হয়ে ওঠে? আর সেই আয়াই আদর করে 'হামিদা' নাম দিয়েছিল মাতৃহারা মেয়েটির— আর সেই ডাক নামই তার বহাল রয়ে গেল?"

"হাঁ।"

"তার মানে হামিদা তার বাপের একমাত্র সন্তান— তার বাপ আর বিয়ে করেননি আর ওই আয়া হয়ে পড়েছিল বাড়ির

কর্ত্রী গোচের—তারই সখে হামিদা মুসলমানি কাপড়-চোপড় পরতে এমন অভ্যস্ত হয়ে ওঠে যে এই পোষাকই হয়ে পড়ে হামিদার সব চেয়ে প্রিয় পোষাক ?”

অতি বিস্ময়ে দৌলত রাম কহিলেন, “আশ্চর্য !”

বেশ জোর দিয়া সত্যেশ সেন বলিলেন, “মানে আমার অনুমান সত্য ?”

“আজ্ঞে হাঁ।”

“একটা বুরখাও রয়েচে দেখচি টাঙান।—তার মানে হামিদা বুরখা পরতেও অভ্যস্ত ?”

“হাঁ পরত—তবে সাধারণত নয়।—ধুলো উড়চে এমন সময় কোথায়ও যেতে হলে ওই রকমের বুরখায় সর্বাঙ্গ ঢেকে সে যেত—তা ছাড়া রেলে কোথায়ও যেতে হলে সারা রাস্তা বুরখায় সারা গা ঢেকেই যেত—ওটা সে পছন্দ করত ধুলোর বিরুদ্ধে—অথবা কোনো ....”

“—‘অথবা কোনো’ বলে চেপে গেলেন কেন দৌলত রাম ? বলুন, “—অথবা কোনো পুরুষের সঙ্গে কোথায়ও যেতে হলে কে ঐ নারী তেমন পুরুষের সঙ্গে চলেচে-সেইটা সহজে লোকে চিনতে না পারে, এ জন্যে সে বুরখায় সর্বাঙ্গ ঢেকে যেত”—বলুন, বুরখা পরাটা ছিল তার আত্ম-গোপনের একটা সোজা উপায়।”

দৌলত রাম কোনো উত্তর দিলেন না; মুখ নীচু করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, "অর্থাৎ হামিদা ছিল এক বড়লোকের একমাত্র আদুরে মেয়ে, আর তেমন মেয়ের মা বেঁচে না থাকলে চরিত্রের দিকটা প্রায়ই যেমন হয়ে ওঠা স্বাভাবিক তেমনিই হয়েছিল হামিদার—এমন কি সে আপনার ভাইপো রামরূপের সঙ্গে জেদ ধরে চলে এসেছিল—ইউরোপীয়ান বাপ তার মেয়ের একটা নেটিভের সঙ্গে ও ভাবে চলে আসাটা সইতে পারেননি—মেয়ের উপর খুব চটেছিলেন। আপনিও অমন চরিত্রহীনাকে আপনার 'বউমা' হতে দিতে প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারেননি—রামরূপও আপনার কথা শোনেনি। কাজেই আপনি রামরূপকে, আর হামিদার বাপ হামিদাকে কতকটা ত্যাগ করেছিলেন। শেষে আপনারা যখন দেখলেন যে প্রেস্‌-ম্যানের কাজ করে আর দেহ বেচেও তারা কোন রকমে তাদের জেদ বজায় রেখে কিছু দিন বেঁচে রইল আর এক সঙ্গেই রইল তখন অন্ধ স্নেহই জয়ী হল—হামিদার বাপ এসে আপনাকে ধরে পড়লেন—সিভিল ম্যারেজ্‌ এ্যাক্ট্‌ অনুসারে রামরূপের আর হামিদার বিয়ে হল—বাপ তার প্রায় পুরো সম্পত্তি মেয়েকে দিলেন।—এই নয় কি হামিদার ইতিহাস?"

দৌলত রাম কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ। তবে অন্ধ স্নেহ জয়ী হলেও বাপ হামিদাকে কিছুই দেননি! রামরূপকে প্রচুর সম্পত্তি দিয়েচেন—পাছে মেয়ে মত বদলায়—পাছে রাম-রূপকে ছেড়ে আবার অন্য কোনো পুরুষের বাড়ি গিয়ে ওঠে এই ভয়ে রামরূপের হাতে মেয়েকে আটকে দিতে বাপ তাঁর

সমস্ত সম্পত্তি রামরূপকে দিয়েছিলেন। বাপ যা করেছিলেন তা ভাল ভেবেই করেছিলেন, তবে জানি না মেয়ে সেটা কি ভাবে নিয়েছিল।”

“অর্থাৎ আপনার সন্দেহ হয় যে হামিদাকে সম্পত্তি না দিয়ে রামরূপকে তা দেওয়ায় হামিদা মনে মনে জ্বলে ওঠা অস্বাভাবিক নয় এবং তা রামরূপের মৃত্যুর হেতু হওয়াও আশ্চর্য নয়? তার মানে সম্পত্তির মূল্য কি এত বেশী যে তা হামিদার অন্তর থেকে তার........”

“সে সম্পত্তির মূল্য তিন লাখেরও বেশী।”

তাহারপর রামরূপের মৃতদেহের প্রতি অগ্রসর হইয়া সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, “যে ছুরি রামরূপের পিঠের বাঁ দিকে বিঁধে আছে, তা ত দেখছি খুব ভারি ছুরি অর্থাৎ যে ছুরি দূর থেকে ছুঁড়ে মেরে খুন করা হয়—মানে কতকটা সেই শ্রেণীর ছুরি, সার্কাসে যা মানুষের আসে পাশে ছুঁড়ে মেরে খেলা দেখান হয়।”

দারোগা এতক্ষণ পরে ভালভাবে ছুরিখানি দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, “তাই ত!”

সত্যেশ সেন তাঁহার কণ্ঠস্বরে বেশ একটা অন্তর-টিপুনি দিয়া বলিয়া উঠিলেন, “খুব ভাবনায় পড়ে গেলেন—না দারোগাজী? আসে পাশের দু'-তিনটে জেলা যে দুর্দান্ত-পরাক্রম দস্যু-সর্দার দাহুদের নামে কেঁপে ওঠে, যে ষাট হাত দূর থেকে ছুরি ছুঁড়ে মানুষ মারতে পারে, সেই দাহুদের ওস্তাদি

হাতের ছুঁড়ে মারা ছুরি রামরূপের পিঠে—না দারোগাজী? সাবধানে কাজ করবেন! দাহুদের নামে আপনাদের সবারই হৃদপিণ্ড কেঁপে ওঠা স্বাভাবিক!”

দারোগা সত্যই কিয়ৎক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না, তাহারপর বলিয়া উঠিলেন, “তার মানে দাহুদ একটা ছদ্ম নাম মাত্র—এই স্বাস্থ্যবতী শক্তিমতী সাহসী হাসিদাই দাহুদ—অথবা ওই লম্বা চাওড়া চেহারার হেম ভাদুড়ীই সেই বিখ্যাত ডাকাত দাহুদ?”

সত্যেশ সেন বলিলেন, “ভয় করে ত মামলাটার বিষয়ে হাত গুটিয়ে নিন।—আপনাদের এ জেলার পুলিস সুপারিন-টেনডেন্টের কাছে আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আসচি—দাহুদকে গ্রেপ্তার করবার ভার আমি নিজেই নিচ্চি।”

তাহারপর কি একটু ভাবিয়া হাসিয়া বলিলেন, “দাহুদ দূর থেকে ছুরি ছুঁড়ে মেরে রামরূপকে খুন করে গিয়েচে এইটুকুই আপনি বুঝেচেন, না দারোগাজী?”

দারোগা নীরবে চাহিয়া রহিলেন।

সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, “দাহুদ যখন অতর্কিত ভাবে পিছন থেকে ছুরি ছুঁড়ে রামরূপকে মেরেচে আর সে ছুরি তার হার্ট ভেদ করেচে তখন মৃত্যু তার তখনই হয়েচে কাজেই এ ঘরের এই চেয়ার টেবিল উল্‌টে পড়ে থাকবার হেতু কি? এ ভাবের অতর্কিত আক্রমণে হঠাৎ কারো মৃত্যু ঘটলে সে ঘরে এমন একটা কুস্তি লড়ে জিনিষ পত্তর ওলট্-পালট্ হয়ে পড়ে

থাকে কি ? যান ভাবুন গিয়ে এ ব্যাপারটাই বা কি ?”

তাহারপর মাসীমার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, “উঠুন মাসীমা, চলুন। আসি মিস্‌টার দৌলত রাম সাকসেনা।”

(৭)

দৌলত রাম সাকসেনা ও দারোগা টাঙা অবধি আসিলেন। দৌলত রাম কহিলেন, “মিস্‌টার সেন ! রামরূপকে আমি আর আমার স্ত্রী মানুষ করেচি—তার হত্যাকারী যদি স্বয়ং দাদুদও হয় তবে আমি বলতে চাই, যে আপনার মত বুদ্ধিমান গোয়েন্দা ইচ্ছা করলে তাকে ধরতে পারা অসম্ভব নয়। রামরূপের খুনের প্রতিশোধ নিতেই হবে ! এর জন্যে আমি আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দেব মিস্‌টার সেন ! আমি নিজে যাচ্চি পুলিস সাহেবের কাছে, আমি বলব তাঁকে, তিনি লাগান আপনাকে দাদুদের বিরুদ্ধে—তাঁর সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুতা হয়েচে—তিনি আমার কথা নিশ্চয় শুনবেন। পুলিস থেকেও দাদুদকে ধরবার জন্যে অনেক টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েচে। বলুন, কখন আসচেন পুলিস সাহেবের ওখানে।”

“ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আসচি মিস্‌টার সাকসেনা, বরং

আগেও আসতে পারি — বেশ, আপনি যখন পুলিস সাহেবের বন্ধু-ভাবাপন্ন, আপনি অবশ্য অবশ্য উপস্থিত থাকবেন। — হাঁ, শয়তান দাহুদের জারিজুরি ঘুচিয়ে দেওয়া উচিত। আচ্ছা, এখন আসি — নমস্কার! — উঠুন মাসীমা!"

টাঙায় বসিয়া সত্যেশ সেন বলিলেন, "মিস্‌টার সাকসেনা! রামরূপের উপর রাগ করে আপনি তাকে টাকা দেওয়া বন্ধ করেছিলেন। তাকে সন্তানের স্নেহে মানুষ করেছিলেন আপনি কিন্তু তার জীবনে ওই চরিত্রহীনা হামিদা এসে পড়ায় আর হামিদার হাত থেকে তাকে ছাড়াতে না পারায় আপনি চটে গিয়ে তাকে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন, সেও আর হাত পাতেনি। কিন্তু স্নেহ যায় না, আর যায়নি; তার প্রমাণও দেখচি — আপনার আচকানে কাঁধের কাছে দেখচি হামিদার একটা কটা চুল লেগে আছে — তার মানে রামরূপের লাসের উপর আছড়ে পড়ে আপনি কেঁদেচেন, লাসের হাতের চুল আপনার আচকানে লেগে গিয়েচে — স্নেহ যায় না, যায়ওনি। এখন দেখচি এসেচে রামরূপের হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ নেওয়ার মনভাব — তাই পাঁচ হাজার টাকা খরচ করতেও আপনি প্রস্তুত। বেশ কথা! ধন্যবাদ! আমিও বলে যাচ্চি আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আমি দাহুদের জারিজুরি ভেঙে দিচ্চি, তবেই আমি গোয়েন্দা!"

টাঙা তখনই সত্যেশ সেনের হুকুমে স্টেসন অভিমুখে দ্রুত-বেগে চলিল।

টাঙা গলি হইতে বাহির হইয়া বড় রাস্তায় মোড় ফিরিয়া চোখের অন্তরাল হইয়া গেলে দৌলত রাম সাকসেনা গম্ভীর মুখে ফিরিয়া দারোগার প্রতি বলিলেন, "বেশ যোগ্য লোক মনে হয় মিস্টার সেনকে — নয় কি ?"

দারোগা মলিন মুখে কহিলেন, "মনে হয় ওঁর জীবন শেষ হয়ে এসেচে — হয়ত এই আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই ওই দাহুদের হাতেই তা হবে ! আমি ত অন্তত দাহুদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস রাখি না ; আজ অবধি যে দাঁড়িয়েচে তারই শেষ করেচে সেই অতি বুদ্ধিমান দাহুদ। আপনি বড় সাহেবের কাছে গিয়ে যদি বলেন আর তিনি এই সেন বাবুর উপর ভার দেন ত আমি বেঁচে যাই !"

তাহারপর একটু নীরব থাকিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তবে একটা কাজ আপনি ঠিক করলেন না, এই ভিড়ের সামনে দাহুদকে গ্রেপ্তার করাবার জন্যে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে ভাল কাজ করলেন না — দাহুদের চর সর্বত্র।"

"হুঁক দারোগাজী ! মরতে একদিন হবে। মৃত্যুর ভয় করি না। সেন বাবু যদি তাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন, পাঁচ হাজার টাকা আমি দেব !" বলিয়া গম্ভীর মুখে দৌলত রাম ঘরে ফিরিলেন।

* * *

টাঙায় মাসীমা বলিয়া উঠিলেন, "ব্যাপার কি সত্যেশ, তুমি খুব ভাল করে কিছুই দেখলে না—সামান্য একটু এদিক ওদিক দেখে সত্যিই যেন গণৎকারের মতই ...."

সত্যেশ সেন বলিলেন, "কিন্তু আমি যে গণৎকার নই তা ত আপনি জানেন মাসীমা!"

"কিন্তু তুমি অত সহজে এটা দাহুদ ডাকাতের করা খুন বলে ধরলে কি করে?"

"এখানে আজ ক'দিন হ'ল এসেচি মাসীমা—ওই দাহুদ ডাকাতের গল্প খুব শুনেচি—তার পিস্তল্ থাকলেও হঠাৎ সে তা ব্যবহার করে না, ছুরি ছুঁড়ে খুন করতে সে এত ওস্তাদ, এ সব কথা আপনাদের কাছেই শুনেচি। এই ছুরিখানা দূর থেকে ছুঁড়ে মারা হয়েচে আর তা হার্ট ভেদ করেচে, কাজেই এ অতি পাকা হাতের কাজ বলে বুঝতে দেরি হ'ল না—কাজেই দাহুদ ভিন্ন এ জেলায় এমন ওস্তাদ আর কে হতে পারে মাসীমা?"

"কিন্তু হেমই কি দুর্দান্ত ডাকাত দাহুদ—কিম্বা ওই ষণ্ডেশ্বরী হামিদাই এতদিন পুরুষ সেজে ...."

"তা এখনই কি করে বলব মাসীমা?"

"তবে তুমি যে বললে, আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তুমি দস্যু দাহুদকে ধরবে! এত নিশ্চিত হয়ে এ কথা কি করে বললে?"

সত্যেশ সেন একটু টিপিয়া হাসিলেন, তৎপরে বলিলেন, "হামিদা রামরূপের খুনের পরে পালিয়ে গিয়েচে শুনলুম—

যত তাড়াতাড়িই আমি দেখিনা কেন, ও ঘরের কিছুই আমার দৃষ্টি অতিক্রম করেনি। এও আমি লক্ষ করে দেখেচি যে ওই অতি ফ্যাসনি এ্যাংগ্লো ইন্ডিয়ান্ মেয়েটির ভ্যানিটি-ব্যাগটিও টেবিলের উপর আধ-খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েচে। আমি যা দেখেচি, যা তোতার মত ওদের সামনে বকে গিয়েচি, তা সবই ঠিক; কিন্তু এখানে এই রামরূপের খুনের সব চেয়ে বড় সূত্র যে ওই হামিদার ভ্যানিটি ব্যাগ, সেটাই শুধু কাউকে বলিনি।"

মাসীমা অতি বিস্ময়ে কহিলেন, "বল কি! সব চেয়ে বড় সূত্র ওই ভ্যানিটি ব্যাগ?—কই, তুমি ত সেটা খুলে দেখলেও না!"

"না, দেখলুম না মাসীমা! দেখবার আবশ্যকও মনে করলুম না।"

"আশ্চর্য! তুমি কি? কোথা থেকে কি দেখে, মনে মনে কি এঁচে নিয়ে তুমি এত নিশ্চিন্ত হও?"

সত্যেশ সেন বলিলেন, "খুব ভেবে চিন্তে কিছু করতে হয় না মাসীমা! এ কাজ করে করে এমন একটা অভ্যাস হয়ে গেচে যে দৃষ্টি আপনিই পড়ে এমন দুই একটা জিনিষের উপর যা আমার পেশার অনেকে হয়ত গ্রাহ্যও করে না।—আর 'নিশ্চিন্ত' হওয়ার কথাই যখন তুললেন মাসীমা, তখন আমি বলতে চাই যে আজ আমি মোটেই নিশ্চিন্ত হতে পারচি না—বলতে চাই যে, আজ যে কোনো মুহূর্তে একটা ভয়াবহ বিপদ আমার উপর এসে পড়া আশ্চর্য নয়—খুব সম্ভব তা আসচেও।"

মাসীমা বলিয়া উঠিলেন, "এই জন্যেই দিদি তোমায় গোয়েন্দার কাজ ছেড়ে দিতে বলেন। যথেষ্ট টাকা উপায় করেচ আর জমিয়েচ তুমি। আর কাজ নেই মৃত্যু মাথায় নিয়ে এই ডাকাত ধরবার কাজ করে।"

"কিন্তু আমি এ কাজ না করতে চাইলেও যে নিষ্কৃতি পাই না মাসীমা। বেশ শান্তির ঘুম ঘুমুচ্ছিলুম আজ ভোরে—কিন্তু সে ঘুম আমার ভাঙিয়ে আপনিই ত আমার ঘাড় ধরে এখানেও আমায় এ কাজে লাগিয়ে দিলেন।"

"সত্যিই অন্যায় করেচি বাবা!—না, যেও না তুমি পুলিস সাহেবের কাছে, নিও না তুমি জীবন্ত যম ওই দাহুদের মামলা হাতে তুলে!"

সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, "মাসীমা। নেপেন বাবুর বোনের বিয়ে হবে না আমি এ মামলা ধামা চাপা দিলে। ওই আট হাজার টাকা আজই উদ্ধার করতে হবে। হিঁদুর মেয়ের বিয়ে টাকার অভাবে পণ্ড হ'ক, এ বোধ হয় চান না আপনি?"

মাসীমা মলিন মুখে বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। টাঙা স্টেসনের দিকে চলিল।

সত্যেশ সেন বৃথা সন্দেহ করেন নাই। তিনি সত্যই

বুঝিয়াছিলেন যে বিপদের এক ভয়াবহ কাল ছায়া তাঁহার উপর অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

অনুমান দশ মিনিট পরের কথা, ভূগর্ভের এক গোপন কক্ষে এক ব্যক্তি আর একজনকে বলিয়া উঠিল, "না সর্দার! মনে হয় না ওই বাঙালী গোয়েন্দা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেচে—আমার মনে হয় ভয় নেই।"

গম্ভীর কণ্ঠে অপর ব্যক্তি উত্তর দিল, "দস্যুপতি দাহুদ বৃথা ভয় পায় না তা তোমরা জান। এই বাঙালী গোয়েন্দাটা যে একটা অতি উর্বর-মস্তিষ্ক শয়তান, তায় সন্দেহ নেই। আজ সমস্ত কাজ ছেড়ে তুমি প্রস্তুত থাক, যে মুহূর্তে যা হুকুম দেব করবে। দাহুদের গন্ধ পেয়েচে যখন ঐ হতভাগা সেন, তখন ওর মৃত্যু আজ চাইই চাই!"

অল্পক্ষণেই সত্যেশ সেন ও তাঁহার মাসীমা ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ষ্টেসন মাস্টার, এসিস্ট্যান্ট্ ষ্টেসন মাস্টার, টিকেট্ কলেক্টর ইত্যাদির কাছে সন্ধান করিয়া জানা গেল যে কাল সকালের ট্রেনে হেমময় ভাদুড়ী কলিকাতায় যান নাই—অন্তত পরিচিতেরা কেহ কাল সারাদিন তাঁহাকে ষ্টেসনে দেখে নাই।

অবশেষে একজন নবাগত টিকেট্ কলেক্টর বলিলেন, "কোনো হৃষ্ট-পুষ্ট বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়েস সিল্কের পাঞ্জাবী গায় বাঙালী বাবুই কি ?"

মাসীমা বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ হাঁ, তিনিই।"

সত্যেশ সেন বলিলেন, "দেখেচেন তাঁকে ?"

টিকেট্ কলেক্টর কহিলেন, "দেখেচি বটে তেমনি এক-জন বাঙালী বাবুকে প্লাট্ফর্মে—তবে তিনি গাড়িতে উঠে কোথায়ও গেলেন কিম্বা রাত্রের ট্রেনে কারো সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তা জানি না।"

"রাত্রি তখন কটা বলুন দেখি ?"

"রাত তখন তিনটার কাছাকাছি হবে—প্লাট্ফর্মে তিনি বেড়াচ্ছিলেন দেখেচি।"

"মানে কলকাতা-গামী তিনটে ছেচল্লিশ মিনিটের এক্‌স্‌প্রেস্‌ ট্রেনের অপেক্ষায় ছিলেন মনে হয়?"

"আজ্ঞে হাঁ, এক্‌স্‌প্রেস্‌ দেড় ঘণ্টা লেট্‌ ছিল—এ'ল পাঁচটা আঠার মিনিটে—ট্রেন না আসা অবধি তাঁকে দেখেচি, তারপর জানি না তিনি গাড়িতে উঠে কোথায়ও গেচেন কি না।"

"সঙ্গে আর কেউ ছিল তাঁর—আর কাউকে দেখেচেন তাঁর সঙ্গে?"

"না। একাই বেড়াচ্ছিলেন।"

"এ স্টেসনে কুলীর কাজ করে ক'জন? তাদের সংখ্যা কত?"

"অল্পই। সহর বিশেষ বড় নয়, প্যাসেন্‌জারের সংখ্যা কম—কাজেই কুলীও অল্প।"

"ডাকান দেখি একবার সব কুলীকে।"

এ্যাসিস্‌ট্যান্‌ট্‌ স্টেসন মাস্‌টার বলিয়া উঠিলেন, "কুলীদের সবাইকে ডাকন ত মুসকিল। এখন কে কোথায় গিয়েচে কে জানে। তবে যদি মিনিট পঁচিশেক অপেক্ষা করতে পারেন তবে নিজেরাই সব কুলী আসবে; কারণ আপ্‌ প্যাসেন্‌জার ট্রেন আসচে একখানা।"

সত্যেশ সেন বলিলেন, "বেশ, অপেক্ষা করচি।"

মাসীমা তাঁহাদের সত্যেশকে ভালরূপই চিনিতেন। তিনি বেশ বুঝিলেন যে এই বিদ্যুৎগতি মস্তিষ্কের দানব সত্যেশ যখন

কাজে মাতিয়া ওঠে তখন তাহার খাওয়ার হুঁশও থাকে না। কাজেই এই অবকাশে কতকটা জোর করিয়া তিনি তাঁহাদের সত্যেশকে স্টেসনের সামনের দোকানে লইয়া গিয়া চা জল-খাবার খাওয়াইয়া দিলেন।

কুলীরা আসিতেই এ্যাসিস্‌ট্যান্‌ট্‌ স্টেসন মাস্‌টার হুকুম দিলেন, "এই ট্রেন ছেড়ে গেলেই প্রত্যেক কুলী এখানে এসে দাঁড়াবে। যে অনুপস্থিত থাকবে তার লাইসেন্‌স্‌ বাজেয়াপ্ত হবে।"

কাজেই সমস্ত কুলী আসিয়া হাজির হইল। অনেক প্রশ্ন করিবার পর একটি কুলীর কাছে সন্ধান পাওয়া গেল, ভোর রাত্রে সিল্‌কের পাঞ্জাবী গায় এক বাঙালী বাবুর সঙ্গে একটি বড় স্যুট্‌-কেস্‌ আর বিছানা ছিল—তাঁহার সঙ্গে অন্য কেউ ছিল না। এই কুলী তাঁহাকে ইন্‌টার ক্লাসের গাড়িতে তুলিয়া দিয়াছে।

সত্যেশ সেন প্রশ্ন করিলেন, "কিন্তু তিনি যে গাড়িটায় উঠলেন সে গাড়িতে কোনো মেয়ে মানুষকে তাঁর কিছু আগে বা পরে উঠতে দেখেচ কি?"

কুলী কহিল, "তা উঠেছিল একজন; কিন্তু সে ত তাঁর সঙ্গের কেউ নয়।"

"তবে কে সে ?"

"সে ত বুরখা পরা এক মুসলমানী ভদ্র-মহিলা।"

সত্যেশ সেন অতি আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "গুড্ !"

মাসীমা বলিয়া উঠিলেন, "তোমার অনুমান ঠিকই বেরুল —ট্রেন জার্নিতে হামিদা ত বুরখা পরেই যায়। তোমার অনুমান কি কখনও........"

সত্যেশ সেন ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, "চলুন শীগ্‌গির— এখনই আমায় পুলিস সুপারিনটেন্‌ডেনটের কাছে যেতে হবে মাসীমা। যেমন করে হ'ক হেম বাবুকে আর ওই নারীকে এখানে ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করতে হবে—নইলে এ মামলার অনুসন্ধান অসম্ভব!—ভোর পাঁচটা ষোলো মিনিটে গাড়ি এখানে এসেচে তার কয়েক মিনিট পরে ছেড়েচে— এখন সাতটা [illegible] মিনিট—এর মধ্যে গাড়ি অন্তত নব্বুই মাইল দূরে চলে গিয়েচে। আর এক মিনিটও দেরি করা চলে না।"

স্টেসনের বাহিরে আসিয়া টাঙার কাছে দাঁড়াইয়া মাসীমা বলিয়া উঠিলেন, "তার মানে হেমই দুর্দান্ত শয়তান দাহুদ ?"

সত্যেশ সেন বিরক্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "মাসীমা! এ সব কথা নিয়ে জল্পনা কল্পনা করে সময় নষ্ট করা এখন আমার পক্ষে অসম্ভব—এখন এক একটা মিনিট আমার কাছে অতি মূল্যবান।—চলুন, টাঙায় উঠুন।"

মাসীমা বুঝিলেন তাঁহাদের সত্যেশকে আর কিছু এখন

বলাই বৃথা — সে এখন এক দুর্দান্ত দানবের শক্তি লইয়া মরণ-বাঁচনের প্রশ্ন অবধি মনে না তুলিয়াই শয়তান দাস্যুদের বিরুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

মাসীমার বুক কাঁপিয়া উঠিল — মন কু গাহিতে লাগিল। তিনি মলিন মুখে টাঙায় উঠিয়া বসিলেন।

তাঁহাকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া সতোশ সেন তখনই সেই টাঙা লইয়াই পুলিস স্থপারিন্‌টেন্‌ডেন্‌টের বাংলো-অভিমুখে চলিলেন।

পুলিস সাহেব তাঁহার কার্ড পাইতেই তাঁহাকে কক্ষমধ্যে ডাকিলেন। সত্যেশ সেন তাঁহাকে দেখিতেই বলিয়া উঠিলেন, "আরেঃ! অনুরুধ্ সিং — গুড্! আপনি কবে এ জেলায় বদলি হয়ে এলেন? — এই যে দৌলত রামও আছেন — অপেক্ষা করচেন — ধন্যবাদ! — হাঁ, কবে বদলি হয়ে এলেন মিস্টার সিং?"

পুলিস সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্‌ট্ অনুরুধ্ সিং বলিলেন, "মাস দেড়েক হ'ল মিস্টার সেন। দৌলত রাম বটে বলছিলেন যে সেন বাবু গোয়েন্দা আসচেন দেখা করতে আর দাহুদের মামলা হাতে নিতে; কিন্তু এ আমি কল্পনায়ও আনতে পারিনি যে আপনিই আসচেন — সত্যিই ভেবেছিলুম অন্য কোনো সেন বাবু। এই পাঁচ মাস হ'ল সেই দুর্দান্ত 'শয়তান সংঘের' মামলায় যে সাহায্য আপনি আমায় করেচেন তা আমি জীবনে ভুলব না।* আমার ট্রান্‌স্‌ফার হয়েচে এ জেলায় দাহুদ ডাকাতের দল ধরতে। এই কাল রাত্রেই আমার স্ত্রী বলছিলেন

* দুর্দান্ত শয়তানদের সহরব্যাপী ভয়াবহ সংঘবদ্ধ শয়তানির বিরুদ্ধে সত্যেশ সেনের রহস্যময় অভিযান ও দারুণ সংঘর্ষের বিবরণ 'শয়তান সংঘ' নামক উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে।

যে আপনাকে তিনি নিজে গিয়ে কলকাতা থেকে ধরে নিয়ে আসবেন দাহুদের শ্রাদ্ধের চাল চড়ানর ভার আপনার হাতে দিতে — তবে আমার ভাগ্য খুবই ভাল যে আপনি স্বয়ং এসে হাজির। দৌলত রাম বলছিলেন যে আপনি দাহুদের মামলা হাতে নিতে ....”

“— আপত্তি রাখি না — এই ত ?”

অনুরুধ্ সিং বলিলেন, “দাঁড়িয়ে কেন — বসুন, বসুন !”

সত্যেশ সেন বলিলেন, “বসব না মিস্টার সিং। আপনি এখানে আছেন, কাজেই অনেক সময় আমার বেঁচে গেল। এখনই একখানা শক্তিশালী মোটর বাইক চাই আমার — পুলিসের হ'ক বা প্রাইভেট্ কারো হ'ক — একখানা ভাল টুইন্-সিলিন্ডার ভারি মোটর বাইকের এখনই দরকার। ভোর বেলা যে এক্স্প্রেস্ ট্রেন ছেড়ে গিয়েচে তা আমি ধরতে চাই।”

অনুরুধ্ সিং বলিলেন, “বলেন কি মিস্টার সেন, সে ত বহু দূরে চলে গিয়েচে ! — তা ধরতে চান ? তার মানে ?”

“তার মানে রামরূপের আর বেলা দেবীর খুনের কিনারা করতে হ'লে আর সঙ্গে সঙ্গে দৌলত রামের অনুরোধে আর মিসেস্ অনুরুধ্ সিঙের আগ্রহে দস্যু-পতি দাহুদকে গ্রেপতার করতে হ'লে ওই মোটর বাইক আমার চাই। তা ছাড়া আমি প্রতিজ্ঞা করেচি যে, যেমন করে হ'ক না দাহুদকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ধরবই !”

অনুরুধ্ সিং বলিয়া উঠিলেন, “বলেন কি ! আটচল্লিশ

ঘণ্টার মধ্যে দাহুদকে গ্রেপতার! — তবে হাঁ, তা আপনার পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নয়। অতবড় 'শয়তান সংঘ' নামক দুর্দান্ত শয়তানের দলকে যে ভাবে আপনি গ্রেপতার করলেন — তাদের পাতালপুরীতে চার-চারটা পিস্তল-ধারী শয়তান শয়তানীর মধ্যে, বিশেষ অন্ধকারে হিংস্র বুল্‌ডগের আক্রমনকেও গ্রাহ্য না করে যে ভাবে শুধু বুদ্ধি আর সাহসের উপর নির্ভর করে যা যা করে যে অসাধ্য সাধন করেছিলেন আপনি, তায় মনে হয় আপনার অসাধ্য কিছুই নেই। আমার মন বলচে দাহুদ গ্রেপতার হবেই। কিন্তু মোটর বাইক কি হবে ...."

তাঁহার কথা সমাপ্ত হইতে না দিয়াই সত্যেশ সেন কহিলেন, "মোটর বাইকে করে গিয়ে দু'জন লোককে আমায় ওই এক্‌স্‌প্রেস্ ট্রেন থেকে নামিয়ে নিতে হবে। তারা কলকাতার জন-সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছুলে এই দু-দুটো খুনের মামলার অনেক সূত্র হারিয়ে যাবে মিস্‌টার সিং। আগে হুকুম দিন একখানা শক্তিশালী মোটর বাইক আনতে।"

"মোটর বাইকের জন্যে মোটে চিন্তিত হবেন না মিস্‌টার সেন। আমার শালার নতুন টুইন্-সিলিন্‌ডার্ মোটর বাইক দিচ্চি আপনাকে -- অন্যের বাইক আপনাকে নিতে হবে না। কিন্তু এ পণ্ডশ্রম কেন? — বলুন কাকে নামিয়ে নিতে হবে ট্রেন থেকে — আমি এখনই ট্রাংক্ কল্ দিচ্চি নামিয়ে নিতে।"

"আমার তায় তৃপ্তি হবে না মিস্‌টার সিং — আমি নিশ্চিত হতে চাই, কাজেই নিজে যেতে চাই!"

অনুরুদ্ধ্ সিং বলিয়া উঠিলেন, "বেশ, তাই যাবেন; কিন্তু বলুন ত ব্যাপারটা কি। একটু আভাস অন্তত দিন যে...."

হাসিয়া সত্যেশ সেন বলিলেন, "তবে দিন বাইক এখনই —এখন আর আভাসও নয়। সন্ধ্যে নাগাদ ফিরে আসি লোক দুটোকে নিয়ে, তারপর শুনবেন সব। আপাতত দৌলত রামের কাছে রামরূপের খুনের বিবরণ শুনুন—ফিরে এসে সব বুঝিয়ে বলব।"

তাহারপর ঘড়ি দেখিয়া সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, "ট্রেন প্রায় এক শ' মাইল পার হয়ে গিয়েচে। এই মোটর বাইক যদি সত্তর বা পঁয়ষট্টি মাইলও যেতে পারে ঘণ্টায়, আর ট্রেন যদি চল্লিশ বা পঁয়ত্রিশ মাইল আরও এগিয়ে যেতে থাকে ঘণ্টায়, তবে এখন বেরুলে প্রতি ঘণ্টায় ওই ট্রেন আর মোটর বাইকের মধ্যের এই এক শ' মাইলের দূরত্বকে মাত্র তিরিশ বা পঁয়ত্রিশ মাইল হিসেবে কমিয়ে আনতে পারি। কাজেই তিন ঘণ্টা বা সাড়ে তিন ঘণ্টা ত লাগবেই ট্রেন ধরতে। এখন বেরুলে মনে হয় যে সন্ধ্যের পরে আমি লোক দুটিকে নিয়ে ফিরে আসব।"

অনুরুদ্ধ্ সিং বলিলেন, "বেশ, তবে জেদ করা আমার উচিত নয়। আপনি ফিরে আসুন তারপর শুনব ব্যাপার কি। কিন্তু আছেন কোথায়?"

সত্যেশ সেন বলিলেন, "আছি আমার মাসীমার বাড়ি—এই নিন ঠিকানা লিখে দিয়ে যাচ্ছি। যাদের ট্রেন থেকে

নামিয়ে নি'য়ে আসতে যাচ্চি তাদের সোজা আমার মাসীমার বাড়ি নিয়ে আসব — তারপর বাকি যা তা আপনার সামনেই করব। আপনি ওখানেই আসুন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়।"

দৌলত রাম বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান আপনার মঙ্গল করুন মিসটার সেন। এর মানে ওই দুটি লোকের মধ্যে একটি স্বয়ং দাহুদ — অর্থাৎ ওই শয়তান হেম ভাদুড়ীই ...."

"সে সব পরে বুঝিয়ে দেব মিস্‌টার সাক্‌সেনা। আমি বুঝি, রামরূপের হত্যাকারীর বিরুদ্ধে আপনার অন্তর কতখানি জ্বলে ওঠা স্বাভাবিক। ব্যস্ত হবেন না, আমায় কাজ করতে দিন — আমি বলচি দাহুদের রহস্য ভেদ করে তাকে তার দল-শুদ্ধ গ্রেপতার করা আমার পক্ষে কঠিন হবে না।"

তৎপরে মোটর বাইক লইয়া অনুরুধ্‌ সিঙের বাংলো হইতে বাহির হইবার সময় সত্যেশ সেন দৌলত রামকে বলিলেন, "আপনি আজ বিখ্যাত দস্যু-সর্দার দাহুদের বিরুদ্ধে মাথা তুলেচেন, এ কথা ভুলবেন না মিস্‌টার সাক্‌সেনা। অত লোকের সামনে দাহুদের বিরুদ্ধে পুরস্কার ঘোষণা করেচেন — সাপের লেজেই পা দিয়েচেন আপনি, খুব সাবধান থাকবেন। বাড়ি চলে যান, দাহুদকে আমি জীবিত কি মৃত গ্রেপতার না করা অবধি বাড়ি থেকে একদম বেরুবেন না — কোনো চেনা বা অচেনা মানুষকে, তা সে ভদ্রই হ'ক আর অভদ্রই হ'ক, বাড়ি ঢুকতে দেবেন না — দরজা বন্ধ রাখবেন। তা ছাড়া সত্যি যখন ভয়ের কারণ আছে, তখন অনুরুধ্‌ সিঙের পক্ষে

আপনাকে পুলিস প্রোটেক্সন্ দেওয়াই উচিত!"

দৌলত রাম শুষ্ক-মুখে কহিলেন, "তার মানে আপনি বলতে চান যে আমার উপর দাহুদ বা তার দলের কেউ হঠাৎ আক্রমণ........"

"হাঁ, আমি বলতে চাই আপনার জীবন বিপন্ন! খুব সাবধান থাকবেন! আমি বটে আপনার জীবন বাঁচাবার কিছু ব্যবস্থা করে সহর থেকে বেরুব। আমার মাসীমাও জানেন না যে আমার একজন চর এখানে এসেচে এবং আছে—আমি তারই উপর আপনার জীবন বাঁচাবার ভার দিয়ে যাচ্চি। আপনি তাকে কোথায়ও দেখতে পাবেন না, কেউ বুঝবেও না সে গোয়েন্দার চর। আপনার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকবে তার।"

তখনই সত্যেশ সেন মোটর বাইক লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

দৌলত রাম বলিলেন, "সত্যিই মিস্টার সেন যে খুবই যোগ্য লোক তায় সন্দেহ নেই—তবে দাহুদের মত দুর্দান্ত ডাকাতকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে........"

অনুরুধ্ সিং বলিয়া উঠিলেন, "আটচল্লিশ ঘণ্টা? মনে হয় না অত দেরিও হবে—মিস্টার সেনের মত বিদ্যুৎ-গতি গোয়েন্দাকে যে চেনে সে আজ বলতে বাধ্য দাহুদ আর তার দল ধরা পড়ল বলে!"

দৌলত রাম বলিলেন, "ভগবান করুন তাই হ'ক!" তৎপরে কি একটু ভাবিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না, আজ আমি বাড়ি থেকে বেরুব না মিস্টার সিং! দয়া করে আপনি আমায় পুলিস প্রটেক্‌সন্‌ দেবেন কি?"

অনুরুধ্‌ সিং বলিয়া উঠিলেন, "মোটে ভয় পাবেন না! মিস্টার সেন আপনার জীবন বাঁচাবার ব্যবস্থা না করে সহর থেকে বেরুবেন না। ওঁর যে কথা সেই কাজ। ওঁর কোনো সহকারী ছদ্মবেশ ধরে নিশ্চয় আপনার বাড়ির আসে পাশে ঘুরবে বা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। আমার মনে হয় বিখ্যাত দস্যু দাহুদকে ধরবার ঠিক সূত্র পেয়েচেন মিস্টার সেন — কাজেই খুব বেশীক্ষণ ভয় পেতে হবে না আপনাকে। তা ছাড়া আমিও আপনাকে পুলিস প্রটেক্‌সন্‌ দিচ্চি — দেওয়াই উচিৎ।"

তাহারপর তিনি হাঁকিলেন, "কই হয়?"

তখনই এক কনেস্টবল্‌ আসিয়া সেলাম ঠুকিয়া দাঁড়াইল।

অনুরুধ্‌ সিং হুকুম দিলেন, "দাঁড়াও। একখানা স্লিপ্‌ লিখে দিচ্চি, সেখানা কোতোয়াল সাহেবকে দাও গিয়ে।"

একখানা স্লিপে তিনি হুকুম লিখিয়া দিলেন;—

"সিটি কোতোয়াল!

এখনই শ্রী-দৌলত রাম সাক্‌সেনার বাড়ির দরজায় আর চারিদিকে অস্ত্রধারী আটজন পুলিস পাঠিয়ে দিন। দৌলত রাম বা তাঁর কোনো

আত্মীয় আজ বাড়ি থেকে বেরুবেন না — তাঁর বাড়ি তাঁর বিনা-অনুমতিতে কেউ ঢুকতে পাবে না। দস্যু দাহুদের আক্রমণ তাঁর উপর আজই আসতে পারে — যেমন করে হক না, তার আক্রমণ ব্যর্থ করতে হবে। তা ছাড়া আজ সমস্ত পুলিস ভ্যান্ তৈরি রাখুন — সত্যেশ সেন নামে এক সুদক্ষ গোয়েন্দা দাহুদের রহস্য প্রায় ভেদ করে ফেলেচেন — যে কোনো মুহূর্তে হয় ত গ্রেপ্তার করতে আরম্ভ করতে পারেন — কাজেই পুলিস ভ্যানের দরকার হবে।

— অনুরুধ্ সিং।"

এই হুকুম লেখার পর তিনি ইহা দৌলত রামকে শুনাইয়া দিয়া কহিলেন, "কেমন মিস্টার সাক্সেনা — ঠিক ত ?"

দৌলত রাম কহিলেন, "হাঁ, ঠিক! ধন্যবাদ! সত্যিই আজ আমার বাড়ির বাইরে বার হওয়া উচিত নয় — আজ আমি সারাদিন গীতা পড়ে কাটিয়ে দেব — ভগবান আপনার আর সেন বাবুর মঙ্গল করুন!"

তখনই দৌলত রাম আসিয়া তাঁহার মোটরে বসিলেন — মলিন মুখে তিনি বাড়ির পথ ধরিলেন।

বাড়ি আসিয়া তিনি হুকুম দিলেন যে, আজ সারাদিন তিনি উপবাসে থাকিয়া ও নিজের ঘরে থাকিয়া গীতা পাঠ

করিবেন। পরিচিত অপরিচিত কাহারও সহিত আজ তিনি দেখা করিবেন না। বাড়ির দ্বারে এবং আসে পাশে পুলিস থাকিবে—তাঁহার কোনো আত্মীয় বা আত্মীয়া আজ বাড়ির বাহিরে যাইবে না—তাঁহার এ হুকুম যেন অমান্য করা না হয়। তাঁহার এবং তাঁহার আত্মীয়-বর্গের জীবন আজ বিপন্ন।

আত্মীয়েরা বেশ ভয় পাইলেন; তাঁহার ভগ্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কি ব্যাপার দৌলত!"

"কি আর দিদি! রামরূপের মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে পুলিস ওদিকে কাটা চেরা করাচ্চে—তার সৎকার অবধি আজ হতে পাবে না! উপর থেকে আজ সাপের লেজে পা দিয়ে ফেলেচে তোমাদের দৌলত! রামরূপের হত্যাকারী দাহুদকে ধরতে আজ আমি পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেচি, আর তা করে ফেলেচি ভিড়ের সামনে—পুলিস মনে করে ভিড়ের মধ্যে দাহুদের চর ছিল।"

তাঁহার ভগ্নী কাঁদিয়া ফেলিলেন, কহিলেন "এঁঃ! বল কি!—তা অত লোকের সামনে তুমি পুরস্কার........"

"আমার দুর্বুদ্ধি হয়েছিল দিদি!" বলিয়া দৌলত রাম কক্ষে প্রবেশ করিয়া দরজা জানালা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া লইলেন।—শোক-সন্তপ্ত বাড়ির লোকদের দাহুদের ভয়ে আরও বিশ্রী অবস্থায় সময় কাটিতে লাগিল।

সত্যেশ সেন মোটর বাইক লইয়া প্রথমে তাঁহার মাসীমার বাড়ি পৌঁছিলেন, বাড়ির মধ্যে প্রবেশ না করিয়াই মাসীমাকে বলিয়া গেলেন, "দেবেনদার আজ অফিস যাওয়া হবে না।—বাড়ির দরজা জানলা সব বন্ধ রাখবেন—কেউ ডাকলে খুলবেন না বা কেউ রাস্তায় বার হবেন না। আমি বা পুলিস সাহেব অনুরুধ্ সিং এলে ভাল করে জানলার ফাঁক দিয়ে দেখে তবে দোর খুলবেন, কারণ দাহুদ আজ সুবিধে পেলে আমার আত্মীয়দের কাউকে খুন করতে পিছুবে না—সে যে কতবড় অন্তরহীন বর্বর তা আপনারা জানেন।"

তাহারপর তখনই তিনি চলিয়া গেলেন। মাসীমা মলিন মুখে দ্বার বন্ধ করিয়া লইলেন।

ভয়াবহ গতিতে মোটর বাইক চলিতে লাগিল। মাইলের পর মাইল, গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ পিছনে ফেলিয়া কখনও বা ফাঁকা রাস্তায় সত্যই পঁচাত্তর কোথায়ও বা আশি মাইল গতিতে, আবার মাঝে মাঝে গ্রাম বা সহরের ভিড়ের মধ্যেও অল্প দূর ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ মাইল গতিতে চলিতে লাগিল; ফাঁকা রাস্তায় মাঝে মাঝে সেই ভারি বাইকও গতির আধিক্যে

অসমতল স্থানে লাফাইয়া লাফাইয়া উঠিতে লাগিল।

বার বার সত্যেশ সেন ঘড়ি দেখিতে লাগিলেন। সামনের রাস্তায় নিবদ্ধ স্থির দৃষ্টি সেই তীব্র গতির মাঝেও তাঁহাকে খুব সাবধানী ও সাহসী বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল।

ঘণ্টাখানেক পরের কথা। সামনেই দিগন্তের কোলে বড় একটি সহর দেখা যাইতেছে। সহসা সত্যেশ সেনের চোখে পড়িল, সামনের রাস্তায় এক পাশের গাছ হইতে অন্য পাশের গাছ অবধি একটি মোটা দড়া উঁচু হইয়া উঠিল। তিনি বেশ বুঝিলেন, তাহার এক প্রান্ত রাস্তার এক পাশের গাছের সহিত বাঁধা ছিল—দড়া রাস্তায় পড়িয়া ছিল—রাস্তার অন্য পাশের গাছের গুঁড়িতে কেহ তাহা হঠাৎ কষিয়া দিতেই সেই মোটা দড়াটি রাস্তার এপাশের গাছ হইতে ওপাশের গাছ অবধি উঁচু হইয়া উঠিয়া মোটর বাইকের পথ রোধ করিল।

যে ভয়াবহ গতিতে মোটর বাইক তখন চলিতেছিল তাহা দমন করিয়া অত অল্প দূরত্বের মধ্যে বাইক থামান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল—গতি সাধ্যমত কমাইয়া দিয়া ব্রেক্ দিয়া চাকার ঘূর্ণন পূর্ণ-রূপে বন্ধ করিয়া দিলেও ইম্‌পিটাস্ অর্থাৎ স্বত-অগ্রবর্দ্ধন-বেগে রাস্তায় টায়ার ঘষিতে ঘষিতে মোটর বাইক সেই দড়ার উপর আসিয়া পড়িল—সত্যেশ সেন কোনোরূপে লাফাইয়া পড়িয়া পড়িতে পড়িতে টাল সামলাইবার জন্য ডান দিকে ছুটিলেন—বাইক কাত হইয়া দড়া ছিঁড়িয়া রাস্তার পড়িয়া গেল।

তিনি সে ধাক্কা সামলাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবার পূর্বেই সহসা দুই পাশের ঝোপ এবং মোটা মোটা গাছের গুঁড়ির অন্তরাল হইতে তিন চারটি গুণ্ডা ছুটিয়া আসিল—দেখিতে দেখিতে তাহারা তাঁহাকে বাগাইয়া ধরিল এবং একজন তাঁহার নাক-মুখের উপর বড় একটি তুলার তাল চাপিয়া ধরিল—অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি শক্তি হারাইলেন—সংজ্ঞা হারাইলেন।

দূরে পথের পাশে একখানি মোটর দাঁড়াইয়াছিল, তখনই তাহা ছুটিয়া আসিল।

সংজ্ঞাহত সত্যেশ সেনকে তখনই তাহারা মোটরে তুলিল—মোটর বাইকখানি দড়ার উপর ঝুলিয়া পড়িয়া তাহারপর দড়া ছিঁড়িয়া রাস্তায় পড়িয়াছিল বলিয়া তাহার যন্ত্রাদি ভাঙে নাই। সেই মোটা দড়ার খণ্ডিত উভয় অংশ খুলিয়া লইয়া তাহারা সত্যেশ সেনকে লইয়া চলিয়া গেল—একজন মোটর বাইকে চড়িয়া সঙ্গে চলিল।

একজন কহিল, "এর ভয়ে অতবড় দুর্দান্ত সর্দার দাহুদ কেঁপে উঠে মেসেজ্ দিয়েছিলেন আমাদের!—এঁঃ, বলিস কি রামানন্দ!"

রামানন্দ গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিল, "ভয়ের কারণ না থাকলে আসে পাশের চার চারটে জেলার লোক যার ভয়ে কাঁপে, সেই পরাক্রান্ত দস্যু-সর্দার এই বাঙালী গোয়েন্দাটাকে গ্রাহ্যও করত না। এই পাঞ্জাবী-গায় ধুতি-পরা বাঙালীটা যে একটা পাকা

শয়তান, তা অমন অবস্থায় ওর মোটর বাইক থেকে লাফিয়ে পড়ে টাল সামলাবার ভঙ্গী দেখেই বুঝেচি—অমন অবস্থায় তুই হ'লে তোর ঘাড় ভাঙত।"

তাহারা সংজ্ঞাহত সন্তোশ সেনকে তাহাদের আস্তানায় আনিতেই তাহাদের সে জেলার খণ্ড দলের কর্তা রামানন্দ হুকুম দিল, "ভাল করে শক্ত সুতোর তৈরি ওই দড়ি দিয়ে ওর হাত-পা বেঁধে ফেল—তারপর দেখ ওর পকেটে কি কি আছে। সর্দার সমস্ত বিবরণ ঠিক ঠিক চান।"

এদিকে বহু দূরে অর্থাৎ সন্তোশ সেনের মাসীমা যে সহরে আছেন সেই সহরেই সর্দার দাহুদের মাটির নীচের এক সুগুপ্ত কক্ষে এক ব্যক্তি অস্থির ভাবে পাইচারি করিতেছিল। একটু পরে সহসা সেই ক্ষুদ্র কক্ষের কোণের টেবিলের এক নাতিবৃহৎ যন্ত্রে টেলিগ্রাফিক্ শব্দ উঠিতেই সে ক্ষিপ্র-পদে যাইয়া ওই টেবিলের সামনের স্টুলে বসিয়া যন্ত্র-যোগে সাড়া দিল।

তাহার সাড়া পাইতেই সেই যন্ত্রে আবার কিয়ৎক্ষণ সেই শব্দ উঠিল—প্রত্যুত্তরে এই ব্যক্তি অনুরূপ শব্দ দ্বারা উত্তর দিল, "কন্‌ট্রোল্ রুমে স্বয়ং উপস্থিত আছি আমি দাহুদ! ধরেচ হতভাগাটাকে?"

উত্তর আসিল, "নিশ্চয়! তার পূর্ণ বিবরণ দিচ্চি।"

তাহারপর এই বেতার টেলিগ্রাফের যন্ত্র-যোগে সমস্ত খবর শুনিয়া দাহুদ রামানন্দকে সন্তোশ সেনের বিষয়ে যাহা করিতে

হইতে তাহা জানাইল। নিষ্ঠুর রামানন্দেরও সেই অতি নিষ্ঠুর হুকুম শুনিয়া বুক কাঁপিয়া উঠিল। খুন সে ইহার পূর্বে অবশ্য করিয়াছে, অর্থাৎ তিন-তিনটি খুন করিয়াছে—তবে তাহা অমন নিষ্ঠুর ভাবে নয়!

খানিকক্ষণ স্থির ভাবে সে তাহার সামনের ওয়ারলেস্ ট্রান্স্মিটিং ও রিসিভিং সেটের সামনে বসিয়া রহিল; তাহারপর আপন-মনে স্ফুট-স্বরে বলিয়া উঠিল, "যাক, অতবড় বর্বরের কাজ করতে দাদুদের চেয়েও হিংস্র যে সেই নিজে আসচে—আমায় নিজ-হাতে তা করতে হবে না!"

* * *

যখন সন্তোশ সেনের জ্ঞান হইল, তিনি দেখিলেন তিনি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় এক আধ-অন্ধকার ঘরে পড়িয়া আছেন। একটু পরে সকল কথা মনে পড়িতেই বেশ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।—হাতের ঘড়ি হাতেই বাঁধা রহিয়াছে. কোনো রকমে বাঁধা হাত-পা একটু ঘুরাইয়া দেখিলেন প্রায় আধ ঘণ্টা সময় কাটিয়া গিয়াছে।

প্রায় মিনিট দুই স্থির হইয়া পড়িয়া থাকার পর শুনিলেন রুদ্ধ দুয়ারের বাহিরে কে একজন হিন্দিতে কাহাকে কহিল, "যা বলচিস্ তা সত্যি? সর্দার দাদুদের ডান হাত ওই কানা হতভাগাটা নিজে আসচে ওই জন্যে?"

সত্যেশ সেন কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন, বাহিরে কে আর একজন উত্তর দিল, "সত্যিই এই বাঙালী গোয়েন্দার মুখ বেঁধে জীবন্ত অবস্থায় এর হাত পা কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে কেটে ফেলে তারপর এর মুণ্ড কেটে জহ্লাদের চেয়েও নিষ্ঠুর কানা হতভাগাটা সে মুণ্ড নিয়ে যাবে বলে আসচে!"

"বলিস কি! বলবীর সিং নিজে আসচে এই ভাবে একে খুন করতে!"

"হাঁ এই মাত্র সর্দার দাহুদ এই মেসেজ্ দিলেন! এই হতভাগা কানা বল্‌বীর সিং দলে মেশা অবধি দেখচি সর্দারের নিষ্ঠুরতা ক্রমে চরমে উঠে চলেচে! এর আগে কখনও এমন ভাবে খুন করবার হুকুম হয়নি।—যাক, এ কাজ করবে নিজেই ওই শয়তান বল্‌বীর সিং! অনেকক্ষণ হ'ল সে বেরিয়েচে—সর্দার তাঁর কন্‌ট্রোল্ রুম থেকে জানালেন যে আর আধ ঘণ্টায় বল্‌বীর সিং পৌঁছে যাবে। আমি ও দৃশ্য দেখবার পর আর মুখে খাবার তুলতে পারব না। তুই খেয়ে এসেচিস, তুই থাক—গোয়েন্দাটার উপর দৃষ্টি রাখিস।—কি রে, পারবি?"

"কেন পারব না! যা, তাড়াতাড়ি খেয়ে আয়।"

"তুই নিশ্চিত যে এই শয়তান টিকটিকিটা তোকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে না?"

"মাথা খারাপ তোর, তাই বার বার ও কথা জিজ্ঞাসা করচিস—একে অজ্ঞান, তায় হাত-পা অমন কষে ওই শক্ত

সুতোর তৈরি দড়ি দিয়ে বাঁধা, তার উপর বেটার পিস্তল্‌টা আমার কাছে! তুই ভয় পাস না—যা দেখি, খেয়ে আয় তাড়াতাড়ি। আমি যেমন দশ মিনিট অন্তর ঘরে ঢুকে দেখে আসচি বেটাকে, তেমনিই দেখে আসব।"

ঘরের বাহিরের গুণ্ডাদের কথাগুলি সত্যেশ সেন ধীরভাবে শুনিয়া লইলেন। তাঁহার হাত-পা একসঙ্গে কষিয়া দড়ি দিয়া বাঁধা ছিল—একটু সুস্থ বোধ করিতে টানিয়া দেখিলেন—তাঁহার মনে হইল, তাহা ছিঁড়িয়া ফেলা বা খুলিয়া ফেলা অসম্ভব—বাধ্য হইয়া তিনি চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলেন।

মরিতে একদিন হইবে তাহা ঠিক, এবং এমনি কোনও শয়তানের ছুরি বা বুলেট্ খাইয়া তাঁহার জীবন শেষ হইয়া যাওয়া কিছু আশ্চর্য নয় তাহা তিনি জানিতেন—কিন্তু আর আধ ঘণ্টা পরে যে জীবন্ত অবস্থায় তাঁহার হাত পা কুড়ুল দিয়া কাটিয়া তৎপরে তাঁহার গলায় কোপ মারা হইবে এ কথাটি শুনিয়া সত্যই সত্যেশ সেনের অন্তর একটু মোচড় দিয়া উঠিল।

তাঁহার বৃদ্ধা মায়ের কথা আর তাঁহার একান্ত অনুরক্ত দূর সম্পর্কের আত্মীয়া সবিতার কথা মনে পড়ায় সত্যেশ সেন একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন—মনে মনে বলিয়া উঠিলেন, "আধ ঘণ্টা! আর আধ ঘণ্টা!—এই আধ ঘণ্টার মধ্যে যদি আমি এই শয়তানের জাল কেটে বেরিয়ে যেতে না পারি............।

না, না, না—সাহস হারালে চলবে না—যেমন করে হ'ক

আমায় বাঁচতে হবে—মায়ের জন্যে বা সবিতার জন্যেও যদি না বাঁচি, এদের মত বর্বরদের চূর্ণ করতে আমায় বেঁচে থাকতে হবে!—ওই অন্তরহীন বর্বর বলবীর সিং আমায় খুন করে প্রেতের হাসি হাসবে—দাস্থদের দস্যু-দল চালাবার কন্ট্রোল্ রুম যেখানেই থাকুক না, সেখানে আমার কাটা মুণ্ড নিয়ে গিয়ে তার পায়ের কাছে ফেলবে ওই বর্বর?—না, তা কখনও হতে পারে না!"

এক অদম্য সাহস যেন নিমিষে তাঁহাকে আর একটা মানুষ করিয়া দিল। আর একবার শরীরের সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া হাত-পায়ের বাঁধন টানিয়া ছিঁড়িতে বা খুলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দেখিলেন যে, তাহা তাঁহার ক্ষমতার অতীত।

কি করিলে এই বাঁধন কাটিয়া বা খুলিয়া ফেলা যায় চুপ করিয়া পড়িয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন; ঘাড় ফিরাইয়া ঘরের মধ্যে এমন কিছুই দেখিলেন না যাহার কাছে কোনো-রকমে এই অবস্থায় উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া যাইতে পারিলে যাহা দিয়া বা যাহার উপর রগড়াইয়া এই দড়ি কাটিয়া ফেলা যায়।

একটু পরে সে কক্ষের শিকল খুলিবার শব্দ হইল; সত্যেশ সেন চাহিয়া দেখিলেন, গুণ্ডার মত আকৃতি বিশিষ্ট এক ব্যক্তি কক্ষে প্রবেশ করিল।

সত্যেশ সেনের জ্ঞান হইয়াছে দেখিয়া মুখের অর্দ্ধ-দগ্ধ সিগারেট্‌টায় আর এক টান মারিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া সে বলিয়া

উঠিল, “কিরে বেটা টিকটিকি! আর কতক্ষণ বাঁচবি? রাম-রূপ সাক্‌সেনার হত্যাকারীকে ধরবি, কিম্বা সর্দার দাহুদের প্রধান সহকারীর হাতে আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই টুকরো টুকরো হয়ে মরবি? তিনি অনেকক্ষণ হ'ল বেরিয়েচেন, আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়বেন।”

সহসা কি দেখিয়া সত্যেশ সেনের মুখ আনন্দে ও উৎসাহে ভরিয়া উঠিল—তিনি বলিয়া উঠিলেন, “সাবাস বাহাদুর! চিরদিন যে তোমরা টিকটিকিই দেখেচ—গোয়েন্দা কখনও দেখনি যে! তোমাদের দলশুদ্ধুর শ্রাদ্ধের চাল একা চড়াতে পারে এমন লোক যে কেউ কোথায়ও থাকতে পারে এ যে তোমাদের ধারণার অতীত!”

সে আর একবার সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া ধমক দিয়া কহিল, “চুপ কর হতভাগা—নইলে তুই লাথিতে থেঁত করে ফেলব!”

সত্যেশ সেন বলিলেন, “হুঁ, হাত-পা বাঁধা মানুষকে মারা যে বেশ নিরাপদ—তবে নিশ্চিন্ত থাক্ হতভাগা, আমার এ বাঁধন ঢিলে হয়ে এসেচে!”

“তোর বাপের মাথা হয়ে এসেচে!” বলিয়া সে সন্দেহে সন্দেহে নীচু হইয়া তাঁহার বাঁধন পরীক্ষা করিতে তাহা ভাল ভাবে টানিয়া দেখিল।

তৎপরে যেমন সে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে যাইতেছে সহসা সত্যেশ সেন ‘থু’ করিয়া তাহার মুখে থুথু দিতেই সে তখনই

সিগারেট্ ফেলিয়া মুখ মুছিয়া পিছাইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "তবেরে হারামজাদা !" এবং সবলে সত্যেশ সেনকে দুই লাথি মারিল। তাহারপর দারুণ ক্রোধে অশ্রাব্য গালি দিতে দিতে, "দাঁড়া তোকে এখনি দেখিয়ে দিচ্চি মজাটি !" বলিয়া আরও এক লাথি মারিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শিকল তুলিয়া দিয়া মুখ ধুইতে গেল।

বুদ্ধির দানব সত্যেশ সেন যে উদ্দেশ্যে অমন কাজ করিয়াছিলেন তাহা সফল হইল। যাহা তাঁহার একান্ত আবশ্যক, তাহা সহজে পাইলেন— তাঁহার অতি কাছে জ্বলন্ত সিগারেট্‌টা তখনও ঘরের মেঝে পড়িয়া ধোঁয়া ছাড়িতেছিল। সত্যেশ সেন গড়াইয়া সরিয়া আসিয়া তাহার কাছে পৌঁছিলেন, জ্বলন্ত সিগারেট্‌টিতে ধীরে ফুঁ দিয়া আগুনটুকু আর একটু বাড়াইয়া লইয়া তাহার উপর হাত-পায় বাঁধা দড়ির এক অংশ ধীরে চাপিয়া ধরিয়া ফুঁ দিতে লাগিলেন।

সুতার তৈরি শক্ত দড়ির এক জায়গায় আগুন লাগিল— তাহার উপর সত্যেশ সেন ফুঁ দিতে লাগিলেন— দেখিতে দেখিতে তাহা আধ-পোড়া হইয়া উঠিল; তাহারপর সজোরে চাঁড় দিতেই তাহা কাটিয়া গেল— এইবার একটু জোর দিয়া হাত-পা নাড়িতেই বাঁধন ঢিলা হইয়া গেল।

অতি অল্প-কালের মধ্যেই হাত-পায়ের বাঁধন খুলিয়া সত্যেশ সেন উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

একটু পরে মুখ ধুইয়া মুছিয়া অতি ক্রোধে এক ছড়ি লইয়া

গুণ্ডা আসিয়া শিকল খুলিয়া ঘরে ঢুকিতেই সত্যেশ সেন দরজার পাশ হইতে তাহার উপর লাফাইয়া পড়িলেন।

এই অতর্কিত আক্রমণের বেগ সামলাইতে না পারিয়া গুণ্ডা পড়িয়া গেল। তাহারপর সত্যেশ সেনের সহিত যে বিরাট মল্ল-যুদ্ধ সেই ঘরের মেঝেয় তাহার চলিতে লাগিল তাহাতে উভয়েরই বিজয়ী হওয়ার সম্বন্ধে মাঝে মাঝে সন্দিগ্ধ হইয়া পড়া স্বাভাবিক।

অন্য সময় হইলে সত্যেশ সেন তাহার মত একটা গুণ্ডাকে গ্রাহ্যও করেন না; কিন্তু ক্লোরোফর্মের আধিপত্যে তখনও তিনি কিছু দুর্বল বই কি। কাজেই শারীরিক শক্তিতে তাহাকে কাবু করা কঠিন হইয়া উঠিল—বাধ্য হইয়া সত্যেশ সেন সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন এবং সেই ধস্তাধস্তির মধ্যে একবার সুযোগ পাইতেই সহসা শরীরের সর্বশক্তি প্রয়োগে তিনি সেই গুণ্ডার মাথা তাহার পিছনের দেয়ালে ঠুকিয়া দিলেন।

মানুষের মাথার স্থান বুঝিয়া একটা সজোর আঘাত করিতে পারিলে মানুষ যে অজ্ঞান হইয়া যায়, এই সত্য অনেক গুণ্ডার ভাল রকম জানা আছে, এবং গুণ্ডা বদমায়েস ঘাঁটিয়া যাহাদের কাজ করিতে হয় তেমন গোয়েন্দাদেরও কেহ কেহ এ ব্যাপারটি ভাল রকম জানেন—গোয়েন্দা সত্যেশ সেনও আজ এ পদ্ধতি ধরিলেন, অর্থাৎ গুণ্ডার বিরুদ্ধে গুণ্ডার পদ্ধতিই অবলম্বন করিলেন।

মাথার স্থান বিশেষ অমন ভাবে অত জোরে ঠুকিয়া

দেওয়ায় এক অদ্ভুত শব্দ গুণ্ডার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল — অল্পক্ষণেই তাহার হাত-পা ঢিলা হইয়া গেল।

"মরে মরুক হতভাগা" বলিয়া সত্যেশ সেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন — সংজ্ঞাহত সে গুণ্ডার প্রতি চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বুঝতে পারা তোমার পক্ষে অসম্ভব ছিল যে আমার বাঁধন ঢিলে হয়ে এসেচে বলে তোমায় সন্দেহে ফেলে আমার বাঁধন পরীক্ষা করে দেখতে তোমায় আমার কাছে নীচু হতে কেন বাধ্য করেছিলুম আর কেন শিশুর মত' হঠাৎ তোমার মুখে থুথু দিয়েছিলুম। ওই জ্বলন্ত সিগারেটের আগুনটুকুই মুক্তির জন্যে সত্যেশ সেনের দরকার হয়েছিল শয়তান!"

তাহার নাড়ি দেখিয়া সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, "নাঃ, মরবে না।"

তাহারপর সেই দড়ি দিয়াই তাহার হাত-পা বাঁধিয়া সেখানে ফেলিয়া রাখিয়া তাহার পকেট দেখিলেন; কিন্তু তাহার পকেটে পিস্তল্‌টা পাইলেন না — তৎপরে তাহার কোমরে পেঁচাইয়া বাঁধা কাপড়ের মধ্যে তাহা পাওয়া গেল।

পিস্তলের ম্যাগ্‌জিন্ খুলিয়া তিনি দেখিয়া লইলেন যে ন'টি টোটাই ভরা রহিয়াছে। তাহা দৃঢ় হস্তে ধরিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া সত্যেশ সেন ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া শিকল তুলিয়া দিলেন, সতর্ক পাদক্ষেপে আর একটি কক্ষ পার হইয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িলেন — দেখিলেন এক বিরাট ভাঙা

বাড়ির মাঝে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন এবং তাঁহার আনিত মোটর বাইকখানি সেইখানেই রহিয়াছে। ভাল করিয়া লক্ষ করিলেন, দেখিলেন তাহার এমন কিছুই ভাঙে নাই—শুধু সামনের মাড্‌গার্ড একটু বেঁকিয়া গিয়াছে এবং আলোর কাচ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

তাহা নিঃশব্দে ঠেলিয়া বাড়ির বাহিরে লইয়া আসিলেন এবং বাড়ির সদর দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন—দেখিলেন, বাড়িটি শুধু পুরাতন ভগ্ন অট্টালিকাই নয় তাহা কতকটা পরিত্যক্ত অর্থাৎ ঘন জঙ্গলে ঘেরা পোড়ো বাড়ি বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। বেশ নির্জন স্থানেই কোনও সৌখিন বড় লোকই তাহা কোনোকালে প্রস্তুত করাইয়া থাকিবেন, তাহারপর ভগ্ন এবং জীর্ণ-সংস্কার-বর্জিত অবস্থায় এবং সম্ভবত ভুতের অপবাদ শুদ্ধই এ বাড়ি বিক্রয় হইয়া গিয়া থাকিবে এবং খুব সম্ভব দাহুদই বেনামী করিয়া ইহা কিনিয়া থাকিবে।

সত্যেশ সেন টিপিয়া হাসিলেন, বলিয়া উঠিলেন, "চমৎকার দাহুদ! সাধারণ মানুষের মনের ওজন তুমি ভাল রকম জান দেখচি! সহর থেকে আধ মাইল দূরের এই পোড়ো বাড়ি তোমার খণ্ড দলের পক্ষে বেশ নিরাপদ স্থান বইকি! সাধারণ গোয়েন্দা হ'লে তার মৃতদেহ আজ এই পোড়োবাড়ি কোথায়ও পুতে ফেলা হ'ত, আর সত্যিই তার মুণ্ডু যেত তোমারই কনট্রোল্ রুমে—তেমন গোয়েন্দা দৈবাৎ মুক্তি পেলে তোমার এ জেলার এই খণ্ড-দলের লোক কটাকে ধরবার জন্যে আজ

বৃথা সময় নষ্ট করত — ভাবত, এখনি এদের না ধরতে পারলে কোথায় গিয়ে লুকুবে এরা কে জানে। কিন্তু তোমার প্রতিদ্বন্দী বড় বেঁকা লোক দাহুদ! সে ছুটল মোটর বাইক নিয়ে আবার সেই ট্রেনের পিছনে!”

তখনই সত্যেশ সেন মোটর বাইক স্টার্ট করিয়া চড়িয়া বসিলেন।

(১২)

প্রায় পূর্ণ এক ঘণ্টা আবার সে মোটর বাইক ভয়াবহ বেগে চলিয়া মাঠের পর মাঠ গ্রামের পর গ্রাম পার হইয়া গিয়াছে —সহসা পিছন হইতে একটা গুলির শব্দে সত্যেশ সেন চমকিয়া উঠিলেন।

ঘাড় ফিরাইয়া তিনি দেখিলেন, তাঁহার পিছনে অতি অল্প দূরেই আর একখানি মোটর বাইকে আর একটি লোক তাঁহারই মত ভয়াবহ বেগে আসিতেছে।

তখনই দ্বিতীয় গুলির শব্দ হইল— সত্যেশ সেনের মোটর বাইকের পিছনের মাড্‌গার্ডে আসিয়া গুলি লাগিল তাহা তিনি বুঝিলেন।

বিপদে সত্যেশ সেন উপস্থিত-বুদ্ধি হারাইবার মত মানুষ একটুও নন — তাঁহার উভয় চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সহসা থ্রটল্ কমাইয়া বাইকের কার্বোরেটরে পেট্রল-গ্যাস প্রবেশ করা প্রায় বন্ধ করিয়া ব্রেক্ চাপিয়া ধরিলেন — অতি অকস্মাৎ বিশ্রীভাবে তাঁহার মোটর বাইকের গতি এমন কমিয়া গেল যে তাঁহার অনুসরণকারী শয়তানটির মোটর বাইক তীব্র গতিতে হুস্ করিয়া তাঁহার পাশ দিয়া তাঁহার সামনে অগ্রসর হইয়া গেল।

সত্যেশ সেন উন্মাদের হাসি হাসিয়া উৎকট আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "সত্যেশ সেনের পিছন থেকে গুলি মারবার সুযোগ তোমার কোথায় গেল শয়তান? এবার কে কার গুলির মুখে?"

লোকটির বুক ধুক ধুক করিয়া উঠিল। বাধ্য হইয়া সে গতি বাড়াইল—সত্যেশ সেনও তাঁহার বাইকের পূর্ণ থ্রটল্ খুলিয়া দিয়া অতি ভয়ঙ্কর গতিতে তাহাকে তাড়া করিলেন—তাঁহার শক্তিশালী নূতন বাইক সামনের পুরাতন বাইক অপেক্ষা জোরে ছুটিল—ডান হাতে পিস্তল্ ধরিয়া সত্যেশ সেন তাহার কিছু কাছে আসিতেই তাহার পিছনের টায়ার লক্ষ করিয়া গুলি করিলেন—প্রথম গুলি লাগিল না, দ্বিতীয় গুলিও লক্ষ-ভ্রষ্ট হইল।

যে ভয়ঙ্কর গতিতে তখন উভয় মোটর বাইক চলিতেছিল, তাহাতে গুলি না লাগাই স্বাভাবিক—তৃতীয় গুলিও লাগিল না; কিন্তু চতুর্থ বার পিস্তলের ঘোড়া টানিতেই পিস্তলের গর্জনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভীম শব্দে সামনের মোটর বাইকের পিছনের টায়ার ফাটিয়া গেল—আরোহী কিছুতেই সামলাইতে পারিল না; বাইক ঘুরিয়া পথের পাশের মাঠে যাইয়া পড়িল।

দেখিতে দেখিতে মোটর বাইক থামাইয়া সত্যেশ সেন পিস্তল হস্তে ছুটিয়া আসিলেন। লোকটি দারুণ আঘাত পাইয়াছিল—কোনোরূপে সে উঠিতে গেল।

সত্যেশ সেন তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিলেন, তাহার

পিস্‌তল্‌টি সেখান হইতে কিছু দূরে যাইয়া পড়িয়াছে।

তখনই তিনি তাহার প্রতি পিস্‌তল্‌ তুলিয়া গর্জিয়া উঠিলেন, "খবর্দার! — ওই পিস্‌তলের দিকে আর একটু এগিয়েচ কি এক গুলিতে শেষ করব শয়তান!"

করুণ নেত্রে সে শয়তান চাহিয়া রহিল, তাহারপর অতি ভয়ে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

সত্যেশ সেন আসিয়া তাহার পিস্‌তল্‌টি তুলিয়া লইলেন —লোকটির ডান চোখের তারা নড়িতেছে ঘুরিতেছে, বাম দিকের তারা স্থির হইয়া আছে দেখিয়া তিনি বুঝিলেন যে সে চোখটি কৃত্রিম চোখ — কাজেই কে সে তাহা বুঝিতে দেরি হইল না।

অতি শ্লেষকর গম্ভীর কণ্ঠে সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, "গোয়েন্দা সত্যেশ সেনের কাটা মুণ্ডু শয়তান দাহুদের কন্‌ট্রোল্‌ রুমে নিয়ে যেতে পারলে না বল্‌বীর সিং? ভয় নেই হতভাগা, দারুণ ভয়ে বিবর্ণ মুখে চাইতে হবে না — তোমার মত একটা তুচ্ছ ছারপোকা মেরে আমি আমার হাত দুর্গন্ধ করতে চাইনা! সত্যেশ সেনের পিছু নিতে বেরিয়েছিলে শুনলুম মোটর কারে — এখন এই মোটর বাইক না হ'লে আর তাকে ধরতে বা মারতে পারা অসম্ভব বুঝে কোনো ভদ্রলোকের মোটর বাইক কেড়ে নিয়ে এসেচ বোধ হয়। — রামরূপের খুনের ওখানে ওদের বাড়ির সামনের ভিড়ের মধ্যে তোমার উপর দৃষ্টি পড়েছিল আমার — সন্দেহও হয়েছিল তোমায় দাহুদের চর

স্বপ্নে, তবে নিশ্চিন্ত হতে পারিনি।”

“না না, দোহাই আপনার— আমি........”

“সাট্ আপ্....” ইংরাজিতে ধমক দিয়া সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, “সাট্ আপ্! তোমার মোটর বাইকখানা আপাতত অকেজো করে দিয়ে আমি যে কাজে যাচ্ছিলুম সেই কাজই করতে চললুম। শয়তানে সত্যেশ সেনের কাজে বাধা দিতে পারে না—ভগবান দেখে হাসেন!—তোমাদের জাল কেটে সত্যেশ সেন বেরিয়ে এসেচে—এইবার সত্যেশ সেনের জাল তোমাদের চারটি জেলার দলের উপর গুটিয়ে আসচে—আজ রাত্রেই!”

তাহারপর পথের পাশে একখানি ইট পাইয়া তাহার আঘাতে ওই শয়তানের মোটর বাইকের স্পার্কিং প্লাগ্ ভাঙিয়া তার ছিঁড়িয়া বাইকখানি তখনকার মত’ অকেজো করিয়া দিয়া সত্যেশ সেন তাঁহার মোটর বাইকে চড়িয়া আবার পূর্ণ বেগেই ট্রেন ধরিতে চলিলেন।

(১৩)

প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টায় সত্যেশ সেন সেই এক্স্প্রেস্ ট্রেন পিছনে ফেলিয়া আগে চলিয়া গেলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু এর পরেই কয়েকটি ছোট ছোট স্টেসন তাহার একটিতেও এক্স্প্রেস্ ট্রেন থামে না—অথচ আর দুই এক স্টেসনের মধ্যে হেম ভাদুড়ী ও সেই নারীকে নামাইয়া লইতে না পারিলে ফিরিয়া যাইবার প্যাসেন্জার ট্রেন পাওয়া যাইবে না বুঝিয়া অগ্রবর্তী এক ছোট স্টেসনে সত্যেশ সেন মোটর বাইক লইয়া যাইয়া প্রবেশ করিলেন।

লাইন্ ক্লিয়ার হইয়া গিয়াছে—গাড়ি সে স্টেসনে থামে না, দুই দিকের সিগ্নাল্ ডাউন্ দেওয়া রহিয়াছে; গাড়ি আসিতে আর মিনিট চারেকের দেরি। এ্যাসিস্ট্যান্ট্ স্টেসন মাস্টার বলিলেন যে তিনি গাড়ি থামাইতে প্রস্তুত নহেন।

সত্যেশ সেন বলিলেন, "আমি ফোনে কথা ব'লে আপনাকে কোনো এমন বড় অফিস্যারের মত দিইয়ে দিতে পারি যে...."

যুবক স্টেসন বাবু যেন খিঁচাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "রাখুন মশাই! আমি আপনাকে এই রকমের একটা বাজে আবদার আমার অফিসারের কাছে করবার জন্যে ফোনে কথা কইতে

দিতে পারি না ! আপনি গোয়েন্দাই হন আর যেই হন, ফোন্ ছোঁবেন না—খবর্দার !”

গম্ভীর মুখে সত্যেশ সেন ঘরের বাহিরে চলিয়া আসিলেন প্লাট্‌ফর্মের দুই দিকে চাহিয়া দেখিলেন, যাহা খুঁজিতেছিলেন পাইলেন—নীল জামা গায় একটি লোক তারের এক বৃত্তাকার আধারে টোক্‌ন্ লইয়া যাইতেছিল চলন্ত গাড়ির ড্রাইভারকে টোক্‌ন্ দিবে বলিয়া—সত্যেশ সেন ছুটিয়া যাইয়া টোক্‌ন্ কাড়িয়া লইলেন।

লোকটি চমকিয়া উঠিল, কহিল, “আরেঃ, এহ্ কেয়া ?” অর্থাৎ “আরে, এ কি ?”

সত্যেশ সেন বলিলেন, “যাও, স্টেসন বাবুকো বোলো যা কর্, এক বাঙ্গালী বাবু টোক্‌ন্ ছিন্ লিয়া !” অর্থাৎ “যাও, স্টেসন্ মাস্‌টারকে বল গিয়ে, এক বাঙালী বাবু টোক্‌ন্ কেড়ে নিয়েচেন।”

এক্‌স্‌প্রেস্ ট্রেন তীব্র বেগে দূরের সিগ্‌নাল্ পার হইয়া ইয়ার্ডের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে—সত্যেশ সেন সেই তারের ফ্রেমের চামড়ার আধার খুলিয়া টোক্‌ন্ বাহির করিয়া লইলেন। নীল জামা গায় সে লোকটি ইতিমধ্যে উগ্রভাবে আসিয়া তাহা কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করায় সত্যেশ সেন তাহাকে এক ধাক্কা দিতেই সে অতদূর ছট্‌কিয়া গেল। নিরুপায় হইয়া সে স্টেসন বাবুর কাছে ছুটিল।

খবর শুনিতেই সভয়ে এ্যাসিস্‌ট্যান্ট্ স্টেসন মাস্‌টার বাহির

হইয়া আসিলেন — পোর্টারকে হুকুম দিলেন, "কেড়ে নাও টোক্‌ন্! — লোকটা পাগল বা বদমায়েশ!" এবং নিজেও তিনি সাহস ভরে অগ্রসর হইলেন।

কিন্তু পিস্‌তল্‌ বাহির করিয়া সত্যেশ সেন তাহা তাঁহার দিকে না তুলিয়াই বলিলেন, "এস, কে আসচ কাড়তে!"

পিস্‌তল্‌ দেখিতেই স্টেসন বাবুর বুক ধুক্‌ ধুক্‌ করিয়া উঠিল। কেহই আর ওই পিস্‌তল্‌-ধারী শয়তানের প্রতি অগ্রসর হইতে সাহস করিল না।

এক্‌স্‌প্রেস্‌ ট্রেন তীব্র বেগে স্টেসন-প্লাট্‌ফর্মের মধ্যে ঢুকিল; কিন্তু টোক্‌ন্‌ না পাইয়া বাধ্য হইয়া ড্রাইভার স্টিম অফ্‌ করিয়া ভ্যাকাম্‌ টানিয়া দিল। এনজিন্‌ হইতে ব্রেক্‌ অবধি সারা গাড়ির তীব্র গতি বেশ বাধা প্রাপ্ত হইতে হইতে মৃদু ঝাঁকানি ও কষ্টকর বেগের সহিত প্রায় অর্দ্ধেক প্লাট্‌ফর্ম পার হইয়া যাইয়া থামিল।

সত্যেশ সেন পিস্‌তল্‌ পকেটে রাখিয়া ছুটিয়া যাইয়া গার্ডকে বলিলেন, "একটা খুনের মামলায় এই গাড়ি থেকে দুটি লোককে নামিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়ে টোক্‌ন্‌ কেড়ে নিয়ে আমায় গাড়ি থামাতে হয়েচে। আপনারা চান, আমায় এই আইন-বিরুদ্ধ কাজ করবার অপরাধে চালান করবেন — আমি গ্রাহ্য করি না। আপনাকে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে

হবে — আমার নাম ধাম সবই দেব — ক্যাল্‌কাটা পুলিসের আইডেন্‌টিফিকেসন্‌ কার্ডও দেখাব। আসুন, আপনার বিশেষ দেরি হবে না।”

দ্রুত-পদে সত্যেশ সেন ইনটার ক্লাসের গাড়ি ক'খানি দেখিয়া চলিলেন। গোয়েন্দার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যাহা খুঁজিতেছিল তাহা সহজেই পাইল। গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া সত্যেশ সেন এক বাঙালী বাবুর প্রতি কহিলেন, “নেমে আসুন হেম বাবু!”

তিনি কতকটা চমকিয়া উঠিলেন, “এঁঃ! — কে আপনি?”

সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, “চমকে উঠবেন না হেম বাবু! আপনাকে নেমে যেতে হবে — যেখান থেকে এসেচেন সেইখানেই ফিরে যেতে হবে! — বেলা দেবীর খুনের রহস্য বড় শীগ্‌গির ভেদ হয়ে গিয়েচে। গোয়েন্দা সত্যেশ সেনের চোখে ধুলো দেওয়ার মত' ক্ষমতা অবশ্য আপনার নেই। তা ছাড়া রামরূপের খুনের জন্যেও পুলিস আপনাকে ....”

“এঁঃ! রামরূপের খুন ....”

ইংরাজিতে ধমক দিয়া সত্যেশ সেন কহিলেন, “হাঁ, রামরূপের খুন — নেমে চলুন! গোয়েন্দা সত্যেশ সেন যা করতে চায় তায় বাধা দিতে পারে এমন লোক সে আজও দেখেনি হেম বাবু। আপনার মত' একটা লোকের সঙ্গে বৃথা বাক্যযুদ্ধ করে আমি এই এক্‌স্‌প্রেস্‌ ট্রেন আর বেশীক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখতে পারি না। — নামুন, নইলে আমি ঘাড় ধরে তুলে নিয়ে যাব আপনাকে!”

তাহারপর ওই নারীর প্রতিও ইংরাজিতে তিনি বলিলেন, "আপনিও নেমে চলুন। আপনার বিরুদ্ধে এমন কোনো ব্যবহার গোয়েন্দা সত্যেশ সেন করবে না, যা আপনার সম্মানের হানিকর।"

বুরখা-পরিহিতা সে নারী মাথা নীচু করিয়া কি ভাবিতেছিল, যেমন দৃঢ় ভঙ্গিমায় উঠিয়া দাঁড়াইল। বিরস বদনে হেম ভাদুড়ীও উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "আপনি কিছুই শুনবেন না ?"

"না, নেমে চলুন। গোয়েন্দা সত্যেশ সেন গাধা নয়—তার শুনবার কিছুই নেই !"

নারী মনে মনে বেশ দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিল, "বেশ ! ভুবন-ভরা নাম করেচে যে সত্যেশ সেন আমি দেখতে চাই সত্যিই সে গাধা কি বুদ্ধিমান ! একটি কথাও আমি কইব না —এই বুরখাও আমি খুলব না। যা করবার ঐ গোয়েন্দা করুক—তারপর আমি ভাল করেই মুখ খুলব !"

গাড়ি হইতে তাঁহাদের এবং একটি বড় সুট্‌কেস্ ও বিছানা নামাইয়া গার্ড, ড্রাইভার, এ্যাসিস্‌ট্যান্‌ট্ স্টেসন মাস্‌টার এবং পোর্টারের সহিত হেম ভাদুড়ী ও নারীকে লইয়া সত্যেশ সেন স্টেসন মাস্‌টারের কক্ষে যাইয়া প্রবেশ করিলেন।

তাহারপর স্টেসনের ফোন ধরিয়া রেলের যে উচ্চ-পদস্থ অফিসারের সহিত বন্ধুভাবে সত্যেশ সেন কথা কহিতে আরম্ভ

করিলেন এবং যেমন রঙ্গ করিয়া সংক্ষেপে তাঁহার ট্রেন থামাইবার ইতিহাস ইংরাজিতে দিয়া কহিলেন, "কি বল ভায়া, চালান করা উচিত — নয় কি?" তাহারপর তাঁহার উত্তর শুনিয়া যে ভাবে হাসিয়া উঠিলেন, তাহাতে এ্যাসিস্ট্যান্ট্ স্টেসন মাস্টারের বুক ধুক ধুক করিয়া উঠিল।

পরক্ষণে হাসিয়া সত্যেশ সেন এ্যাসিস্ট্যান্ট্ স্টেসন মাস্-টারকে ফোনের কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "শুনুন, কি বলচেন আপনাদের এক দণ্ড-মুণ্ডের বিধাতা!"

তৎপরে টোক্‌ন্ ড্রাইভারের হাতে দিয়া সত্যেশ সেন বলিলেন, "যান।"

এক্‌স্‌প্রেস্ ট্রেন আরও আট মিনিট লেট্ হইয়া গেল।

মোটর বাইক বুক্ করিয়া দিয়া সত্যেশ সেন হেম বাবুকে এবং ওই বুরখা-পরিহিতা নারীকে লইয়া মিনিট কুড়ি পরে আগত একখানি আপ্ প্যাসেন্‌জারের প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন।

গাড়ির মধ্যে নীরবতাই বিরাজ করিতে লাগিল।

সত্যেশ সেন যখন ইহাদের লইয়া তাঁহার মাসীমার বাড়ি উপস্থিত হইলেন তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রির আঁধার নামিয়া আসিয়াছে—দেখিলেন অনুরুধ্ সিং ও তাঁহার স্ত্রী বসিয়া আছেন।

সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, "আমি খুবই দুঃখিত মিস্টার সিং, আপনারা বোধহয় অনেকক্ষণ বসে আছেন!—গাড়িটা লেট্ হয়ে গেল প্রায় বিশ মিনিট।"

তাহারপর তাঁহার মাসতুতো ভাইয়ের প্রতি চাহিয়া বলিলেন "দেবেনদা! তুমি একবার তোমার চাকরটাকে পাঠিয়ে দাও—এই টাঙা নিয়ে এখনই যাক, নেপেন বাবুকে নিয়ে আসুক—একখানা চিঠি লিখে দাও যে আমরা অপেক্ষা করচি—তাঁর এখনই এখানে এসে উপস্থিত হওয়া চাই।"

দেবেন বাবু তখনই চাকর পাঠাইয়া দিলেন।

হেম ময় বাবু ও তাঁহার বন্ধুনীকে সত্যেশ সেন গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "বসুন আপনারা।"

তাঁহারা বসিলেন।

আর একবার চা আসিল। নেপেন বাবুকে লইয়া চাকর

তখনই ফিরিয়া আসিল। সকলকে চা দেওয়া হইল — সত্যেশ সেন হেম ভাদুড়ীর প্রতি কহিলেন, "চা খেয়ে নিন আপনারা। আপনারা যেই হ'ন না আর যাই হ'ন না, তার বিচার যখন হবে তখন ইচ্ছা হয় আমার উপর দারুণ চটা চটবেন -- এখনই একটা বিশ্রী মনভাবের পরিচয় কোনো দিক দিয়ে না দেওয়াই উচিত। মানুষের বাড়ি এসেচেন, মানুষের কর্তব্য যা, ধীর ভাবে উভয় দিক দিয়ে তা হওয়া উচিত! যান মাসীমা ও ঘরে ওই ভদ্র মহিলার চা দিয়ে আসুন —উনি ওই কাপড়ের আবরণ থেকে মুখ খুলতে প্রস্তুত নন।"

হেম বাবু শুষ্ক-মুখে চায়ের পিয়ালা তুলিয়া লইলেন, কিন্তু ওই নারী মুখ খুলিল না, পাশের ঘরে চা খাইতেও গেল না।

চা খাওয়া হইয়া গেলে অনুরুধ্ সিং বলিয়া উঠিলেন, "মার্জনা করবেন মিস্টার সেন, এই হেম বাবু বা এই এ্যাংগ্লো ইন্ডিয়ান্ নারী হামিদার মধ্যে কেউ যে দাহুদ নয়, এটা বটে এদের প্রতি আপনার ব্যবহার থেকেই বুঝচি — কিন্তু এই নারী যদি এর স্বামীর হত্যার সঙ্গে কোনো সংস্রব না রাখে তবে এ হেম বাবুর সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল কি হেতু? এ কথা অবশ্য এই হামিদা বলতে পারে না যে রামরূপের খুনের ও কিছুই জানে না। খুনের সময়ে ও অবশ্য ছিল — কারণ ওর চুল মৃত রামরূপের শক্ত হয়ে যাওয়া হাতে পাওয়া গিয়েচে। বেশ বুঝচি এরা দোষী — তবে আপনি আপনার সন্দেহ ভঞ্জন করতে চান, কাজেই এদের কিছু জিজ্ঞাসা করতে

চান বা এদের কাছে কিছু জানবার আছে আপনার........”

সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, “জানবার আমার কিছুই নেই মিস্‌টার সিং! মোটর বাইক নিয়ে আমি আপনার বাংলো থেকে বেরুবার আগেই বেলা দেবীর আর রামরূপের খুনের পূর্ণ রহস্য ভেদ হয়ে গিয়েচে।”

“বলেন কি!”

“আজ্ঞে হাঁ....” বলিয়া সত্যেশ সেন আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন — সহসা খোলা দরজার মধ্য দিয়া সজোরে প্রক্ষিপ্ত একখানি বড় ছুরি আসিয়া সত্যেশ সেনের বুকে লাগিয়া ছিটকিয়া যাইয়া ঘরের কোণে পড়িল। ঘর শুদ্ধ সকলে চমকিয়া উঠিলেন — সঙ্গে সঙ্গে সত্যেশ সেন বিদ্যুৎবেগে সে কক্ষের মুক্ত দ্বার দিয়া বাহিরের আধ-অন্ধকার রাস্তায় ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

অনুরুধ্ সিং চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “যাবেন না মিস্‌টার সেন — দাহুদের ছুরিতে আজ আরও একটা খুন হয়েচে মিস্‌টার সাক্‌সেনার বাড়ির কাছে।”

কিন্তু কোনো উত্তরই আসিল না।

অনুরুধ্ সিং স্থির থাকিতে পারিলেন না — দ্বারের বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন, সত্যেশ সেন যেন কাহাকে তাড়া করিয়া দূরে অন্ধকার এক আম বাগানের নীচু পাঁচিল লাফাইয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অনুরুধ্ সিং বাগানে প্রবেশ করিয়া টর্চ ঘুরাইয়া কিয়ৎ-ক্ষণ কোথায়ও কাহাকেও দেখিলেন না—তাহারপর সহসা কাহার অশ্রাব্য গালাগালি বাগানের সুদূর কোণের দিক হইতে শুনিতে পাইলেন। পিস্তল্ ও টর্চ হস্তে অনুরুধ্ সিং ছুটিয়া যাইয়া দেখিলেন, বাগানের কোণের আধ-ভাঙা একটা ঘরের সামনে দুইজন লোক যেন দুই বুনো শুয়োরের মতই দারুণ মারপিটে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে—তাহাদের একজন স্বয়ং সত্যেশ সেন, আর অপর ব্যক্তি এক দাড়ি-ওয়ালা পাগড়ি-ধারী অপরিচিত ব্যক্তি।

পিস্তল্-হস্তে অনুরুধ্ সিং একটু কাছে যাইতেই দেখিলেন সত্যেশ সেন সেই দাড়ি-ওয়ালা লোকটিকে উল্টিয়া ফেলিয়া তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসিলেন—সেও তখনই উভয় হস্তে সত্যেশ সেনের গলা টিপিয়া ধরিল; কিন্তু নিমিষে তাহার হাত হইতে নিজের কণ্ঠ মুক্ত করিয়া সত্যেশ সেন তাহার হাত মোড়াইয়া ধরিলেন। বিশ্রী ভাবে মোড়া লাগিতে সে আর নড়িতে পারিল না—বিশেষত তাহার পিঠের নীচে কতকগুলি ইট পাটকেল এমন ভাবে ফুটিতেছিল যে নড়িতে পারা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।

তাহার হাত দুইটি মোড়ান অবস্থায় তাহার পেটের উপর চাপিয়া বসিয়া নিজের এক হাত খালি করিয়া চক্ষুর পলকে সত্যেশ সেন তাঁহার পকেট হইতে এক অদ্ভুত ধরণের সরু হাতকড়া বাহির করিয়া তাহা তাহার হাতে চাপিয়া আঁটিয়া

দিয়া দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দাহুদ—দাহুদ! পুলিসকে কাঁপিয়ে রেখেচে বিখ্যাত দস্যু-সর্দার দাহুদ! এই আপনাদের সেই দাহুদ?"

তাহারপর দাড়ি-ওয়ালা সেই বন্দীর প্রতি শ্লেষকর কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমার জীবন নিতে চেষ্টা করে সফল হওনি শয়তানেরা—বরং উল্টে আমার হাতেই তোমাদের দস্যু-লীলা আজ রাত্রেই শেষ হবে তবেই আমি গোয়েন্দা!"

অনুরুধ্ সিং কি বলিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু সহসা দূর হইতে একটা গুলির শব্দ শোনা গেল।

তখনই হাতে একখানি আধলা ইট তুলিয়া সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, "শীগ্গির আলো নিবিয়ে দিয়ে ঐ বড় গাছের আড়ালে লুকুন। এই শয়তান একা আসেনি।"

নিমিষে আলো নিভাইয়া অনুরুধ্ সিং গাছের আড় লইলেন—সঙ্গে সঙ্গে সত্যেশ সেনের হাতের ইটের আঘাত বন্দীর মাথার স্থান বিশেষে পড়িল—তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল—তাহার সংজ্ঞাহত দেহ মাটিতে পড়িয়া রহিল—অন্ধকারে হাত বাঁধা অবস্থায় তাহার পালাইয়া যাইবার জন্য যে সুবিধার সৃষ্টি করিতে তাহার কোনও সঙ্গী গুলি চালাইয়াছিল, অতি বুদ্ধিমান সত্যেশ সেনের বন্দীর প্রতি এ নিষ্ঠুরতা বন্দীর সে সুবিধায় বাদ সাধিল। সত্যেশ সেনও নিশ্চিন্ত হইয়া গাছের আড় লইয়া যে দিক হইতে গুলির শব্দ শুনিয়াছিলেন সেই দিকে পিস্তল্ তুলিয়া দাঁড়াইলেন।

তাহারপর অন্ধকারে প্রায় ত্রিশ হাত দূরে কাহার পিস্তল্ গর্জিয়া উঠিতেই সত্যেশ সেনের হাতের পিস্তল্ পর পর দুই-দুইটি গুলি উদ্গার করিল, তাহারই মধ্যে অনুরুধ্ সিঙের পিস্তল্ও একবার গর্জিয়া উঠিল — সঙ্গে সঙ্গে সেই অন্ধকার বাগানের কোণে কাহার এক ভারী দেহ পতনের শব্দ ও দারুণ চিৎকার উঠিল — পরক্ষণে সে চিৎকার গোঙানিতে পরিণত হইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই থামিল — একটা অদ্ভুত আতঙ্ক-দায়ক নীরবতাই সেই সুবিরাট অন্ধকারে ভরা আম বাগানখানি ঘেরিয়া রহিল।

ক্ষণপরে কোথায়ও কাহারও সাড়া-শব্দ না পাইয়া সত্যেশ সেন আসিয়া মৃদু-স্বরে অনুরুধ্ সিংকে কহিলেন, "আপনার টর্চটা দিন।"

টর্চের সুইজ্ টিপিয়া সত্যেশ সেন দেখিলেন, এক ব্যক্তি মাটিতে চিত হইয়া পড়িয়া আছে — তাহার বুক ও পেটের জামা রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে, তাহার দেহ সম্পূর্ণ নিস্পন্দ! তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বুকে আর পেটে গুলি লেগেচে — হয়ে গেচে বোধ হয় হতভাগার শেষ!"

অনুরুধ্ সিঙের আরদালী ঠিক এই সময়ে গুলির শব্দে আকৃষ্ট হইয়া মাসীমার বাড়ি হইতে ছুটিয়া আসিয়া সেখানে হাজির হইল। টর্চ ঘুরাইয়া তাহাকে দেখিতেই সত্যেশ সেন হুকুম দিলেন, "এই অজ্ঞান দেড়েটার কাছে দাঁড়াও, এর উপর লক্ষ রাখ।"

সে সেইখানে প্রহরী-স্বরূপ দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহারপর পিস্তলের গুলিতে আহত সেই লোকটির কাছে আসিয়া সত্যেশ সেন তাহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "হয়ে গেচে হতভাগার শেষ! এই এক চোখে পাথর বসান কানা হতভাগাই আপনাদের বিখ্যাত ডাকাত দাস্তুদের প্রধান সহকারী —এরই নাম বল্‌বীর সিং!"

ঠিক এই সময়ে সহসা সেই উদ্যানের প্রাচিরের বাহিরে শিস দেওয়ার মত শব্দে সত্যেশ সেন চমকিয়া উঠিলেন; তখনই টর্চ ঘুরাইয়া দেখিলেন, দুই-তিনজন লোক পাঁচিল ডিঙাইয়া বাহিরে লাফাইয়া পড়িল।

"এ দুজনকে আপনি মাসীমার ওখানে নিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করুন মিস্‌টার সিং! দেখচি ছোট-খাট একটি দল এসেছিল আক্রমণ করতে—কিন্তু এদের দুজনের অবস্থা দেখে সাহস হারিয়েচে। তবে পালাতে ওদের কিছুতেই দেব না। আমি এখনই ওদের ...." বলিয়া সত্যেশ সেন আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন।

সহসা উদ্যান প্রাচিরের বাহিরে একখানি মোটর কারের এন্‌জিন্ গর্জিয়া উঠিল, আর তাহারই সঙ্গে সঙ্গে সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, "আপনার কারের চাবি দিন—শীগ্‌গির!"

অনুরুধ্ সিং পকেট হইতে মোটর কারের চাবি বাহির করিয়া দিতেই সত্যেশ সেন দৌড়িয়া উদ্যানের বাহিরে চলিয়া গেলেন—তাঁহার মাসীমার বাড়ির সামনে আসিয়া অনুরুধ্

সিঙের মোটর কার লইয়া তখনই চলিয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে কারের গতি বাড়িয়া উঠিল।

সামনের রাস্তায় সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া লোকের ভিড়কে যেন গ্রাহ্যও না করিয়া যেরূপ তীব্র বেগে তিনি সেই মোটর কার চালাইয়া চলিলেন, তাহাতে সভয়ে লোকে দূর হইতে রাস্তা ছাড়িয়া পথের পাশে সাবধানে সরিয়া যাইতে লাগিল।

প্রায় আধ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া যেখানে রাস্তা দুই দিকে চলিয়া গিয়াছে সেখানে মোটর থামাইয়া রাস্তায় আলো ফেলিয়া ভাল করিয়া তিনি লক্ষ করিলেন যে কাঁকরের প্রস্তুত ধুলা ভরা উভয় রাস্তার মধ্যে কোন্ রাস্তায় সদ্য-যাওয়া মোটরের দাগ রহিয়াছে। তাহারপর সেই রাস্তায় তিনি অতি বেগে অনুরুধ সিঙের গাড়ি চালাইয়া চলিলেন।

সহর ছাড়াইয়া প্রায় এক ফার্লং আসিয়াছেন—মেঘে ঢাকা চাঁদ বাহির হইয়া পড়িয়াছে—সত্যেশ সেনের সতর্ক দৃষ্টি রাস্তার ডান দিকে বেশ দূরে ভানু সিঙের ভুতুড়ে জলার প্রতি আকৃষ্ট হইল।

মোটরের বেগ কমাইয়া সত্যেশ সেন মনে মনে বলিয়া উঠিলেন, "হুঁ, তা কিছু আশ্চর্য নয়। আজ যেখানে আমায় নিয়ে গিয়ে বন্দী করেছিল সে বাড়িটা ত অন্তত ওদের আড্ডা আর মনে হয় ওটা ও সহরের একটা ভুতের অপবাদ বিশিষ্ট বাড়ি—কাজেই এ সহরের অতি কাছে এই ভুতুড়ে জলাশয়ের তীরের ভানু সিঙের ভুতুড়ে ভাঙা বাড়িটা এ সহরেও এদের আড্ডা হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়।"

আর একবার তিনি সে দিকে চাহিলেন; তাঁহার সন্দেহ প্রবল হইয়া উঠিল — রাস্তা ছাড়িয়া মাঠের উপর দিয়া মোটর ঘুরাইয়া তিনি ওই জলাশয়ের দিকে চলিলেন।

দুই তিনটি ঝোপের পাশ দিয়া মোটর ঘুরাইয়া জলাশয়ের কাছে আসিয়া তিনি দেখিলেন, বড় একটি ঝোপের পাশে একখানি মোটর কার দাঁড়াইয়া আছে। তাহাতে একটিও আরোহী নাই।

তাহার কাছে আসিয়া তাঁহার মোটর থামাইয়া নামিয়া আসিয়া সত্যেশ সেন সেই আরোহী-হীন মোটরের বনেটের উপর হাত দিয়া দেখিলেন, বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, বনেট এখনও বেশ গরম — অর্থাৎ এ গাড়ি একটু আগে এখানে এসে থেমেচে। আর শুধু তাই? ভুতের ভয়ে রাত্রে যে দিকে লোক চলে না — এ সহরে কে এমন বুকের পাটা রাখে যে সেখানে এসে সেই ভুতুড়ে জলার ধারে মোটর রেখে তা থেকে নেমে এদিক ওদিক ঘুরবে? আমি নিশ্চিত যে ওই হতভাগা শয়তানরা এই মোটর নিয়েই এসেচে, এখানে ওটা ছেড়ে এদিক ওদিকে কোথায়ও লুকিয়েচে — আর আমার এই কারের হেড্-লাইট্ দেখেই লুকিয়েচে। বেশ, দেখি ওরা কতক্ষণ লুকিয়ে বাঁচে!"

টর্চ ঘুরাইয়া সত্যেশ সেন চারিদিক দেখিলেন — কোথায়ও জন-মানবের চিহ্ন অবধি নাই।

তাহারপর সেই বিরাট জলার উপর টর্চের আলো ঘুরাইয়া ফেলিতেই চোখে পড়িল, পাঁচজন লোক সাঁতার দিয়া জলার

অপর প্রান্তের জলে আধ-ডোবা অতি পুরাতন ভানু সিঙের ভাঙা বাড়ির বেশ কাছে পৌঁছিয়া গিয়াছে।

তখনই সত্যেশ সেন সেই বিরাট জলাশয়ের পূর্বদিকের তীর দিয়া ছুটিলেন—লোক কয়টিকে হাঁকিয়া কহিলেন, "ফিরে এস! আমার হাত থেকে বাঁচবে না আজ—বৃথা চেষ্টা আর! ফিরে এস।"

সাঁতরাইয়া জলে আধ-ডোবা একটি দেয়ালের অতি কাছে এক ব্যক্তি পৌঁছিয়া গিয়াছিল—সে টুক্ করিয়া ডুব মারিল। তাহার একটু পরেই একে একে বাকি চারজন ঠিক সেইখানে পৌঁছিয়া ডুব মারিল—তাহারপর কেহই আর উঠিল না।

এই সুবিরাট জলার এবং ইহার অর্দ্ধ-নিমজ্জিত এ ভগ্ন অট্টালিকার বিষয়ে নানা অদ্ভুত ও ভীতিপ্রদ কাহিনী সারা সহরে সজোরে চলিত—রাত্রের আঁধারে ওই সর্বনেশে ভাঙা বাড়ির সামনে জলের উপর তা-থৈ তা-থৈ প্রেতের তাণ্ডব নাচ দেখিয়া কেহ কেহ নাকি হার্ট ফেল্ হইয়া মরিয়াছে—কেহ কেহ দৌড়িয়া পালাইতে গিয়া ভয়ে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে—সহরের একমাত্র সাহসী মানুষ পালোয়ান বেণী মাধো তামুলীই শুধু গর্ব করিয়া আজও বলে যে সেই শুধু ওই ভুতের নৃত্য দেখিতেই দৌড়িয়া পালাইতে পারিয়াছে এবং জ্ঞান হারায় নাই। —সন্ধ্যার পর কেহই আর এ দিক মাড়ায় না।

সত্যই যেন সত্যেশ সেনের চোখের সামনে একটা ভুতুড়ে ব্যাপারই ঘটিল—লোক কয়টি ডুব দিবার পর দুই তিন মিনিট

অবধি সত্যেশ সেন তাঁহার হাতের উজ্জ্বল আলোকে দেখিলেন, যে তাহারা আর উঠিল না—মাথা নাড়িয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না, অসম্ভব! অতক্ষণ ডুব দিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকা মানুষের পক্ষে অসম্ভব!"

তৎপরে হাসিয়া সত্যেশ সেন নিজের মনে বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু আমিও ত একদিন পঁচিশ মিনিট জলে ডুব দিয়ে থেকে অমন ম্যাজিক গোহনপুরে দেখিয়ে শত্রু-পক্ষের বিরুদ্ধে বাজী-মাৎ করেছিলুম। কিন্তু অবশ্য আমার সে পদ্ধতি এই হতভাগা দলের অজ্ঞাত।* তাইত, এদের পদ্ধতিটা কি?—যাই হ'ক না তা—বুঝতে পারা সাধারণ লোকের অসম্ভব—লোকে যা দেখেচে তা ঠিকই দেখেচে যে, কখনও কখনও গোটা কয়েক কাল মাথা এই জলাশয়ে সাঁতার দিয়ে বেড়ায় তারপর মাথা ক'টা জলে মিশিয়ে যায়!"

তাহারপর একটু ভাবিতেই সত্যেশ সেন হাসিয়া ফেলিলেন।

ঠিক পর-মুহূর্তে সহসা উত্থিত এক নিষ্ঠুর অট্টহাস্যে যেন

---

* বুদ্ধির দানব সত্যেশ সেন কি ভাবে কোন কৌশল অবলম্বন করিয়া সত্য সত্যই অসাধ্য সাধন করিয়া গোহনপুরের সুবিখ্যাত তিন কোটি টাকারও অধিক মূল্যের রত্নহার চুরি ও নৃশংস নর-হত্যার অদ্ভুত রহস্যের যবনিকা তুলিয়া ধরিয়া দুঃসাহসী রূপের ডালি রাণী রত্নাবতীর নারী সম্মানও রক্ষা করিয়া কতবড় অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন তাহা 'অভিশপ্ত হার' নামক গ্রন্থে প্রকাশ করা হইয়াছে।

সেই নির্জন জলা শিহরিয়া উঠিল—শব্দটায় বুকের ভিতরটা অবধি কাঁপিয়া ওঠা যেন অতি স্বাভাবিক।

তাহার অব্যবহিত পরে সেই জলে নিমজ্জিত বিরাট বাড়ির সেই ভগ্ন দেয়ালের কাছে জল হইতে মাথা তুলিয়া ঠেলিয়া উঠিল এক নর-কঙ্কাল—কড় কড় করিয়া হাড়ে হাড়ে ঠোকা-ঠুকির শব্দ উঠিল—জল হইতে উত্থিত সে নর-কঙ্কাল সড় সড় করিয়া জলের উপর পাঁচ ছয় হাত অগ্রসর হইয়া আসিয়া তা-থৈ তা-থৈ ভয়াবহ নৃত্য নাচিতে লাগিল—তাহার সঙ্গে উঠিল আবার সেই সুউচ্চ হাসির ভয়াবহ শব্দ—প্রতিধ্বনি যেন হুঙ্কার দিয়া সে হাসিতে চারিদিক শিহরিয়া তুলিল।

সত্যেশ সেনের মত সাহসী পুরুষও হাতের টর্চ নিভাইয়া বিরাট আতঙ্কের আঁ আঁ শব্দ করিয়া জলাশয়ের তীর দিয়া দূরে রক্ষিত মোটর কারের দিকে ছুটিলেন।

ভাঙা বাড়ির মধ্যে লুকাইয়া উঁকি দিবার গুপ্ত ফাটলের মধ্য দিয়া সত্যেশ সেনের বিরোধী শয়তানদের একজন দেখিল—হতভাগা গোয়েন্দা দারুণ ভয় পাইয়া দৌড়াইয়া পালাইতেও পারিল না—মোটর কার অবধি যাইবার ক্ষমতাও তাহার রহিল না; হতভাগা গোয়েন্দা দৌড়াইতে দৌড়াইতে পড়িয়া গেল—আবার উঠিয়া আঁ আঁ শব্দে কিয়ৎদূর দৌড়িয়া আবার পড়িল—আর একবার উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না—গোয়েন্দার আঁ আঁ শব্দও থামিল—নিস্তেজ ভাবে ছোট ছোট ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া খানিকক্ষণ সে একটু নড়িল;

তাহারপর নিস্তেজ ভাবে সে পড়িয়া রহিল—তাহার পিছনের বিরাট জঙ্গলের অন্ধকার অংশের সামনে গোয়েন্দার শুভ্র পরিধেয় অতি মৃদু মেঘে ঢাকা চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল।

ভাঙা বাড়ির মধ্যের সে লোকটি কহিল, "এখনই এই অজ্ঞান অবস্থায় ওই হতভাগা গোয়েন্দার গলাটা দু'ফাঁক করে ফেলতে হবে।"

আর একজন কহিল, "টেনে নে ওই নর-কঙ্কালের লিভার-শুদ্ধ ফ্রেমটা।"

তখনই তাহা টানিয়া লওয়া হইল।

একজন সেই ভাঙা বাড়ির মধ্যের এক গুপ্ত সুড়ঙ্গ-পথে ঢুকিতে যাইতেছিল, কিন্তু আর একজন কহিল, "সুড়ঙ্গ-পথে গেলে অত দূরের ঝোপের মধ্যে বেরিয়ে তারপর গোয়েন্দার ওখান অবধি যতক্ষণে আসব আমরা, ততক্ষণে হয়ত হতভাগার জ্ঞান হবে আর ছুটে গিয়ে মোটরে উঠে পালাবে—তার চেয়ে সাঁতার দিয়ে এইটুকু পথ ঢের আগে আমরা পৌঁছে যাব—আয়।"

জলে অর্দ্ধ-নিমজ্জিত সেই দেয়ালের ভিতরের দিকের জলে লোক পাঁচটি তখনই লাফাইয়া পড়িল। সাঁতার দিয়া তাহারা দেয়ালের কাছে আসিয়া এক নির্দিষ্ট স্থানে ডুব দিয়া জলে পূর্ণ-নিমজ্জিত এক খিলান করা গেটের মধ্য দিয়া বাহিরের মুক্ত জলার জলে ভাসিয়া উঠিল।

তাহারপর অতি জোরে সাঁতার দিয়া তাহারা তীরের দিকে সেই ঝোপ লক্ষ্য করিয়া চলিল।

সত্যেশ সেনের মৃত্যু-লোলুপ পাঁচ-পাঁচটি শয়তান অতি নিষ্ঠুর দৃঢ়তার সহিত ক্রমে তাঁহার দিকে অতি দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল।

সত্যেশ সেন অনুরুধ্ সিঙের চাবি চাহিয়া তাঁহার মোটর লইয়া চলিয়া যাওয়ার পরই অনুরুধ্ সিং বলবীর সিঙের মৃতদেহ সেখান হইতে সত্যেশ সেনের মাসীমার বাড়ি লইয়া গেলেন —মাসীমার বৈঠকখানায় তাহা তখনকার মত রাখা হইল এবং তাহারই কাছে দাড়িওয়ালা অজ্ঞান পাঞ্জাবীটাকে শোয়াইয়া দেওয়া হইল।

দাস্থদের স্থবিখ্যাত দলের অতগুলি লোকের বিরুদ্ধে সত্যেশ সেনের একা মোটর লইয়া যাওয়া যে ভাল হয় নাই, যে কোনো মুহূর্তে যে তিনি অতি বিপন্ন হইয়া পড়িতে পারেন এমনি একটা চিন্তায় অনুরুধ্ সিং বড়ই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন।

একটু পরে তিনি কর্তব্য স্থির করিয়া তাঁহার সহিত আগত কনেস্টবল্‌কে হুকুম দিলেন, "তুমি এখুনি ছুটে গিয়ে ওই মোড়ের মাথার কোনো দোকান থেকে কোতোয়ালিতে ফোন ক'রে বল যে এখনি এখানে সমস্ত পুলিস ভ্যান্ যথেষ্ট বন্দুকধারী পুলিস নিয়ে আসা চাই—আমার হুকুম!"

কনেস্টবল্ তখনই তাঁহার আদেশ পালন করিতে ছুটিল।

অনুরুধ্ সিং ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পাইচারি করিতে

করিতে বলিয়া উঠিলেন, "মিস্‌টার সেন একা ওই শয়তানদের পিছু নিয়ে ভাল কাজ করেননি। পুলিস ভ্যান্ এলেই আমি এখনই অন্তত দুখানা ভ্যান্ এদিকে পাঠাব—আগে গিয়ে রাস্তা যেখানে দুদিকে ভাগ হয়ে গিয়েচে সেখানে গিয়ে দুই রাস্তায় দু'খানা ভ্যান্ যাক। মিস্‌টার সেন যে রাস্তায় যান না, এক-খানা ভ্যান্ অন্তত তাঁর কাছে পৌঁছে যাবে!"

মাসীমা মলিন মুখে বসিয়াছিলেন, কতকটা কাঁদ কাঁদ ভাবেই বলিয়া উঠিলেন, "ধন্যবাদ মিস্‌টার সিং! সত্যেশ বড় জেদী—ও যেন পাগল হয়ে ওঠে শয়তানদের গ্রেপ্‌তার করবার সময়। কি যে হবে আজ বুঝচি না। ভালয় ভালয় ও কোলকাতায় দিদির কাছে ফিরে যাক, আমি মা কালীর পূজো দেব পাঁঠা বলি দিয়ে!"

মিসেস্ অনুরুধ্ সিং বলিয়া উঠিলেন, "ভয় পাবেন না! সত্যেশ ভেইয়া শয়তানের গুলিতে মরতে পারে না—দুর্দান্ত শয়তান সংঘের শয়তানরা যাকে একা পাতালপুরীর ঘরে পিস্‌-তল্ নিয়ে ঘিরে মারতে পারেনি, তাকে মারা খেলার কথা নয়। ভগবান আমার সেন ভেইয়াকে সব বিপদ থেকে আজ অবধি বাঁচিয়েচেন, বাঁচাবেন!"

ঠিক এই সময়ে অনুরুধ্ সিঙের মোটরের আওয়াজের মতই একখানি মোটরের আওয়াজ শুনিয়া অনুরুধ্ সিং বলিয়া উঠিলেন, "যাক, ফিরে আসচেন মিস্‌টার সেন—গুড্!"

সত্যই একখানি মোটর আসিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইল—কিন্তু

এ কি ! এ ত তাঁহার মোটর নয়।

মোটর দাঁড়াইতেই মোটরের একজন আরোহী ঘরের মধ্যে কি কতকগুলি চালিয়া ফেলিয়া দিল—সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে সেগুলি ফাটিয়া গেল।

ব্যাপার কি বুঝিতে অনুরুধ্ সিঙের কাল বিলম্ব হইল না—বুঝিলেন ইহা দাহুদের কোন খণ্ড দলের আক্রমণ। পকেটে হাত দিয়া তিনি পিস্তল্ টানিয়া বাহির করিলেন।

কিন্তু এক অতি দুঃসহ গ্যাসে কক্ষ এবং ঘরের বাহিরে কিছুদূর ভরিয়া উঠিল—হাঁচিয়া কাশিয়া ঘরশুদ্ধ সকলে বিব্রত হইয়া উঠিল—চোখ চাহিয়া দেখাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। অনুরুধ্ সিঙের বুক ধুক্ ধুক্ করিয়া উঠিল—চোখ চাহিয়া দেখিতে না পারিলে যে কিছুই করা সম্ভব নয় বুঝিলেন।

মোটর হইতে মুখোশ পরিহিত চারজন লোক লাফাইয়া পড়িয়া ঘরে ঢুকিল। দাড়ি ওয়ালা হাত পা বাঁধা অজ্ঞান পাঞ্জাবীটাকে এবং বলবীর সিঙের মৃতদেহ তখনই তুলিয়া লইয়া তাহারা মোটরে আনিল—তখনই মোটর চলিয়া গেল।

এ পরাজয়ে অনুরুধ্ সিং জ্বলিয়া উঠিলেন—কিন্তু কিছুই করা তখন সম্ভব হইল না।

অনেকক্ষণ তিনি কি ভাবিলেন, তাহারপর বলিয়া উঠিলেন, "এই সময়ে ইচ্ছা করলে দাহুদের এ দল আমাদের কাউকে না কাউকে খুন করে ফেলতে পারত; কিন্তু তা যখন করেনি, শুধু মিস্টার সেনের জীবন নেওয়ার চেষ্টা করতে এসেছিল দাহুদ,

তখন মনে হয় দাহুদের এমন কোনো রহস্য তিনি ভেদ করে ফেলেচেন যে দাহুদ মনে করে যে তিনি বেঁচে থাকলে দাহুদ ও তার দল ধরা পড়ল বলে—তাই তাঁকে খুন করবার একান্ত দরকার মনে করচে দাহুদ !”

তাহারপর একটু থামিয়া মাসীমার প্রতি কহিলেন, “আপনি মোটে ভয় পাবেন না—আমি বলচি দাহুদ ও তার দল ধরে মিস্টার সেন আজ বুক ফুলিয়ে ফিরবেন। মিস্টার সেনকে দাহুদের ছুরি বা পিস্তলের বুলেট্ কিছুই করতে পারবে না। —ওই দেড়েটা যদি দাহুদ হয় ও আবার ধরা পড়ল বলে।”

এদিকে ভানু সিঙের ভুতুড়ে জলাশয়ের তীরে অতি অল্প-ক্ষণেই পাঁচ-পাঁচটি শয়তান সত্যেশ সেনের প্রাণ লইতে আসিয়া উঠিল।

তাহাদের একজন কহিল, "কিন্তু খুব সাবধান—এ বেটা গোয়েন্দা যে শয়তানের ধাড়ী তায় সন্দেহ নেই। এমন ত নয় যে অজ্ঞান হয়ে যায়নি—ভান করে অজ্ঞানের মত পড়ে আছে?"

তাহাদের মধ্যের গণ্য-মান্য শয়তানটি বলিয়া উঠিল, "তুই রাখ! ঐ নর-কঙ্কালের নাচ আর ভুতের হাসি হজম করতে পারে এমন মানুষ নেই দুনিয়ায়!"

তাহারপর কি একটু ভাবিয়া সে বলিল, "কিন্তু তবুও সাবধানের মার নেই! তোরা চারদিক থেকে গোল হয়ে ঘিরে ছুরি নিয়ে যা—চারটি মাত্র টোটা আছে আর আমার কাছে, দরকার না হ'লে তা খরচ করা উচিত নয়—তোরা ছুরি নিয়ে চারদিক থেকে ওর উপর লাফিয়ে পড়বার আগে বেটা নড়লে এক বুলেটে হতভাগাকে শেষ করব।"

এই বলিয়া সে তাহার কোমরের ওয়াটার-প্রুফ্ থলি হইতে

পিস্‌তল্‌ বাহির করিল, তাহারপর বলিয়া উঠিল, "যা ঘিরে ফেল হতভাগাকে। জ্ঞান হবার আগেই বেটার গলাটা পুঁচিয়ে দেওয়া চাই!"

চার-চারটি লোক চারখানি ছুরি লইয়া চারিদিক হইতে গোয়েন্দার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল—আর পিস্‌তল্‌-ধারী এ শয়তান সেই আধ-ছায়া আধ-অন্ধকার স্থানে পতিত সেই গোয়েন্দার প্রতি লক্ষ্য করিয়া পিস্‌তলের ঘোড়ায় আঙুল দিয়া রহিল—অর্থাৎ চার-চারখানি ছুরি ও একটি পিস্‌তল্‌ সংজ্ঞাহত গোয়েন্দাকে যমালয়ে পাঠাইতে প্রস্তুত হইল—মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধানই যেন এখন জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে অবস্থিত।

ছুরি-ধারী লোক কয়টি অতি কাছে যাইতেই একজন কি দেখিয়া চমকিয়া বলিয়া উঠিল, "এঁঃ, এ কি?"

সহসা সেখান হইতে প্রায় বিশ হাত দূরের ঝোপের অন্ধকারের মধ্য হইতে সত্যেশ সেনের পিস্‌তল্‌ গর্জিয়া উঠিল— —সঙ্গে সঙ্গে পিস্‌তল্‌-ধারী শয়তানটির হাত জখম হইয়া পিস্‌তল্‌ পড়িয়া গেল।

অন্ধকারের মধ্য হইতে বুদ্ধির দানব সত্যেশ সেনের বিজয়-গর্বের হো হো হাসির শব্দও তখনই শ্রুত হইল।

"ছুরি ফেল সব—হাত তুলে দাঁড়াও! গোয়েন্দা সত্যেশ সেনকে চিনতে পেরেচ? সত্যেশ সেন মোটরে করে পিছু নিয়েচে বুঝে তোমরা এসে তাকে ভূতের ভয় দেখাতে জলে

নরমুণ্ড ভেসে বেড়ান দেখাতে শুধুই সাঁতার দিয়ে হয়রান হলে —ভয় তাকে দেখাতে পারলে না। তোমাদের নর-কঙ্কালের নাচটা তার কাছে পুতুল নাচের চেয়ে কিছুই বেশী আধিপত্য রাখে না। তোমরা যে চিরদিন দেখেচ তোমাদের ওই ভুতের ভয়ে লোক আঁ আঁ শব্দে দৌড়ে পালায়—কেউ হার্ট ফেল করে মরে—কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। যা দেখতে তোমরা অভ্যস্ত তাই দেখিয়ে তোমাদের মত মাছ গুলোকে ধরবার টোপ ফেলে সত্যেশ সেন তোমাদের এখানে টেনে এনেচে” বলিতে বলিতে সত্যেশ সেন পিস্তল্ হস্তে আলোকে বাহির হইয়া আসিলেন।

তৎপরে ধমক দিয়া তিনি বলিলেন, “চল, একত্রিত হও! সত্যেশ সেন যে তার গা থেকে পাঞ্জাবীটা খুলে অত তাড়াতাড়ি অমন করে আধ অন্ধকার আগাছার উপর বিছিয়ে দিয়ে তোমাদের ধরবার ফাঁদ পাতবে দূরে অন্ধকারে পিস্তল্ নিয়ে লুকিয়ে বসে, সে তোমাদের ধারণার অতীত।”

বাধ্য হইয়া ছুরি ফেলিয়া তাহারা একস্থানে একত্রিত হইয়া দাঁড়াইল—একজন দৌড়িয়া জলার দিকে যাইতেছিল—সহসা সত্যেশ সেনের পিস্তল্ গর্জিয়া উঠিল, উরুতে বুলেট্ বিদ্ধ হইয়া চিৎকার করিয়া সে মাটিতে পড়িয়া গেল।

সত্যেশ সেন গর্জিয়া উঠিলেন, “হয়েচে? পালিয়েচ?— তোমরা নিজেদের যতবড় শয়তান বলে মনে কর না, গোয়েন্দা সত্যেশ সেন যে তার চেয়েও ঢের বড় শয়তান তার প্রমাণ সে

অনেকবার অনেক স্থানে দিয়েচে।—এবার পালাতে কেউ চেষ্টা করলে তাকে প্রাণে মারতেও পিছুবে না সত্যেশ সেন! —তোমরা তোমাদের ভিজে ধুতি আর পাজামা ওখানে খুলে ফেল, তারপর ওদিকে সবাই সরে দাঁড়াও।—নইলে সব কটাকে জখম করে তারপর একে একে বেঁধে ফেলব!—খুলে ফেল সব, তারপর একজন ওই ভিজে ধুতি দিয়ে আর পাজামা দিয়ে চারজনের হাত পা বাঁধ—ক'ষে বাঁধা চাই, নইলে চোরের মার খাবে।"

মনে মনে মর্ম্মান্তিক গালি দিতে দিতে বাধ্য হইয়া তাহারা আদেশ পালন করিল।—শেষ লোকটিকে সত্যেশ সেন নিজে বাঁধিলেন তাহারপর সকলের বাঁধন পরীক্ষা করিয়া একজনের বাঁধন আরও কষিয়া বাঁধিয়া নিজের পাঞ্জাবীটা তুলিয়া গায় দিয়া দস্যুদের পিস্তল্ ও ছুরি কয়খানি কুড়াইয়া লইলেন।

তৎপরে ছুটিয়া যাইয়া অনুরুধ্ সিঙের মোটর আনিয়া বন্দীদের তুলিয়া তুলিয়া অতি নিঃসহায় ভাবে বস্তার মত মোটরে ফেলিয়া লইয়া মোটর চালাইয়া মাসীমার বাড়ি অর্থাৎ অনুরুধ্ সিঙের কাছে চলিলেন।

বন্দী পাঁচটিকে লইয়া সত্যেশ সেন যখন তাঁহার মাসীমার বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলেন, দেখিলেন, বাড়ির সামনে কয়েকখানি পুলিস ভ্যান্ ও বহু অস্ত্রধারী পুলিস দাঁড়াইয়া আছে।

তিনি মোটর হইতে নামিতেই অনুরুধ্ সিং আসিয়া যেন এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গেলেন যে কি ভাবে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বন্দী সেই দাড়ি-ওয়ালা লোকটিকে ও কানা বল্‌বীর সিঙের মৃতদেহ লইয়া দাহুদের কয়েকজন লোক পালাইয়াছে।

তৎপরে কেমন যেন অনুতপ্ত ভাবেই অনুরুধ্ সিং বলিয়া উঠিলেন, "আমার খুব সাবধান থাকা উচিত ছিল—ভাবা উচিত ছিল, দাহুদের দলের আরও লোক কাছাকাছি ওৎ পেতে থাকা স্বাভাবিক। এইবার কি হবে মিস্‌টার সেন—কি করা এখন ...."

সত্যেশ সেন গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "চিন্তিত হবেন না মিস্‌টার সিং! আমি মনে করি দাহুদের দল সহর ছেড়ে যায়নি, আর আমায় ফাঁকি দিয়ে পালান তাদের পক্ষে অসম্ভব! এখনই এই বন্দী পাঁচটাকে একখানা পুলিস ভ্যানে ভরে কোতোয়ালিতে পাঠান। তারপর যা করবার তা করচি।"

অনুরুধ্ সিং প্রশ্ন করিলেন, "এদের কোথায় ধরলেন মিস্টার সেন ?"

"সে অনেক কথা—পরে শুনবেন। এদের এখনই পাঠিয়ে দিন কোতোয়ালিতে। তারপর এই সমস্ত পুলিস ভ্যান্ পাঠিয়ে এই বন্দুক-ধারী পুলিসদের দিয়ে এখনই ভানু সিঙের ভুতুড়ে জলাশয়ের ধারের ভুতুড়ে পোড়ো বাড়িটা আর আসে-পাশের সমস্ত ঝোপ জঙ্গল ঘিরিয়ে ফেলুন। তা ছাড়া এক-খানা পুলিস ভ্যান্ নিয়ে শীগ্গির্ চলুন দৌলত রাম সাক্সেনার বাড়ি।"

"বলেন কি মিস্টার সেন! আপনি মনে করেন যে হত-ভাগারা দৌলত রামকে খুন করতে গিয়ে থাকবে? আপনি ভাবচেন, যে পুলিস কনেস্টবল্গুলো দৌলত রামের ওখানে পাহারা দিচ্চে তারা যথেষ্ট নয়? মনে করচেন, মরিয়া হয়ে শয়তানগুলো এখন দৌলত রামকে আক্রমণ........"

"কিছুই আশ্চর্য নয় মিস্টার সিং!—যা বললুম এখনই করুন।"

"কিন্তু ওই ভানু সিঙের ভুতুড়ে জলাশয়ের ধারের বাড়ি আর ঝোপগুলো ঘিরে কি হবে?"

কেমন বিরক্ত ভাবে সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, "মিস্টার সিং, যদি শয়তান দাহুদ আর তার দলকে ধরতে চান, যা বলচি করে চলুন। ভানু সিঙের ভাঙা বাড়িটা ভুতের আড্ডা নয়—ওটা শয়তানের আড্ডা! তাদের নর-কঙ্কালের পুতুল নাচ

আপনাদের এ পুরো সহরকে ভয়ে কাঁপিয়ে দিলেও সত্যেশ সেনকে পারেনি কাঁপাতে!—আমি নিশ্চিত ওই ভাঙা বাড়ির মধ্যেই এদের একটা দস্তুর মত আড্ডা বর্তমান।—ওখান থেকে কোন সুড়ঙ্গও আছে কোনো ঝোপের মাঝে।"

"আশ্চর্য!"

"হুকুম দিন মিস্‌টার সিং! আর এক মিনিটও দেরি নয়।

তখনই সত্যেশ সেনের হুকুম মতই কার্য হইল—কয়েকখানি পুলিস-ভ্যান্ ভানু সিঙের ভুতুড়ে জলাশয়ের দিকে চলিল। দৌলত রামকে শয়তান দাস্তুদের হাত হইতে বাঁচাইতে অনুরুধ্ সিং তখনই কার লইয়া সত্যেশ সেনের সহিত একখানি পুলিস ভ্যানের আগে আগে দৌলত রাম সাক্‌সেনার বাড়ি চলিলেন। মাসীমার বাড়ি পাহারা দিতে ছয়জন বন্দুকধারী পুলিস লইয়া একজন সাব্‌ইন্‌স্‌পেক্‌টর রহিলেন।

* * *

অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা দৌলত রাম সাক্‌সেনার বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলেন। সত্যেশ সেন কার হইতে নামিয়াই স্বয়ং পুলিসদের হুকুম দিলেন, "সারা বাড়ি ভাল ভাবে ঘিরে থাক। কেউ এ বাড়িতে ঢুকতে বা এ বাড়ি থেকে বেরুতে পাবে না—খুব সাবধান!" অনুরুধ্ সিংকে কহিলেন, "আসুন!"

তৎপরে সোজা যাইয়া দৌলত রামের বাড়ির রুদ্ধ দ্বারে দাঁড়াইলেন এবং দ্বার খুলিতে বলিলেন।

মুক্ত দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াই এক ভয়ার্ত ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দৌলত রাম আছেন বাড়িতে?"

ভৃত্য কহিল, "আছেন।"

"তিনি আজ বেরুননি?"

"না—একদম না! কেউ বাড়ি থেকে আজ বেরুইনি।"

"দৌলত রাম কোথায়?"

জামার বোতাম আঁটিতে আঁটিতে দৌলত রামের ভাগিনেয় আসিয়া কহিল, "নমস্কার! তিনি তাঁর নিজের ঘরে। সারাদিন দোর-জানালা বন্ধ করে গীতা পড়চেন।"

"একটু আগে কোনো মোটর এ বাড়ি আসেনি—বা কেউ এ বাড়ি ঢুকতে চেষ্টা করেনি?"

"আজ্ঞে না।"

"কোথায় দৌলতরামের ঘর—চলুন, ডাকুন তাঁকে।"

ছোকরা সঙ্গে চলিল, কিন্তু দৌলত রামের ঘরের দ্বারে আসিয়া ডাকিয়াও কোনো উত্তর পাইল না।

সত্যেশ সেন প্রশ্ন করিলেন, "ইনি কখন থেকে ঘরের দোর জানলা বন্ধ করে আছেন?"

ছোকরা উত্তর দিল, "সে ত সেই সকাল থেকে—অর্থাৎ মিস্টার সিঙের ওখান থেকে ফিরে এসে অবধি। আজ সারাদিন উপবাসে থেকে............"

সত্যেশ সেন দ্বারে সজোরে আঘাত করিতে করিতে ডাকিলেন, "মিস্‌টার সাক্‌সেনা!—মিস্‌টার সাক্‌সেনা!"

কিন্তু অত আঘাতে, অমন চিৎকারেও কোনো উত্তর আসিল না।

অনুরুধ্‌ সিং সত্যেশ সেনের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ব্যাপার কি? তার মানে সত্যিই তাঁর উপর কোনো বিপদ........"

সত্যেশ সেন গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "দরজা থেকে কনেস্‌টবল্‌ ডেকে নিন কয়েকজন—ভেঙে ফেলুন দরজা মিস্‌টার সিং........"

"মানে দৌলত রাম জীবিত নেই? এই বন্ধ ঘরে........"

"—তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গেলেও আমি আশ্চর্য হব না মিস্‌টার সিং!"

দৌলত রামের ভাগিনেয় কাঁদিয়া ফেলিল। অনুরুধ্‌ সিঙের হুকুমে কয়েকজন কনেস্‌টবল্‌ একখানি ভারী বেন্‌চ্‌ তুলিয়া সমবেত শক্তিতে বেন্‌চের প্রান্ত দিয়া দ্বারের উপর আঘাত করিল—প্রথম আঘাতেই দ্বার মড় মড় করিয়া উঠিল, আবার পিছাইয়া সজোরে দলশুদ্ধ বেন্‌চ্‌ লইয়া ছুটিয়া আসিয়া দ্বিতীয় আঘাত করিতেই দ্বার সশব্দে ভাঙিয়া পড়িল।

কিন্তু কোথায় দৌলত রাম?—সে কক্ষ এবং পাশের বাথ্‌-রুমে কোথায়ও কেহ নাই।

অনুরুধ্‌ সিং বলিলেন, "কি ব্যাপার মিস্‌টার সেন? তবে

কি তিনি এ ঘরে ঢোকেন নি?" তাহারপর নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিয়া ফেলিলেন, "কিন্তু তিনি না ঢুকুন—কেউ ত ঢুকেচে ঘরে, নইলে সব দরজা জানলা ভিতর থেকে বন্ধ করল কে?"

তাহারপর মাথা চুলকাইয়া অনুরুধ্ সিং বলিয়া উঠিলেন, "তাই ত, ঘরের মধ্যে থেকে মানুষটার হল কি?"

নীরবে গম্ভীর মুখে সারা ঘর ও বাথ্রুম ঘুরিয়া সত্যেশ সেন সমস্ত দোর জানালা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইলেন; তাহারপর দৌলত রামের ভাগিনেয়র প্রতি প্রশ্ন করিলেন, "দৌলত রাম এ বাড়ি নিজে তৈরি করিয়েচেন, কিম্বা তৈরি বাড়ি কিনেচেন? বাড়িটা ত নতুনই!"

দৌলত রামের প্রৌঢ়া ভগিনী আসিয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি শুষ্ক মুখে উত্তর দিলেন, "গিয়ান সিং কন্ট্রাক্টর এ বাড়ি নিজের জন্যে তৈরি করেছিল—তার সয়নি এ বাড়ি, দৌলতকে কত বারণ করেছিলুম কিন না এ অলক্ষুণে বাড়ি; কিন্তু শুনল না!—এঁঃ! কি হ'ল দৌলতের!" তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

ঘরের দেয়ালে এক সেফের দরজার প্রতি চাহিয়া সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, "এত বড় সেফ্!—ঠিক বড় বড় ব্যাংকের সেফের মতই—রি-ইন্ফোর্সড্ একটা ছোটখাট ঘর বললেই চলে—সামনে প্রকাণ্ড লোহার দোর।"

অনুরুধ্ সিং বলিলেন, "হুঁ, ওদিকের অর্দ্ধেকটা ঘর নিয়ে

বাথ্-রুম হয়েচে—বাকি অর্দ্ধেকটা ত দেখচি সেফ্। আপনি মনে করেন যে দৌলত রামকে কেউ কিছু একটা করে ওই সেফের মধ্যে তাঁকে........" তাহারপর নিজেই পুনরায় বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু তা হ'লে দৌলত রামের দেহ যে লোকটি ওর মধ্যে বন্ধ করেচে সে লোকটি নিজে এ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কি করে? ঘরের সমস্ত দরজা জানলা যখন ভিতর থেকে বন্ধ........"

তৎপরে নিজের কথা অসমাপ্ত রাখিয়া অনুরুধ্ সিং দৌলত রামের ভগিনীকে কহিলেন, "কাঁদবেন না। দৌলত রামকে আমরা যে মৃতই পাব তাও ত বলা যায় না বহিনজী! এই সেফের চাবি কোথায় রাখেন দৌলত রাম?"

সত্যেশ সেন বলিলেন, "চাবি?—চাবি ওর নিশ্চয় খোলা রয়েচে—ওর মধ্যে মানুষ যদি ঢুকেই বসে থাকে, আর ঢুকেচে এ নিশ্চিত, নইলে এই ভিতর থেকে বন্ধ ঘরের মধ্যে সে অবশ্য থাকত........"

অনুরুধ্ সিং কহিলেন, "হুঁ, ঠিক কথা! এই জনশূণ্য ঘরের ভিতর থেকে ও সেফ্ চাবি বন্ধ হতে পারে কি করে...."

পকেট হইতে পিস্তল্ বাহির করিয়া তাহা কার্যোপযুক্ত করিয়া সত্যেশ সেন তাহা দৃঢ় হস্তে ধরিয়া বাম হস্ত দ্বারা সেই সেফের হ্যান্ডেল্ ধরিয়া ধীরে একটু টানিলেন—সেফের লোহার দরজা একটুখানি খুলিয়া গেল।

অনুরুধ্ সিং সে কক্ষে উপস্থিত কনেস্টবল্‌দের জিজ্ঞাসা

করিলেন, "তোমরা কেউ চেন গিয়ান সিং কনট্রাক্টরকে? কেমন লোক সে?"

এক প্রৌঢ় কনেস্টবল্ যেন কাঠের পুতুলের মতই বুক উঁচু করিয়া খাড়া হইয়া উত্তর দিল, "লোক সে ভাল ছিল না হুজুর! আর বছর তার কোনো শত্রু তাকে গুলি করে মেরে ফেলেচে—কে খুন করেচে তার কোনো সন্ধান হয়নি।"

অমুরুধ্ সিং কহিলেন, "বুঝলেন মিস্টার সেন—গিয়ান সিং ছিল দাহুদের কেউ—দৌলত রাম একজন সম্মানিত ভদ্রলোক তিনি গাধার মতই এমন একটা বাড়ি কিনেচেন যার নীচে সুড়ঙ্গ আর গুপ্ত কক্ষও আছে—আর সেই সুড়ঙ্গের অন্য একটা মুখ অন্য কোথায়ও আছে, যা দিয়ে ঢুকে এই বাড়ির নীচের সে সব গোপন-ঘরে আসা যায়। দৌলত রাম সাক্সেনার মত সম্মানিত লোকের হাতে বাড়িটা বেচতে পারলে কেউ আর সন্দেহ করবে না যে এ বাড়ির নীচে দাহুদের গোপন-ঘর বর্তমান—দৌলত রাম অবশ্য জানেন না যে তাঁর বাড়ির নীচেই শয়তান দাহুদের গোপন-আড্ডা।—আমি নিশ্চিত ওই সেফের ভিতর দিয়েও এ ঘরে আসবার রাস্তা আছে—দৌলত রাম সেটা জানতেন না। দৌলত রাম দাহুদের বিরুদ্ধে আজ পুরস্কার ঘোষণা করায় শয়তান দাহুদ জ্বলে উঠে সেই পথে আয়রণ সেফের মধ্যে দিয়ে এসে এই বন্ধ ঘরে ঢুকে দৌলত রামকে আক্রমণ করেচে। পথ না থাকলে ঘরে ঢুকে এসে দৌলত রামকে মৃত বা জীবন্ত নিয়ে গেল কি করে!"

গম্ভীর কণ্ঠে সত্যেশ সেন কহিলেন, "পথ যে আছে এ নিশ্চিত। এইখানে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন মিস্‌টার সিং —ভিতরে ঢুকবেন না। আমি যদি জীবন্ত নাও ফিরি— তবু আপনি যেন আমার কি হ'ল তা দেখতেও ঢুকবেন না। আপনি বিবাহিত—আপনার স্ত্রী এবং ছেলে মেয়ে আছে। পিস্‌তল্ তৈরি রাখুন—তৈরি থাকুন—দু'তিনজন বন্দুক-ধারী কনেস্‌টবল্ কাছে রাখুন। এর মধ্যের সুড়ঙ্গের দরজা খুব সম্ভব সাউন্‌ড্-প্রুফ্, নইলে দরজা ভাঙার শব্দ ভিতর অবধি যেত আর আমাদের উপর এতক্ষণ সেফের ভিতর থেকে অবশ্য আক্রমণ হ'ত। আমি যেখানেই যাই না, যে কটি দরজা দিয়ে যেখানে আমায় যেতে হ'ক না, আমি সমস্ত দরজাই খোলা রেখে যাব—কাজেই আমি ডাকলে আপনি ডাক শুনতে পাবেন।"

সত্যেশ সেন সেফের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার আধ-খোলা রাখিয়া বাঁ হাতে টর্চ বাহির করিয়া জালিলেন। তাহারপর বহু দ্রব্য সমন্বিত সেই রি-ইন্‌ফোর্সড্‌ প্রকোষ্ঠের চারিদিক ভাল ভাবে দেখিয়া এক জায়গায় সন্দেহ হওয়ায় একটি বোতামের মত দ্রব্য টিপিয়া টানিয়া ঠেলিয়া পরীক্ষা করিতে করিতে তাহার পাশের এক রি-ইন্‌ফোর্সড্‌ স্লাব্‌ ঠিক দ্বারের মতই নিঃশব্দে খুলিয়া গেল—প্রায় চার হাত উঁচু ও এক হাত প্রশস্ত এক গুপ্তদ্বার মুক্ত হইয়া পড়িল।

সেই গুপ্ত পথে টর্চের আলো ফেলিয়া তিনি দেখিলেন যে একটি সরু স্পাইরেল্‌ অর্থাৎ ঘোরান সিঁড়ি নীচে নামিয়া গিয়াছে —দুঃসাহসী সত্যেশ সেন সেই সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিলেন এবং পাছে শব্দ হয় এই ভয়ে ধীরে পা টিপিয়াই নামিতে লাগিলেন।

প্রায় কুড়ি বাইশটা সিঁড়ি নামিয়া যাওয়ার পর সামনেই একটি কাঠের দ্বার দেখা গেল। টর্চ নিভাইয়া কান পাতিয়া সেই দোরের সামনে কিয়ৎক্ষণ তিনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—কোনও প্রকার শব্দাদি কানে আসিল না। ঠিক

চোরের ন্যায় নিঃশব্দে দোরের হাতল ধরিয়া তিনি অতি ধীরে টানিলেন—দ্বার একটু খুলিয়া গেল, আবার একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু কোনও প্রকার শব্দাদি কানে আসিল না।

দরজা ঠেলিয়া খুলিয়া আবার তিনি টর্চ জ্বালিলেন, দেখিলেন সরু একটি সুড়ঙ্গ ঢালু হইয়া ক্রমে নিম্ন দিকে নামিয়া গিয়াছে। সাহসে ভর করিয়া পা টিপিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন; তৎপরে সেই ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গের অপর প্রান্তে আসিয়া আবার তেমনি একটি দরজা পাইয়া আলো নিভাইয়া আবার দাঁড়াইলেন।

দরজাটি বন্ধ ছিল, কোনও প্রকার শব্দাদি না পাইয়া অতি ধীরে সেই দরজা অল্প একটু টানিলেন, তাহা সামান্য ফাঁক হইতেই ঘরের মধ্যের ক্ষীণ একটু আলোর রেখা দেখা গেল, এবং ওয়্যারলেস্ টেলিগ্রাফিক্ শব্দ কানে আসিল।

একটু শুনিতেই তিনি বুঝিলেন, কোড্ ওয়ার্ডে অর্থাৎ সাঙ্কেতিক শব্দ দ্বারা টেলিগ্রাম প্রেরণ করা হইতেছে না—সাধারণ ইংরাজি টেলিগ্রাফের শব্দই ব্যবহার করা হইতেছে।

দরজার ফাঁক দিয়া চোরের মতই চাহিয়া সত্যেশ সেন দেখিলেন, দাড়িওয়ালা যে শয়তানটিকে তিনি দাহুদ বলিয়া গ্রেপতার করিয়া অনুরুধ্ সিঙের হাতে দিয়াছিলেন, ঘরের কোণের একটা ছোট টেবিলের সামনের স্টুলে বসিয়া টেবিলের উপর এক কোষ-মুক্ত ছুরি রাখিয়া সেই শয়তান এক ছোট ওয়্যারলেস্ ব্রড্কাস্টিং ও রিসিভিং সেটে টেলিগ্রাম প্রেরণ করিতেছে।

সবে সে ডেস্‌প্যাচ্ করিয়াছে "আমি দাহুদ, আমার কন্‌ট্রোল্ রুম থেকে আমার চারটি জেলার প্রধানকে একসঙ্গে কেন এ সময়ে ডাকলুম শোন...." এমন সময়ে নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া হাতের পিস্‌তল্ ও টর্চ পকেটে রাখিয়া সত্যেশ সেন পা টিপিয়া তাহার অতি কাছে অগ্রসর হইয়া তাহার উপর লাফাইয়া পড়েন আরকি—কিন্তু আধ-অন্ধকারে ঘরের মেঝে একটা মদের বোতলে পা লাগিয়া তাহা সশব্দে উল্টিয়া পড়িল—অমনি দাড়িমুখে সে শয়তান চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তাঁহাকে দেখিতেই টেবিলের উপর হইতে ছুরি লইয়া বিদ্যুৎবেগে সে তাঁহাকে আক্রমণ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "তবেরে শয়তান, তোমার সেনগিরি ঘুচিয়ে দিচ্চি আজ!"

সত্যেশ সেনও দৃঢ় মুষ্টিতে তাহার ছুরিশুদ্ধ হাতের কব্জি চাপিয়া ধরিলেন—তাহারপর উভয়ের পূর্ণশক্তি প্রয়োগে বিশ্রীভাবে উল্টিয়া উভয়ে মাটিতে পড়িয়া গেলেন—সত্যেশ সেনের মুখ হইতে বাহির হইল, "হাঁ দাহুদ, তোমার কন্‌ট্রোল্ রুমে সত্যেশ সেনের কাটা মুণ্ডু না এসে স্বয়ং সত্যেশ সেন এসেচে তার সাহস শক্তি আর মস্তিষ্ক নিয়ে!"

ঘরের মেঝে তিন চার বার উভয়ে যেন গড়াইয়া গেলেন—কখনও দাহুদ উপরে কখনও সত্যেশ সেন উপরে। দাহুদ তাহার শরীরের সর্বশক্তি প্রয়োগে সে ছুরি সত্যেশ সেনের বুকে বা পেটে বসাইয়া দিবার চেষ্টায় রহিল কিন্তু সত্যেশ

সেনের বজ্র-মুষ্টি দাহুদের হাত তাঁহার শরীর হইতে দূরে ঠেলিয়া রহিল—তিনি দুই পা ও বাঁ হাতের জোরে দাহুদকে কাবু করিবার চেষ্টায় রহিলেন।

একবার দাহুদের সে ছুরি সত্যেশ সেনের মুখের অতি কাছে আসিয়া পৌঁছিল, আর আধ ইঞ্চির তফাৎ; কিন্তু তখনই সত্যেশ সেনের দুই উরুতের মাঝে বাগাইয়া ধরা দাড়ি-মুখো দাহুদের কোমরে এমন একটা বিশ্রী মোড়া লাগিল যে দাহুদ যেন ধনুকের মতই হইয়া গেল—তাহার ন্যায় বিশ্রী জেদী শয়তানেরও মুখ হইতে একটা চাপা আর্ত-চিৎকার বাহির হইয়া আসিল।

ঠিক এই সময়ে সত্যেশ সেন তাহার ছুরি-শুদ্ধ হাত এমন জোরে মোচড়াইয়া ধরিলেন, যে হাতের হাড় ভাঙে আর কি! ছুরি হাত হইতে পড়িয়া গেল—সত্যেশ সেনের বাম হাতের আঘাতে তাহা ঘরের কোণে ছিটকিয়া গেল।

তাহারপর বাধিল বিরাট একটা মারপিট্। দারুণ কুস্তিতে ঘরের মাঝখানের নাতিবৃহৎ টেবিলটাও উল্টিয়া উভয়ের উপর পড়িল। দাহুদ সেই টেবিলের গায় সত্যেশ সেনকে চাপিয়া ধরিতেই সত্যেশ সেনের ডান হাতের এক বিরাট মুষ্ট্যাঘাত তাহার নাকের উপর পড়িল—দারুণ যন্ত্রণায় সে মাথা ঝাঁকা দিল—তখনই আর একটি তেমনি আঘাত পুনরায় তাহার নাকে পড়িল।

সত্যেশ সেনের ওষ্ঠের এক প্রান্ত একটুখানি কাটিয়া রক্ত

পড়িতেছে—দাহুদের নাক দিয়া বিশ্রীভাবে রক্ত আসিল। সত্যেশ সেন তাহাকে তখনই উপুড় করিয়া ফেলিয়া তাহার পিঠের উপর চড়িয়া বসিলেন। তাহারপর অদ্ভুত তৎপরতার সহিত তাহার উভয় হাত মোড়াইয়া ধরিয়া হাত দুইটি তাহার পিঠের উপর একত্রে চাপিয়া ধরিয়া নিজের পকেট হইতে একটি সরু অদ্ভুত হাতকড়া বাহির করিলেন।

দাহুদ তখন সম্পূর্ণ শক্তিহীনই হইয়া পড়িয়াছে।—সত্যেশ সেনও হাঁপাইতে হাঁপাইতে কোনরূপে তাহার হাতে হাতকড়া আঁটিয়া দিয়া কহিলেন, "কেমন ব্রুট্!" তাহারপর পকেট হইতে পিস্তল্ বাহির করিয়া উঠিয়া তাহাকে বলিলেন, "ওঠ্ হতভাগা! এবার টুঁ শব্দ করলে চোরের মার খাবি শয়তান! তোর ওই ওয়ার্লেস্ ট্র্যান্স্মিটিং এন্ড্ রিসিভিং সেটের উপর ছুরি রয়েচে দেখে বুঝেছিলুম যে তোর মত মরিয়া শয়তান তার কন্ট্রোল্ রুমে ছুরি বার করে বসে আছে যখন, তখন তার অর্থই এই যে শেষ মুহূর্তে আবশ্যক হলে তুই আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত—কাজেই পিস্তলের ভয়ে তুই আত্মসমর্পণ করা অসম্ভব—অর্থাৎ তোকে হঠাৎ গ্রেপতার না করলে জীবন্ত ধরা যাবে না। কিন্তু তোর ওই মদের বোতলটা তায় বাদ সাধল—নইলে তোর সঙ্গে এত ধস্তাধস্তি করতে হত না, তোকে সোজা পিঠমোড়া করে ধরে ফেলতুম!"

দাহুদ দারুণ ক্রোধে চাহিয়া রহিল—কিছুই কহিল না।

এখান হইতে সেফের বাহির অবধি দোর কয়টি খোলা

রহিয়াছে, কাজেই চিৎকার করিলে এখন শব্দ নিশ্চয় উপর অবধি পৌঁছিয়া যাইবে বুঝিয়া সত্যেশ সেন সেই কক্ষের যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহার বিপরীত দিকের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া কহিলেন, "এ দিক দিয়ে তোর কোনো সাহায্য আর আসবে না—এ দোর এই এঁটে দিলুম।"

তাহারপর উচ্চৈস্বরে এদিকের মুক্ত দ্বারের দিকে চাহিয়া ডাকিলেন, "নেমে আসুন অনুরুধ্ সিং! দাহুদ ধরা পড়েচে—সেফের দোরে পাহারা রেখে সোজা নেমে আসুন—এখানে আপনার সাহায্যের প্রয়োজন।"

অনুরুধ্ সিং সেফের বাহিরে স্থির হইয়া বেশীক্ষণ থাকিতে পারেন নাই। তিনি দুইজন কনেস্‌টবল্ সঙ্গে লইয়া পিস্‌তল্-হস্তে সাবধানে অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি সুড়ঙ্গের মধ্য হইতে উত্তর দিলেন, "গুড্! একটা হুড়পাড় শব্দ শুনে আমি তাড়াতাড়ি আসচি........"

তৎপরে কক্ষে প্রবেশ করিয়াই কহিলেন, "আরেঃ, আপনার মুখের এ পাশটায়........"

সত্যেশ সেন বলিলেন, "হাঁ, অমন একটু কেটে কুটে যাওয়া স্বাভাবিক বইকি!"

দাহুদের দিকে চাহিয়া অনুরুধ্ সিং শ্লেষকর কণ্ঠে কহিলেন, "কেমন! গোয়েন্দা সত্যেশ সেনের হাত থেকে পালিয়ে বেঁচেচ শয়তান?"

তাহারপর তাহার রক্তে ভরা নাক-মুখের করুণ দৃশ্যও অনুরুধ্ সিঙের অন্তরে বিন্দুমাত্রও দয়ার সৃষ্টি করিল না— দারুণ ক্রোধে তিনি তাহার প্রতি অগ্রসর হইয়া গর্জিয়া উঠিলেন, "বল্ শয়তান; কোথায় দৌলত রাম ? কি করেচিস তাঁকে ?"

সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, "ক্ষান্ত হ'ন মিস্টার সিং! ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করাই বৃথা। একটা কনেস্টবলের পাগড়ী খুলে ওকে ভাল করে বেঁধে ফেলুন, আর আপনি নিজে লক্ষ রাখুন শয়তানটার উপর। আমি ততক্ষণ এই হতভাগার কন্‌ট্রোল্ রুমে যা করণীয় তা করে ফেলি! সে কাজ হ'য়ে যাক, তারপর ও সব সন্ধান করলে হবে।"

অনুরুধ্ সিং বলিয়া উঠিলেন, "তার মানে দৌলত রামকে শেষ করে দিয়েচে হতভাগা এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত। বেশ, এখন যা করণীয় তা করুন। আমি একে বাঁধিয়ে ফেলচি আর নিজেই লক্ষ রাখচি।"

তাঁহার হুকুম পাইয়া উভয় কনেস্টবল্ দাহুদকে বাঁধিতে অগ্রসর হইল।

তৎপরে সত্যেশ সেন যাইয়া কোণের টেবিলের সামনের স্টুলে বসিতেই সেই টেবিলের উপরের যন্ত্রটির দিকে চাহিয়া অনুরুধ্ সিং বলিয়া উঠিলেন, "এঁঃ! এটা কি ?"

সত্যেশ সেন উত্তর দিলেন, "এটা ওয়ারলেস্ টেলিগ্রাফের সেট্। আজ আমি মোটর বাইকে বেরুবার পর দাহুদের কাছ

থেকে মেসেজ্ পেয়ে ওর দলের লোকেরা রাস্তায় অতর্কিতে আমায় ধরে ক্লোরোফর্ম করে ওদের এক আস্তানায় নিয়ে যায়। সেখানে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আমার জ্ঞান হওয়ার পর যখন কানে এল যে দাহুদ তার কন্ট্রোল্ রুম থেকে 'মেসেজ্' দিয়েচে যে কি ভাবে আমায় খুন করা হবে, আমি বুঝে নিলুম যে তেমন একটা মেসেজ্ গভর্ণমেন্টের টেলিগ্রাফ অফিস থেকে পাঠান অবশ্য দাহুদের পক্ষে নিরাপদ নয়—কোড্ ওয়ার্ড ব্যবহার করে অমন টেলিগ্রাম পাঠানও ঠিক নিরাপদ নয়—কারণ ক্রমে তায় পুলিসের টনক নড়া স্বাভাবিক! তা ছাড়া দাহুদ অমন একটা মেসেজ্ গভর্ণমেন্টের টেলিগ্রাফ অফিসে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে না, কারণ তা সময় মত' না'ও পৌছুতে পারে। টেলিফোনেও অমন মেসেজ্ দেওয়া সম্পূর্ণ অনিরাপদ। কাজেই বুঝলুম দাহুদের কন্ট্রোল্ রুম যেখানেই থাকুক না, তার ওয়ারলেস্ টেলিগ্রাফ আদান প্রদানের সেট্ আছে। এই সে সেট্।"

তাহারপর দাহুদের প্রতি চাহিয়া সত্যেশ সেন বলিলেন, "হাঁ দাহুদ, তোমার এই কন্ট্রোল্ রুমের এই দামি সেট্‌টার জন্যে তোমায় ধন্যবাদ দিচ্চি। এইবার তোমার বদলে সত্যেশ সেন তোমার চারটি জেলার পূর্ণ দলকে কি টেলিগ্রাফিক্ মেসেজ্ দিচ্চে শোন! তোমার দল কিছুই বুঝবে না, তারা ভাববে যে তারা সর্দার দাহুদের হুকুম শুনচে—কাজেই এই হুকুম মতই তারা কাজ করবে!"

তাহারপর বেশ একটু টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তোমার পক্ষে খুবই দুঃখের বিষয় দাহুদ, যে ওই টেবিল থেকে উঠে আসবার সময় তুমি সেট্‌টা কার্যকরী অবস্থায় এবং যে ওয়েভ্-লেংথে তোমার দলের সঙ্গে সংবাদের আদান প্রদান কর সেই ওয়েভ্‌লেংথেই ছেড়ে উঠে এসেচ—নইলে সহজে আমি তোমার দলের সঙ্গে টেলিগ্রাফিক্ সংবাদের আদান প্রদান করতে পারতুম না।"

সত্যেশ সেন তখনই যন্ত্রযোগে টেলিগ্রাফিক্ শব্দ দ্বারা ডাকিলেন।—একে একে চারটি জেলা হইতেই সহজে সাড়া পাইলেন।

অনুরুধ্ সিং বলিয়া উঠিলেন, "আরেঃ! আপনি এই টেলিগ্রাফের সিগ্‌নালিংও........"

সত্যেশ সেন উত্তর দিলেন, "হাঁ মিস্‌টার সিং! গোয়েন্দার কখন কি অবস্থায় পড়তে হয়, কখন কিসের দরকার হয় কে জানে—কাজেই কয়েকটা বিদ্যে শিখতে হয়েচে বইকি!"

তাহারপর সত্যেশ সেন দাহুদের চারটি জেলার দলকে মেসেজ্ দিয়া যে আদেশ দিলেন তাহাতে দাহুদ বুঝিল যে এই উর্বর মস্তিষ্ক বাঙালী গোয়েন্দা একা তাহারই নয় বরং তাহার পূর্ণ দলেরই ধ্বংশ ডাকিয়া আনিল।

দারুণ ক্রোধে দাহুদের অন্তর জ্বলিয়া উঠিল।

দাহুদের পকেটে আয়রণ সেফের চাবি পাওয়া গেল—তাহাকে লইয়া উপরে উঠিয়া আসিয়া সত্যেশ সেন বলিলেন,

"মিস্টার সিং। ওই সেফের দরজা চাবি বন্ধ করুন, তা ছাড়া পুলিস এ বাড়ি যেমন ঘিরে আছে থাকুক। নীচের সুড়ঙ্গের কন্ট্রোল্ রুমের বাইরের দিকের দোর যখন বন্ধ করেচি ও'দিক দিয়ে কেউ আর নীচের কন্ট্রোল্ রুমে বা এই সেফে ঢোকা অসম্ভব—নীচে কত ডাকাতির কি কি মাল আছে তা কাল সকালে দেখলে হবে।—এইবার নিয়ে চলুন হতভাগাকে মাসীমার ওখানে—ওখান থেকে চালান দিলে হবে—মিসেস্ সিং আর মাসীমা এতক্ষণে বড় কম ব্যস্ত হয়ে পড়েননি।"

তাঁহারা যখন নাক-মুখে রক্ত মাখা বন্দী দাহুদকে লইয়া সত্যেশ সেনের মাসীমার বাড়ি পৌঁছিলেন, অনুরুধ্ সিং সত্যেশ সেনের বৃদ্ধা মাসীমার প্রতি বলিয়া উঠিলেন, "দেখুন, মিস্‌টার সেনের বিষয়ে যা বলেছিলুম তা সত্যি কি না! উনি একটা অদম্য শক্তি।—শয়তান দাহুদকে তার মাটির নীচের কন্‌ট্রোল্ রুম থেকে ধরে নিয়ে এসেচেন। আপনারা মোটে ভয় পাবেন না মিস্‌টার সেনের জন্যে! ভগবান ওঁর উপর সত্যই সদয়...."

কিন্তু হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, "এ সব সুখ্যাতির কথা থাকুক মিস্‌টার সিং। দাহুদকে গ্রেপতার করলেই কাজ শেষ হয় না—তার পুরো দলটাকে আজ রাত্রেই গ্রেপতার করতে হবে। তবে হাঁ, ঘণ্টা দেড়েক সময় আমাদের হাতে আছে বইকি। এর মধ্যে আমি আমার একটা কর্তব্য শেষ করে ফেলতে চাই। এখানে উপস্থিত নারীদের মধ্যে মাসীমাকে, মিসেস্ সিংকে এবং আমার বউদিকে আমি কিছু প্রশ্ন করতে চাই।"

তাঁহার মাসতুতো ভাইএর অর্থাৎ দেবেন বাবুর স্ত্রী বলিয়া উঠিলেন, "আমাদের প্রশ্ন?"

সত্যেশ সেন বলিলেন, "হাঁ বউদি,—আপনাদের প্রশ্ন করবার কিছু আছে। আর তা অবান্তর প্রশ্নও নয়—আজকের এই খুনের সঙ্গেই তা সম্পর্ক রাখে বইকি!"

মিসেস্ অনুরুধ্ সিং বলিয়া উঠিলেন, "বুঝলুম না, আমাদের প্রশ্ন করবার কি আছে—বেশ, বলুন আপনি।"

সত্যেশ সেন বলিলেন, "আমার প্রশ্ন এই যে হীন-চরিত্রা দুটি কুলবধূ যদি বাইরের কোনো পুরুষকে, আর একই চরিত্র-হীন পুরুষকে ভালবাসে, আর সেই দুটি চরিত্রহীনা নারী যদি পরস্পরের পরিচিতা হয়, তবে তাদের মধ্যে কলহ অনিবার্য কি না?"

মিসেস্ সিং বলিলেন, "হাঁ, তা হ'লে পরস্পরকে সইতে পারা সে দুটি নারীর পক্ষে অসম্ভব বই কি!"

সত্যেশ সেন বলিলেন, "আপনার কি উত্তর বউদি?"

তাঁহার বউদি বলিলেন, "হাঁ, ঝগড়া হবেই তাদের মধ্যে —সে স্বাভাবিক!"

সত্যেশ সেন বলিলেন, "আপনি কি বলেন মাসীমা?"

মাসীমা বলিলেন, "শুধু ঝগড়া—তেমন দুটি নারীর মধ্যে তা হলে যে রকমের ঝগড়া দ্বন্দ্ব হওয়া স্বাভাবিক তা অতি কদর্য বই কি!"

সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, "বেশ কথা! হেম বাবু যদি চরিত্রের দিক দিয়ে তেমনই হন, এবং বেলা দেবী আর হামিদা যদি চরিত্রের দিক দিয়ে তেমনিই হন আর ওই একই হেম বাবুর

সঙ্গে তাদের সে সম্পর্ক থাকে, তবে বেলা দেবী ও হামিদার মধ্যে তেমন কদর্য কলহ বাধেনি কেন ?—এ কথা আমি একদম বিশ্বাস করতে পারি না যে বেলা দেবী আর হামিদা পরস্পরের পরিচিত ছিলেন না।—হেম বাবু যখন এই দুই বাড়িতেই এতটা বন্ধু-ভাবাপন্ন এবং আসতেন যেতেন, তখন বেলা দেবী ও হামিদার মধ্যে অবশ্য পরিচয় আর বন্ধুত্ব ছিল। তবু এঁদের মধ্যে কলহ নিশ্চয় হয়নি—নয় কি ?"

মাসীমা বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক কথা সত্যেশ, সত্যিই ত বেলা আর হামিদা বেশ বন্ধু-ভাবাপন্ন ছিল অথচ এদের মধ্যে ত কখনও রেষারেষি বা ঝগড়াঝাটির কিছুই শুনিনি। কিন্তু তুমি ত এ সব কথা জিজ্ঞাসাও করনি—তুমি এ সব কি করে...."

সত্যেশ সেন বলিলেন, "জিজ্ঞাসা করবার আবশ্যক হয়নি মাসীমা, কারণ আর একটা প্রমাণ আমি পেয়েছিলুম। হেম বাবু কখনও হামিদাকে আগ্রায় নিয়ে যাচ্চেন, কখনও বেলাকে নিয়ে যাচ্চেন লক্ষ্ণৌ—বিশেষ হামিদা যখন রামরূপের ভালবাসায় এত মগ্ন যে সে তার বাপকে ছেড়ে সমাজ ছেড়ে চলে এসেচে, তেমন মেয়ে অবশ্য এত শীগ্‌গির হেম বাবুকে নিয়ে মত্ত হয়ে ওঠা স্বাভাবিক নয়—আর তা হ'লে রামরূপ তা অবশ্য সইত না। আসলে এই হেম বাবু একটা নিরাহ মেনীমুখো গাধা, স্বামীর ছুটি না থাকলে এমন গাধাকে পুরুষ ভেবে ভয় না পেয়ে এমন গাধার ঘাড়ে চড়ে বুদ্ধিমতী নারী যে কোনো দেশ বেড়াতে বা দরকার পড়লে কোনো সহরে যেতে পারে—-এমন মেনীমুখো

নিরীহ মানুষ নারীর সঙ্গে ওই যে একটু মিশবার বেড়াবার সুখ পায় ওতেই খুশী। রামরূপ আর নেপেন বাবু এটা বুঝেছিলেন, নইলে একটা ওই বয়সের পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীকে অবশ্য যেতে দিতেন না। খুব স্ত্রৈণ স্বামীও যে নেই কেউ কোথায়ও, এমন কথা আমি বলতে চাই না, তবে রামরূপ তা নিশ্চয় ছিল না, নেপেন বাবুও তা নন। বেলা দেবীর ফিরতে দেরি হওয়ায় নেপেন বাবু সন্দেহ ক'রেছিলেন এবং চটেছিলেন; তা নিয়ে বেলা দেবীর সঙ্গে তাঁর তুমুল ঝগড়া হয়েছিল। তবে আমি জিজ্ঞাসা না করলেও এ বিষয়ে যেন নিশ্চিত যে এই ঝগড়াটার মূলে শুধু বেলা দেবীর লক্ষ্ণৌ গিয়ে ফিরতে দেরি হওয়ার ব্যাপারই ছিল না —নেপেন বাবুর বোনের বিয়ে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা চাপা মনোমালিন্য চলছিল—কারণ নেপেন বাবুর মত অবস্থার লোকের ব্যাংক থেকে আট হাজার টাকা তুলে বোনের বিয়ে দিতে যাওয়া একটু অস্বাভাবিক; কিন্তু আমি মনে করি সেখানে ছিল বেলা দেবীর মত উচ্চ-শিক্ষিতা তেজী এবং জেদী নারীর জেদ —এ বিয়ে হচ্ছিল বেলা দেবীর জেদে, কারণ উনি চেয়েছিলেন ওঁর ঠাকুরঝি ভাল ঘরে পড়ুক।”

তাহারপর বুরখাধারিনী সেই নারীর প্রতি চাহিয়া সহসা সত্যেশ সেন বলিলেন, “কেমন বেলা দেবী, এ কথা সত্য? এই যা যা বললুম তার এক একটি কথা সত্য?”

সকলেই যেন চমকিয়া উঠিলেন, মাসীমা বলিয়া উঠিলেন, “এঁঃ! ও বেলা? বেলাকে কেউ........”

অনুরুধ্ সিং বলিয়া উঠিলেন, "গুড্ গড্! উনি বেলা দেবী? উনি হামিদা নন্?"

সত্যেশ সেন বলিলেন, "ওই বুরখাটা খুলে ফেলুন বেলা দেবী — আমার কথার উত্তর দিন, যা বললুম তার এক একটি কথা সত্য কি না?"

তখনই সেই বুরখার আবরণ খুলিয়া ক্রোধে এবং দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিয়া বেলা দেবী তাঁহার স্বামীর প্রতি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, "হাঁ ওই ত বসে আছেন সামনে — উনিই বলুন সবার সামনে এ কথা সত্যি কি না — ঠাকুরঝির বিয়ের কথা নিয়ে কতবড় মন কষাকষি চলচে উনি বলুন — আর এই ভালমানুষ হেম বাবুকে নিয়ে কিই বা উনি আমায় বলেননি! — নিজের মায়ের কাছ থেকে মাঝে মাঝে টাকা চেয়ে নিয়ে এসে হামিদাদির সংসারে তলগুঁজি দিচ্চেন এই হেম বাবু — আমরা ওঁকে গাধা ভাবি না বা চরিত্রহীন ভাবি না; আমরা জানি উনি আপন-ভোলা উঁচু মন অতি নিরীহ এক মহৎ মানুষ — যদিও অমন মানুষকে না বুঝে দুনিয়ার লোক ভাবে চরিত্রহীন!"

নেপেন বাবু মুখ নত করিয়া লইলেন।

সত্যেশ সেন বলিলেন, "কাঁদবেন না বেলা দেবী। আমি গাড়িতেই বলেছিলুম আপনার অসম্মান আমি করব না।"

তবুও কাঁদিতে কাঁদিতে বেলা দেবী বলিলেন, "আমার স্বামী নিজে বলুন, ওঁর বোনের বিয়ের জন্যে দরকার ছিল মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার, কিন্তু উনি আমার উপর রাগ করে ব্যাংক

থেকে প্রায় সমস্ত টাকা অর্থাৎ আমাদের পুরো সঞ্চয় আট হাজার টাকা তুলে নিয়ে এসে আমায় বলেছিলেন কি না "এই নাও, আমি পুরো আট হাজার টাকাই তুলে নিয়ে এসেচি—সর্বস্ব ফুঁকে দাও ননদের বিয়েতে!"........

সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, "তাই আপনি অতি ক্রোধে আর বিরক্তিতে তখন চুপ করে থেকে তারপর রাত্রে অমন একটা চাল চেলে অর্থাৎ আপনাকে যেন কেউ খুন করে ফেলে টাকা চুরি করে নিয়ে পালিয়েচে এমনি একটা চাল চেলে চলে যাচ্ছিলেন........"

বেলা দেবী বলিয়া উঠিলেন, "তার মানে অবশ্য এ নয় যে আমি সব টাকা নিয়ে........"

"আমি অত নিরেট নই বেলা দেবী" সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, "আমি অত নিরেট নই বেলা দেবী—আমি এ বলতে চাই না যে আপনি ননদের বিয়ে পণ্ড করতেন আর পুরো আট হাজার টাকা নিয়ে সরে পড়তেন। আমি আপনার ছবি থেকেই আপনার মুখের ভাব দেখেই বুঝেছিলুম আপনি উচ্চ শিক্ষিতা হ'লেও অতি জেদী—আপনি গ্রামে গিয়ে আপনার বুড়ো শ্বশুরের হাতে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা অবশ্য দিতেন, অর্থাৎ আপনার স্থির করা বিয়েটা যাতে হয় এ জেদ বজায় রাখতেন—তবে বিয়ের দিন অবধি থাকতেন না, তার আগেই হেম বাবুর সঙ্গে কোথায় চলে যেতেন বাকি আড়াই হাজার টাকা নিয়ে। হেম বাবুরও বনে না তাঁর বাড়ির লোকের সঙ্গে, আপনারও

বনে না স্বামীর সঙ্গে—আপনারা ভেবেছিলেন চিরজীবন নিজেদের দুটি অবিবাহিত বন্ধু ভেবে সুখে দুঃখে এক সঙ্গে থেকে আর কলকাতার মত জন-সমুদ্রে থেকে ছোট একটা দোকান খুলে বা তেমনি কিছু করে চালিয়ে চলবেন—এই ছিল না কি আপনাদের মনভাব ?”

বেলা দেবী কোনো উত্তর দিলেন না।

সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, “কিন্তু এ এক মস্ত বড় ভুল বেলা দেবী। হেম বাবু এক মেনীমুখো গাধা বলেই এমন প্রস্তাবে রাজি হয়ে সঙ্গে চলেছিলেন। আপনার শ্বশুরের চিঠি পেয়ে আপনার স্বামী যখন বুঝতেন বেলা দেবী মরেননি, কোথায় চলে গেচেন এক পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে তখন আপনার স্বামীর পক্ষে আপনাকে কতবড় চরিত্রহীনা ভাবা স্বাভাবিক বুঝে দেখুন—ফলে আপনার দুর্জয় রাগ কমতে আর আর্থিক দুর্দশায় পড়তে যে সময় লাগত তার মধ্যে হয়ত আপনার স্বামী ফের বিয়ে করতেন—কাজেই আমি বাধ্য হয়ে ছুটেছিলুম দাহুদের মত’ শয়তানের মামলা ধামা চাপা দিয়ে আগে আপনাকে ফিরিয়ে আনতে ! আপনি স্বীকার করুন বা না করুন, রাগে অন্ধ হয়ে আপনি অতি নির্বোধের মত কাজ করেছিলেন। রাগ দমন করতে শিখুন বেলা দেবী—রাগ মানুষকে গড়ে তোলে না, বরং মানুষের ধ্বংশ ডেকে আনে।”

তাহারপর মাসীমার দিকে ফিরিয়া সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, “আপনি বোধহয় ভেবে ঠিক করতে পারচেন না যে

আপনার সত্যেশ কি ভাবে কি বুঝে এ সব রহস্য ভেদ করল বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছি মাসীমা!”

মাসীমা নীরবে চাহিয়া রহিলেন। সত্যেশ সেন বলিতে লাগিলেন, “বেলা দেবীর বিছানায় আর ঘরের মেঝে যে রক্ত দেখেচেন আপনারা তা মানুষের রক্ত নয়—তা আপনারা না বুঝলেও আমি বুঝেছিলুম। যে কতকগুলো কাল চুল পাওয়া গিয়েচে বিছানায়, তার আগায় নাপিতের কাঁচি কখনও লাগেনি, বরং তার আগা ছুঁচের মতই ছুঁচলো— এ সূত্র আমি আবিষ্কার করেছিলুম; কিন্তু আপনি এবং দারোগা তা শুনেও ভুল পথে ছুটলেন, আপনারা ভাবলেন তা শিশুর চুল— কিন্তু আসলে তা পশুর রোঁয়া অর্থাৎ ছাগলের রোঁয়া। ওই থেকে বেশ বুঝলুম বিছানার উপর ছাগল কাটা হয়েচে—কাটা ছাগলটা এবং কিছু টাকা ছাগল ওয়ালাকে দেওয়া হয়েচে।—আপনাদের যখন ইচ্ছে কোনো ছাগলের রোঁয়া আর মানুষের চুল লেন্সের মধ্যে দিয়ে দেখুন গিয়ে, আমার কথা কতদূর সত্য তার প্রমাণ পাবেন।”

তাহারপর একটু থামিয়া তিনি বলিয়া চলিলেন, “কাজেই আমি নিশ্চিত হলুম যে আপনাদের বেলা দেবীকে কেউ খুন করেনি—উনি জীবিতই আছেন। তা ছাড়া কয়লার গাদায় যে আট হাজার টাকা লুকিয়ে রাখা হয়েচে তা এঁরা স্বামী-স্ত্রী ভিন্ন অন্য কেউ জানত না—সে আর একটা প্রমাণ যে বেলা দেবীই সে টাকা নিয়েচেন। চোর বাইরে থেকে বাথরুমের

দরজার কাচ ভেঙে বাড়ির মধ্যে ঢোকেনি—বাইরে থেকে আঘাত করে বা চাপ দিয়ে কাচ ভাঙলে কাচের যে ভাঙা টুকরো-গুলো এখনও দরজায় লেগে আছে সে গুলোর বেশীর ভাগ টুকরো ভিতরের দিকে ঝুঁকে থাকত—ভিতর থেকে আঘাত করে কাচ ভাঙা হয়েচে, তাই কাচের অবশিষ্ট টুকরোগুলোর বেশীর ভাগই বাইরের দিকে ঝুঁকে আছে। কাজেই বেশ বুঝলুম বেলা দেবী কোনো বন্ধুকে দরজা খুলে দিয়েচেন, কেউ কাচ ভেঙে বাড়ি ঢোকেনি—তারপর কাচ ভেঙে দেওয়া হয়েচে ভিতর থেকে আঘাত করেই এই দেখাতে যে কেউ যেন কাচ ভেঙে বাড়ি ঢুকেছিল।”

মাসীমা বলিলেন, “ঠিক কথা!”

মিসেস্ সিং বলিলেন, “আপনার চোখে ধুলো দিতে কেউ পারে না ভাই সাহেব!”

সত্যেশ সেন বলিয়া চলিলেন, “তারপর মাসীমা, আপনার কাছে শুনলুম যে বেলা দেবী সাত আট দিন হেম বাবুর সঙ্গে লক্ষ্ণৌ গিয়ে ছিলেন—বেশ বুঝলুম এমনি একটি বন্ধুই ছাগল নিয়ে এসেছিলেন রাত্রে বিছানায় ছাগল কেটে রক্তগঙ্গা করে রাখতে—হেম বাবুর বাড়ি গিয়ে বুঝলুম হেম বাবু গেচেন কলকাতায়। কাজেই আমি যেন নিশ্চিত হলুম বেলা দেবী জীবিত আছেন এবং হেম বাবুর সঙ্গে পালাচ্চেন—তারপর স্টেসনে অনুসন্ধান করে জানলুম যে এক বুরখা পরা নারী হেম বাবুর সঙ্গে একই গাড়িতে উঠেচেন. তখন আমি কি বুঝতে

বাকী থাকে যে ওই বুরখায় আপাদ-মস্তক লুকিয়ে হেম বাবুর সঙ্গে চলেচে ননদের বিয়ের টাকা নিয়ে কে?—টাকা বার করে দিন হেম বাবু।"

হেম বাবু স্যুট্‌কেস্ খুলিয়া আট হাজার টাকা বাহির করিয়া দিলেন। সত্যেশ সেন তাহা টেবিলের উপর নেপেন বাবুর সামনে রাখিয়া বলিলেন, "ও থেকে পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা করে দেবেন নেপেন বাবু; আপনার বোনের বিয়ের জন্যে আড়াই হাজার টাকার চেক্ আমি দিচ্চি।"

চেক্ বুক্ বাহির করিয়া সত্যেশ সেন চেক্ লিখিতে বসিলেন, বেলা দেবী আসিয়া হাত ধরিয়া লইলেন, "না না, এ কি! মিস্‌টার সেন........"

সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, "আমার হাত ছাড়ুন—যান স্বামীর হাত ধরুন গিয়ে, আর এমন ঝগড়া করবেন না আপনারা। —বিদেশে বাঙালী, অবস্থা আপনাদের খুব ভাল নয়, আমি আমার বোনের বিয়েতে কিছু খরচ করচি ভেবেই এই চেক্ লিখচি।—যথেষ্ট টাকা আমি উপার্জন করেচি, এ এমন কিছু নয় বেলা দেবী!"

"কিন্তু........"

"কিন্তু এতে কিছুই নেই। যান আমার কথা শুনুন, স্বামীর হাত ধরুন—হাত বাড়ান নেপেন বাবু। এমন ঝগড়া আর করবেন না।"

ঝগড়াটা তাঁহাদের মিটিয়া গেল। সত্যেশ সেন চেক্ লেখার

পরে অনুরুধ্ সিংকে বলিলেন, "আপনাদের ফাইলে লিখে নেবেন, 'স্বামীর উপর রাগ করে তাঁকে মনকষ্ট দিয়ে জব্দ করতে বিছানায় ছাগল কেটে বিশ্বস্ত বন্ধুর সঙ্গে বেলা দেবী যাচ্ছিলেন ওঁদের গ্রামে বিয়ের টাকা নিয়ে ননদের বিয়ে দিতে —ব্যাপারটা খুন বা চুরি কিছুই নয়।'—বেলা দেবীর মামলাটা একেবারেই ধামা চাপা দিন মিস্‌টার সিং।"

অনুরুধ্ সিং বলিলেন, "বেশ কথা!—কিন্তু এই দেড়ে হতভাগাটাই কি দাহুদ?"

সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, "ও দাহুদ না হলে ওর হাত থেকে অমন একখানা ছুরি সোজা এসে আমার বুকে বিঁধতে গিয়েছিল? নেহাৎ আমি অতি সাবধানী বলেই বুক পিঠ বাঁচিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করেচি—নইলে শয়তান দাহুদের ও ছুরি আজ আমার জীবন নিত। ছুরিখানা তুলে নিয়ে দেখুন, হয় ওর আগা তুমড়েচে না হয় ভেঙেচে। আমার পাঞ্জাবীটাও এই দেখুন কোথায় একটু ছিঁড়েচে।"

ঘরের কোণে ছুরিখানি তখনও পড়িয়া ছিল; তাহা তুলিয়া লইয়া অনুরুধ্ সিং দেখিলেন সত্যই তাহার আগা ভাঙিয়া গিয়াছে।

ছুরিখানির অবস্থা দেখিয়া অনুরুধ্ সিঙের সন্দেহ দূর হইল, তিনি বুঝিলেন যে প্রকৃত দাহুদই ধরা পড়িয়াছে। রুক্ষ নয়নে বন্দীর দিকে একবার চাহিয়া তিনি সত্যেশ সেনকে কহিলেন, "কিন্তু দাহুদের সঙ্গে বেলা দেবীর এ মামলার সম্পর্ক কি?"

সত্যেশ সেন উত্তর দিলেন, "হাঁ, একটু আশ্চর্য হওয়ার কথা বইকি! দাহুদের সম্পর্ক বেলা দেবীর খুনের মামলায় নেই বল্‌লেই চলে। এঁর খুনের খবর ভোর বেলা এই ছোট্ট সহরে ছড়িয়ে পড়তেই তখনই রামরূপের খুন হয়েচে—হেম বাবু এই উভয় নারী অর্থাৎ বেলা আর হামিদার বন্ধু-ভাবাপন্ন ব'লে, যেন প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারে এই খুনোখুনি হয়েচে এমনি একটা ভুল পথে পুলিসকে চালিত করতে বেলা দেবীর খুনের অন্তরালে রামরূপের খুন ভোর বেলা করা হয়েচে।—তবে রামরূপের খুনে দস্যু দাহুদের পাকা হাতের ছুঁড়ে মারা ছুরির প্রমাণ পেয়ে আমি বুঝেছিলুম রামরূপকে খুন করেচে দাহুদ—যদিও দাহুদ ভেবেছিল যে পুলিস হেম বাবুকেই দাহুদ ব'লে মনে করবে।"

তাহারপর হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া সত্যেশ সেন বলিয়া

চলিলেন, "রামরূপের মৃতদেহের শক্ত হয়ে যাওয়া হাতের মুঠোয় হামিদার চুল পাওয়া গিয়েচে, এ কথা মাসীমা বোধহয় ভোলেননি। মৃত্যু যন্ত্রণায় রামরূপ হামিদাকে আঁকড়ে ধরেছিল, তার মুঠো হামিদার চুল-শুদ্ধ শক্ত হয়ে গিয়েছিল। তারপর হামিদা পালিয়েচে ব'লে আপনারা ভেবেচেন। কিন্তু অমন ফ্যাসানী এক এ্যাংগ্লো-ইন্ডিয়ান্ মেয়ে পালিয়ে গেলেও তার ভ্যানিটি ব্যাগটি নিয়ে যেতে ভোলে না—কারণ টাকা কড়িও তারা ওই ব্যাগে রাখতে অভ্যস্ত—আধ-খোলা সে ব্যাগটিতে কয়েকখানা নোটও দেখা যাচ্ছিল। পালিয়ে গেল, অথচ টাকা কড়ি নিয়ে গেল না, এমন কথা আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। কাজেই আমি নিশ্চিত হলুম হামিদা পালায়নি, বরং সে দেখেচে যে রামরূপকে ছুরি ছুঁড়ে মেরেচে কে।"

অনুরুধ্ সিং বলিলেন, "অর্থাৎ দৈবক্রমে হামিদা দেখেচে যে রামরূপকে ছুরি ছুঁড়ে মেরেচে কে—কাজেই হামিদাকে খুন না করলে তার মুখ থেকে সব শুনে পুলিস বুঝতে পারবে যে ...."

সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, ব্যাপারটা তাই। তবে হামিদা অবশ্য হত্যাকারীকে দাহুদ ব'লে বোঝেনি—সে শুধু দেখেচে রামরূপকে ছুরি ছুঁড়ে মেরেচে কোন্ পরিচিত লোকটি। তবে হামিদা বেঁচে থাকলে আর পুলিস তার মুখে এ কথা শুনলে তখনই বুঝত যে প্রকৃত দাহুদ কে? দাহুদের তখন এ কথা ঢাকবার অন্য কোনো পথ না থাকায় হামিদাকে

খুন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ল।"

অনুরুধ্ সিং বলিলেন, "হুঁ, খুব ঠিক কথা মিস্টার সেন!"

সত্যেশ সেন বলিলেন, "দাহুদের চিরদিনের নিয়ম এই যে, সে যাকে ছুরি ছুঁড়ে মেরে খুন করে, তার দেহ থেকে সে ছুরি আর সে বার করে নেয় না—এ নিয়ম সে লঙ্ঘন করেনি—সে তখনই হামিদার গলা টিপে তাকে খুন করেচে; তবে হামিদা স্বাস্থ্যবতী আর শক্তিমতী মেয়ে বলেই দস্তুরমত একটা ধস্তাধস্তি হয়েচে—তার চিহ্ন রয়েচে ঘটনা স্থলে—দারোগাকে আমি বলেওছিলুম যে অতর্কিত আক্রমণে কারো হার্টে ছুরি লেগে তখনই মৃত্যু ঘটলে সেখানে জিনিষ-পত্তর ওলট্-পালট্ হয়ে পড়ে থাকে কি? আর শুধু তাই নয় হামিদার লাস ঘাড়ে করে দাহুদ সেই ভোরেই ওই বাড়ির সুড়ঙ্গ পথে নিয়ে গিয়েচে খুব সম্ভব পুতে ফেলতে........"

অনুরুধ্ সিং বলিলেন, "তারও কি কোনো প্রমাণ........"

সত্যেশ সেন বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, হামিদার একটা লম্বা কটা চুল দৌলত রামের আচকানের কাঁধের উপর লেগে রয়েচে দেখে বুঝেচি যে খুব সম্ভব দৌলত রামই হামিদার লাস ঘাড়ে করে সরিয়েচে—দৌলত রাম সাক্‌সেনাই আপনাদের বিখ্যাত দস্যু-সর্দার দাহুদ—তবে তখন তা ছিল আমার সন্দেহ মাত্র—আমার সে সন্দেহ দূর করতে দৌলত রাম চাল মারলেন যে রামরূপের হত্যাকারীকে ধরতেই হবে—উনি সে জন্যে আমায় পুরস্কার অবধি দেবেন। তবু আমার সন্দেহ দূর হয়নি।

তারপর আমি যে মোটর বাইক নিয়ে ট্রেনের পিছনে ছুটলুম এ খবর জানতেন আপনি আর দৌলত রাম, অন্য কেউ জানত না তা। পথে আমার উপর আক্রমণ হতেই আমি বুঝলুম আর প্রকৃত প্রমাণ পেলুম যে আমার সন্দেহ সত্য, অর্থাৎ দৌলত রাম সাক্‌সেনাই দাহুদ। পাঞ্জাবীর ছদ্মবেশ-ধারী ওই শয়তানটার দাড়ি-গোঁফের মেক্‌-আপ্‌ খুলে ফেলুন, দৌলত রামের মুখ বেরিয়ে পড়বে।”

তাহার স্পিরিট্‌ গাম্‌ দিয়া আঁটা দাড়ি গোঁফের সমস্ত রোঁয়া টানিয়া খুলিয়া লইতেই সত্যেশ সেনের কথার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া গেল—ঘর শুদ্ধ সকলেই স্তব্ধ ভাবে বন্দীর নত মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

সত্যেশ সেন বলিয়া চলিলেন, “রামরূপের খুনের ওখানে যে একটা ধস্তাধস্তিও হয়েচে, হামিদা যে স্বাস্থ্যবতী এবং শক্তিমতী, এবং এই শয়তানের আচকানের কাঁধে যে হামিদার চুল লেগে আছে—এ সব সূত্রের নিষ্ঠুর আঘাত আমি এই শয়তানকে করে গেচি, এ শয়তান বেশ বুঝেচে যে গোয়েন্দা সত্যেশ সেনের চোখে আর ধুলো দেওয়া সম্ভব নয়—কাজেই আজ সারাদিন ওই হতভাগা সাধ্যমতে চেষ্টা করেচে সত্যেশ সেনকে খুন করতে, কাজেই আমি নিশ্চিত ছিলুম যে আমি ফিরে এলেই আবার আমার উপর আক্রমণ হবে। ওর স্বভাব এই যে ও দূর থেকে বুক লক্ষ করে ছুরি ছুঁড়ে মেরে খুন করে, কাজেই আমি ফিরে এসে দরজা খুলে দরজার সামনেই বসে

রইলুম; দেখলুম সত্যিই ছুরি এল—তবে ছুরি আর বুলেট্ থেকে বাঁচবার কি উপায় আমি অবলম্বন করেচি তা ত হতভাগ্য জানত না,* কাজেই আমায় মেরে ফেলা ওর পক্ষে সম্ভব হ'ল না—বরং আমিই ওকে আক্রমণ করতে ছুটলুম। তার-পর যা যা হয়েচে তা আপনি সবই জানেন মিস্‌টার সিং! ওর বাড়ি পুলিসে ঘিরে থাকলেও ও যখন তাদের অলক্ষ্যে বেরিয়ে এসে আমায় এখানে আক্রমণ করতে পেরেচে, তখন বুঝতে বাকি রইল না যে ওর বাড়ি থেকে বেরুবার কোনো গুপ্ত সুড়ঙ্গ-পথ আছে—কাজেই এও ঠিক যে দাহুদের কন্‌ট্রোল্ রুমও ওর ওই বাড়ির নীচে। কাজেই ওর বাড়ি গিয়ে যখন দেখলুম ভিতর থেকে দোর-জানলা বন্ধ ঘরে ও হতভাগা নেই, তখন আপনি বিস্মিত হ'লেও আমি একটুও আশ্চর্য হইনি মিস্‌টার সিং!"

মিস্‌টার সিং মাথা চুলকাইয়া কহিলেন, "কিন্তু নিজ-হাতে মানুষ করা ভাইপোকে খুন করলে কেন ?"

সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, "ভুলে যাবেন না মিস্‌টার সিং ডাকাত মানেই সাধারণত একটা অন্তরহীন বর্বর! এই

---

* সত্যেশ সেনের দেহের কোন কোনও স্থানে গুলি বা ছুরি লাগিলে কেন তিনি আহত হন না, তাহা 'শেষ বুলেট্' নামক উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে—তাহা বার বার বিভিন্ন উপন্যাসে বলা নিষ্প্রয়োজন।

অতি জেদী বর্বর, হামিদাকে চরিত্রহীনা ভেবে রামরূপের সঙ্গে তার বিয়ের ঘোর বিরোধী ছিল — এ চেয়েছিল রামরূপ হামিদার সংসর্গ ত্যাগ করুক — রামরূপ তা শোনেনি, কাজেই তাকে জব্দ করতে অর্থ সাহায্য করা বন্ধ করেছিল; কিন্তু রামরূপ দমেনি। শেষে এই শয়তান দেখল রামরূপই টেক্কা দিল ওর উপর — অর্থাৎ সেই হামিদার সঙ্গে তার বিয়ে হল, আর প্রচুর সম্পত্তি পেল রামরূপ। এই পরাজয়-অপমানে এই অতি জেদী বর্বর এমন জ্বলে উঠল যে নিজ-হাতে মানুষ করা ওই ভাইপোকে খুন করতেও পিছুল না।”

মিসেস্ অনুরুধ্ সিং বলিয়া উঠিলেন, “চোর-ডাকাতগুলো সত্যিই মানুষ নয় — সত্যিই এরা বুনো জন্তুই!”

অনুরুধ্ সিং বলিলেন, “মিস্টার সেন, আপনি কি আপনার কোনো সহকারীকে দৌলত রামের উপর লক্ষ রাখতে লাগিয়ে গিয়েছিলেন? — বয়েস বড় জোর একুশ বাইশ। — আমি খুবই দুঃখিত, সেও আজ এই হতভাগার ছুরিতে........”

সত্যেশ সেন বলিয়া উঠিলেন, “আমার কোনো সহকারী কলকাতা থেকে এখানে আসেনি। দৌলত রামকে যা বলে গিয়েছিলুম তার অর্থ এই যে সে ভাবুক যে আমার লোক তার উপর নজর রাখচে, কাজেই সে নিজে আমার পিছু নিতে সাহস করবে না। ফলে তার বাড়ির গলিতে কোনো নিরীহ যুবককে ঘুর ঘুর করতে দেখে শয়তানটা সেই যুবককে আমার সহকারী ভেবে খুন করে ফেলেচে। জানি না সে যুবক কে — তবে

যেই হ'ক না সে, সে আমার কেউ নয়।"

একটু পরে অনুরুধ্ সিং ও সত্যেশ সেন যাইয়া বন্দী দাহুদকে কোতোয়ালিতে বন্ধ করিয়া আসিলেন। তাহারপর মিসেস্ সিংকে বাড়ি পৌঁছাইয়া আসিয়া দাহুদের পূর্ণ দল ধরিবার জন্য তাঁহারা সময়োচিত পরামর্শ করিয়া লইলেন।

* * *

সত্যেশ সেন দাহুদের কন্‌ট্রোল্ রুম হইতে যে টেলিগ্রাফিক্ মেসেজ্ দিয়াছিলেন, তাহা দাহুদের প্রেরিত মেসেজ্ ভাবিয়া তাহার বাকি চারটি জেলার পূর্ণ দল সেই রাত্রেই তাহাদের সর্দারের হুকুম পালন করিতে আসিতেছে মনে করিয়া রাত্রি বারটার মধ্যে কয়েকখানি মোটর কারে করিয়া ভানু সিঙের ভুতুড়ে জলাশয়ের তীরে আসিয়া হাজির হইল।

সত্যেশ সেন ও অনুরুধ্ সিঙের কর্তৃত্বে পর্যাপ্ত টিয়ার গ্যাসের এবং আবশ্যক-মত' আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োগে তাহাদের সকলকেই প্রায় গ্রেপতার করা হইল—একজন আত্মহত্যা করিল, চারজন আহত হইল, একজন পুলিসের গুলিতে প্রাণ হারাইল।

পুলিস-পক্ষেও দুইজন লোক আহত হইল।

দস্যু দাহুদের আয়রণ সেফে ও বাড়ির নীচের দুই-তিনটি গোপন ঘরে বহু ডাকাতির মাল পাওয়া গেল। বন্দীদের মধ্যে

যুদ্ধের ফেরারী এক ওয়্যারলেস্ টেলিগ্রাফের ইন্জিনিয়ার বাহির হইয়া পড়িল—পিস্তল্ কয়টি এবং ওয়্যারলেস্ টেলিগ্রাফির সেট্, গত যুদ্ধে ব্যবহৃত এ্যামেরিকান্ মাল এবং চুরি করা মাল বলিয়া বুঝা গেল।

হামিদার লাস ভানু সিঙের ভুতুড়ে ভাঙা বাড়ির এক স্থানে এলোমাটি দেখিয়া সন্দেহ হওয়ায় সেখানে খুঁড়িয়া রাত দু'টায় পাওয়া গেল।

অতি শ্রান্ত সত্যেশ সেন ভোর তিনটার কিছু পূর্বে মাসীমার বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলেন।

—সমাপ্ত—

গুরুদাস হালদার

প্রণীত

নূতন ধরণের একখানি ডিটেক্‌টিভ্‌ উপন্যাস

টিউনিসের জলদস্যুদের আমল হইতে যে সর্বনেশে হীরার হার বহু ধনী ও রাজার বংশে রক্তের নদী বহাইয়া দিয়াছিল, ষোড়শী রাণী রত্নাবতীর বুকে সহসা তাহার জ্যোতিহীন হইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গোহনপুর রাজ্যে কি ভাবে হত্যার তাণ্ডব নাচিয়া উঠিল — আর সেই হত্যা-তাণ্ডবের মাঝে অবিচল গোয়েন্দা সত্যেশ সেনের কাছে জনৈক মৃতের সামনের বিষহীন সুসিদ্ধ তিন পোয়া মাংস কতবড় শয়তানের জটিল রহস্য ভেদ করিবার অভ্রান্ত সূত্র হইয়া দাঁড়াইল, তাহা এই উপন্যাসখানি না পড়িলে ধারণা করা অসম্ভব।

দুঃসাহসী রাণী রত্নাবতীর ভোর রাত্রের গোপন-অভিযান, শত্রুর চোখের সামনে পিস্তলের গুলিতে আহত জলমগ্ন মানুষের অদ্ভুত ইন্দ্রজাল, তালাবন্ধ লোহার দরজার মধ্য দিয়া জীবন্ত মানুষের রহস্যময় যাতায়াত, পরিত্যক্ত বাগান-বাড়ির ভূগর্ভে পিস্তলের গুলিতে আহতা নারীর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ, এরোপ্লেনে সুদূরে অপসারিতা রাণী রত্নাবতীর সামনে সেয়ানায় সেয়ানায় বীভৎস কোলাকুলি ও বুলেট্‌-বর্ষণ ইত্যাদি নানা বিস্ময়প্রদ ও

রোমাঞ্চকর ঘটনা-তরঙ্গে ও জটিল রহস্যের অপূর্ব সমাবেশে এ উপন্যাসখানি পূর্ণ।

জটিল রহস্যময় ঘটনা-তরঙ্গ যাঁহারা ভালবাসেন এই ডিটেক্‌টিভ্‌ উপন্যাসখানি তাঁহাদের অবশ্য পাঠ্য।

উপন্যাসখানি দুই খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য মাত্র ১।৷০ টাকা।

গুরুদাস বাবুর আর একখানি ডিটেক্‌টিভ্‌ উপন্যাস

শয়তান সংঘ

নরহত্যা ও দস্যুতা যাহাদের নিত্যকর্ম তেমন শয়তানরা যখন সংঘবদ্ধ হইয়া সহরবাসীর মহাত্রাসের সৃষ্টি করে তখন পুলিস ডিপার্টমেণ্টের শক্তিও কখনও কখনও সাময়িকভাবে ভঙ্গুর হইয়া পড়া অস্বাভাবিক নহে। তেমন এক ভয়াবহ প্রেতের তাণ্ডবের সুগুপ্ত রহস্য ভেদের উদ্দেশ্যে দুর্দান্তগতি বুদ্ধির দানব সুবিখ্যাত গোয়েন্দা সত্যেশ সেনের ডেয়ার্‌-ডেভিল্‌ অভিযান; পাতালপুরীর গুপ্ত কক্ষে একাকী সত্যেশ সেনের সহিত পাতালপুরীর বন্ধুনী-ও শয়তানদের সংঘর্ষ; ঘোর অন্ধকারে চার-চারটি পিস্‌তল্‌ ও হিংস্র বুল-ডগের আক্রমণের মাঝে সত্যেশ সেনের অদ্ভুত সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তা; ছোঁ-মারা চিল সুরেন দাসের বিস্ময়কর কার্য-কলাপ ও জীবন্ত-মৃত্যু টনির

সামনে চালিয়া ফেলা খালি দেশলাইয়ের বাক্সের অদ্ভুত রহস্য ইত্যাদিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া এ উপন্যাসের উপভোগ্য কাহিনী রচিত হইয়াছে।—ডিটেক্‌টিভ্‌ উপন্যাসামোদি ব্যক্তি মাত্রেরই এই বইখানি পড়া উচিত।

মূল্য—দেড় টাকা মাত্র।

নিয়োগকর্তাকেও কোথায় কি ভাবে গ্রেপতার করিলেন, তাহাই এ উপন্যাসের মূলীভূত আখ্যান-বস্তু।

গোয়েন্দার উপর গুণ্ডার আক্রমণও যে বুদ্ধিমান গোয়েন্দার হাতে রহস্য-ভেদের অভ্রান্ত সূত্র হইয়া দাঁড়াইতে পারে এ ধারণা যাঁহাদের নাই, তাঁহাদের এ বইখানি পড়া উচিত।

মূল্য — মাত্র দেড় টাকা।

গুরুদাস হালদার

প্রণীত

বহু অপেক্ষিত নূতন ডিটেক্‌টিভ্‌ উপন্যাস

শেষ বুলেট - যন্ত্রস্থ

ভারতের সর্বত্র

হুইলারের রেলওয়ে বুক্ ষ্টলে

ও অন্যান্য পুস্তক-বিক্রেতাদের নিকট

এবং কলিকাতা, এলাহাবাদ ও ঢাকায়

আশুতোষ লাইব্রেরীতে

বইগুলি পাওয়া যায়।

নিয়মিত গ্রাহক হইতে হইলে, বিনামূল্যে 'পরিচয়' পুস্তিকা পাইবার জন্য পত্র লিখুন।

হালদার প্রেস

২২, থর্ণহিল রোড, এলাহাবাদ